আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

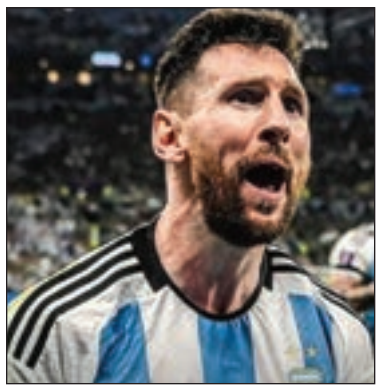
সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ১০ || সোমবার || পৌষ ২০ || ১৪২৯ || জমাদিউল আঃ ১১ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 10 || 5 December || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন
বায়ুদূষণে বছরে ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু

ঢাকা ডেস্ক: দেশে উচ্চমাত্রার বায়ুদূষণের কারণে বছরে আনুমানিক ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। সেই সঙ্গে মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপির **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



পেলেকে পেছনে ফেলে মেসি'র পাশে এমবাপ্পে
কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ড ফ্রান্স আর্জেন্টিনা ও নেদারল্যান্ডস

সালাহউদ্দিন আহমেদ: কাতার বিশ্বকাপের নক আইট পর্বের প্রথম চারটি খেলা শেষে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা ও **নেদারল্যান্ডস** কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। শনিবার (৩ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত প্রথম খেলায় নেদারল্যান্ডস ৩-১ গোলে যুক্তরাষ্ট্রকে, দ্বিতীয় খেলায় আর্জেন্টিনা ২-০ গোলে অস্ট্রেলিয়াকে এবং রোববার অনুষ্ঠিত **(বাকি অংশ ১২ পাতায়)**



লন্ডনের চিঠি
হাবিব রহমান



আসন্ন বড়দিনের আলোয় সেজেছে লন্ডন। করোনা মহামারির আতংক কাটিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়**

কংগ্রেসে মাইনরিটি লীডার পদে বাংলাদেশীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাকিম জ্যাফরি



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের নতুন নেতা হলেন হাকিম জ্যাফরি। তিনি বর্তমান স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রতিনিধিদের সর্বসম্মতিতে গত বুধবার **(বাকি অংশ ০৩ পাতায়)**

প্রথম রাউন্ডের অঘটন
চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল

ব্রাজিলকে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ১-০ গোলে হারিয়েও প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়ে হয় ক্যামেরুনকে। আগেই দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় ব্রাজিল তাদের তরুন খেলোয়াড়দের নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে হেরে গেছে। ক্যামেরুনের ভিনসেন্ট আবুবাকের ইনজুরি টাইমে জয়সূচক গোলটি করে ইতিহাস সৃষ্টি করলেও নিয়মবর্হিভূতভাবে আনন্দ উদযাপন করতে গিয়ে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হন। এক সময় ফুটবল ম্যাচে গোল করে খেলোয়াড়রা প্রায়ই জার্সি খুলে আনন্দ প্রকাশ করতেন। তখন এটি অনিয়ম বলে বিবেচিত হতো না। ব্রাজিলের ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম ফরোয়ার্ড রিভালদো গোল করেই জার্সি খুলে ফেলতেন। এরপরই ফিফা নিয়ম করে খেলার মাঠে জার্সি খোলা যাবে না। আবুবাকের হয়তো নিয়মটি জানতেন না। জানলেও আনন্দের আতিশয্যে হয়তো নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেননি। তিনি যে ইতিহাস করে ফেলেছেন। ক্যামেরুন এর আগে বিশ্ব ফুটবলের আরেক পরাশক্তি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



বদলাচ্ছে চীনের কোভিড নীতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দেশজুড়ে ব্যাপক আন্দোলনের মুখে বিধিনিষেধ শিথিল করার পাশাপাশি চীন তাদের কোভিড নীতিতে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে বলেও আভাস পাওয়া গেছে। বেইজিংয়ের বাসিন্দারা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায়



ঢাকা ডেস্ক: চার দিনের সফরে শনিবার (৩ ডিসেম্বর) বাংলাদেশে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের জনসংখ্যা, শরণার্থী ও অভিবাসন বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলিয়েটা ভ্যালস নয়েস। আজ দিনের শুরুতে তিনি কক্সবাজারস্থ রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে আশা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

ঢাকা ডেস্ক: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বলেছেন, শিলচর-সিলেট উৎসব আমাদের অভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য, পারস্পরিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা ও আমাদের অভিন্ন **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawny@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // December 5 // 2022

নানক-নাছিমের পথ রুদ্ধ করল ছাত্রলীগ

ঢাকা ডেস্ক: কমিটির দাবিতে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের পথ রুদ্ধ করেছে। রোববার রাত ১১টার দিকে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ের কাছে এই ঘটনা ঘটে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা কমিটির দাবিতে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম ও সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হকের পথ রুদ্ধ করেন। পরে কেন্দ্রীয় নেতারা বিক্ষুব্ধ কর্মীদের নিয়ে রাজনৈতিক কার্যালয়ের দিকে যান। এর আগে রাত ১০টার দিকে একই দাবিতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়কে নিউমার্কেট এলাকায় অবরুদ্ধ করেন ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা কলেজের কমিটি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন ছাত্রলীগ সভাপতি।

আলেকজান্ডার হার্ডিন-এর সাথে ড. মনিরুল ইসলামের বৈঠক

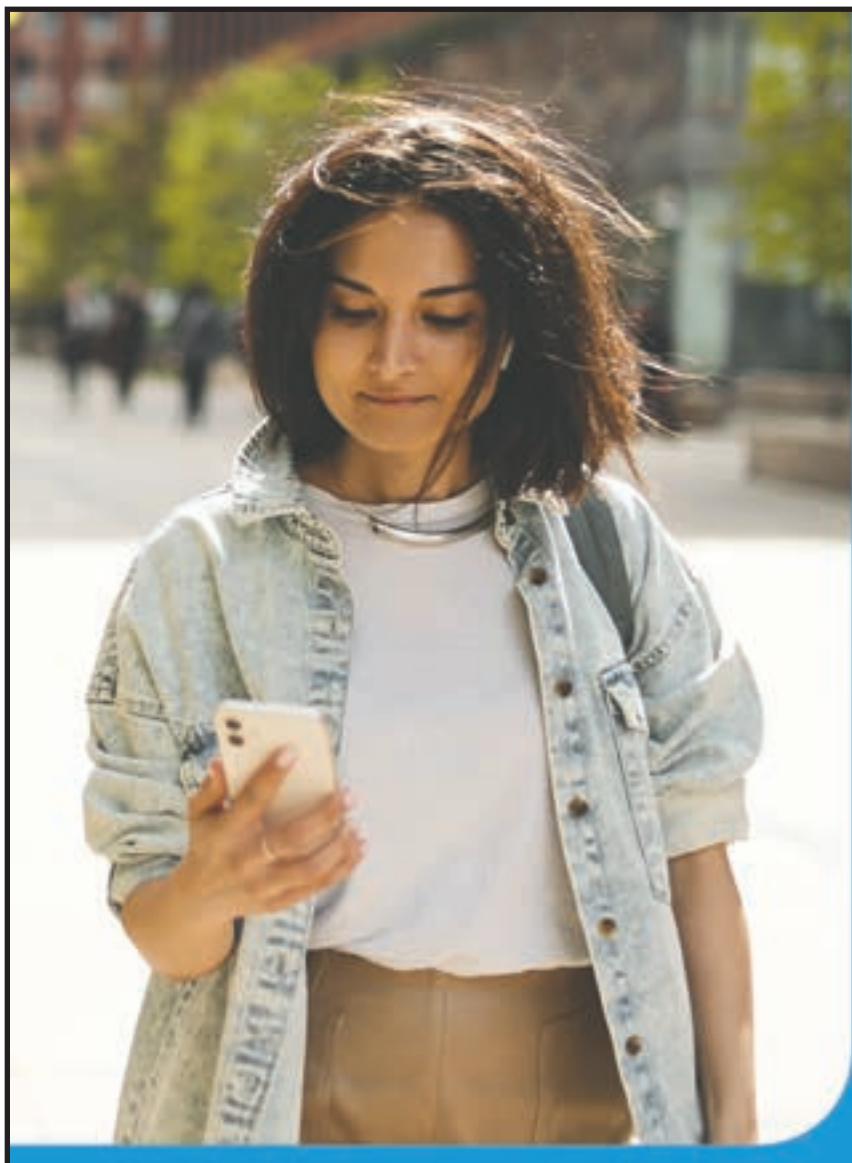
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল এর কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম গত ২৩ নভেম্বর বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর আঞ্চলিক পরিচালক আলেকজান্ডার কে. হার্ডিন এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। আঞ্চলিক পরিচালক আলেকজান্ডার কে. হার্ডিন কনসাল জেনারেল ড. ইসলামকে তাঁর কার্যালয়ে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে একটি আলোচনায় যোগ দেন। এ সময় কনস্যুলেট জেনারেলের প্রথম সচিব ইসরাত জাহান উপস্থিত ছিলেন।



বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হওয়ায় এ বছরটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তাঁরা দু'দেশের সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে এক সাথে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তৈরী পোষাক ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য রপ্তানীজাত পণ্য বিশেষ করে ফার্মাসিউটিক্যালস সামগ্রী যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানীর সম্ভাবনার উপর তাঁরা আলোকপাত করেন।

বৈঠকে কনসাল জেনারেল আঞ্চলিক পরিচালক আলেকজান্ডার কে. হার্ডিন-কে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলাসহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্জন ও স্বীকৃতির বিষয়ে অবহিত করেন। নিউইয়র্কে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ততা ও সাফল্যের কথা উল্লেখ করে কনসাল জেনারেল কমিউনিটির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মি. হার্ডিন এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক ও বোঝাপোড়াকে আরো সহজ, সাবলীল ও শক্তিশালী করার প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে।





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison

কংগ্রেসে মাইনরিটি লীডার পদে বাংলাদেশীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাকিম জ্যফরি















(প্রথম পাতার পর)

(৩০ নভেম্বর) তাঁকে দলীয় নেতা নির্বাচিত করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, প্রতিনিধি পরিষদে নিউইয়র্কের প্রতিনিধিত্ব করছেন হাকিম। ডেমোক্রেটিক পার্টির ইতিহাসে তিনিই প্রথম অশ্বেতাঙ্গ, যিনি কংগ্রেসে নেতৃত্ব দেবেন। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক থেকে একাধিকবার নির্বাচিত ইউএস কংগ্রেসম্যান হাকিন জেফরিস বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের পরিচিত মুখ ও বন্ধু। টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র সাথে তার রয়েছে নিয়মিত যোগাযোগ।

২০২৩ সালের ৩ জানুয়ারী থেকে নতুন কংগ্রেস দায়িত্ব নেবে। আর ১১৮তম ইউএস কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে ডেমোক্র্যাটদের নেতৃত্ব দেবেন ৫২ বছর বয়সী মি. হাকিম জেফরিস। গেল নভেম্বরে অনুষ্ঠিত মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় ডেমোক্রেটিক পার্টি। নির্বাচন শেষে কংগ্রেসে দলের প্রধান নেতার পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। তবে তিনি কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে তাঁর ক্যালিফোর্নিয়া ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধিত্ব চালিয়ে যাবেন।

এদিকে ন্যান্সি পেলোসির পদত্যাগের পর থেকেই নতুন নেতা হিসেবে হাকিম জেফরিসের নাম শোনা যায়। গত ১৮ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের প্রার্থিতা ঘোষণা করেন জেফরিস। বুধবার দলীয় নেতা নির্বাচনের পর উচ্চকক্ষ সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা চাক শুমার বলেন, এটা ভবিতব্যই ছিল।

রিপাবলিকানদের সঙ্গে কীভাবে কাজ করবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমেরিকানদের স্বার্থে যখনই এবং যেখানেই সম্ভব অংশীদারত্বের হাত প্রসারিত করা আমাদের প্রতিশ্রুতি।'

ডেমোক্রেটিক ককাসের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন হাকিম জেফরিস। তাঁর নেতৃত্বাধীন টিমে আরও থাকছেন ম্যাসাচুসেটসের প্রতিনিধি ক্যাথরিন ক্লার্ক, ক্যালিফোর্নিয়ান পিট আগুইলার এবং কংগ্রেসনাল হিস্পানিক ককাসের একজন সদস্য।

কংগ্রেসে মাইনরিটি লীডার পদে বাংলাদেশীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাকিম জ্যফরি

















বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে খেলাপি ঋণ
অনিয়ম দূর করতে হবে

নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে দেশের নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুরবস্থায় পড়েছে। কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিলেও এসব প্রতিষ্ঠানের নাজুক দশায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন না আসা উদ্বেগজনক। ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদেরও ঋণের কিস্তি পরিশোধে ছাড় দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবুও এসব প্রতিষ্ঠানে খেলাপি ঋণ বাড়ছে। চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে এ খাতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় ৪ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এ তিন মাসেই বেড়েছে প্রায় ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা।

সব মিলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা। গত কয়েক বছরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে। বিশেষ করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বড় ধরনের ঋণ কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে। নানা অব্যবস্থাপনায় জড়িয়ে বেশ কয়েকটি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা আগে থেকেই ছিল নাজুক।

কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও কর্মকর্তা অনিয়ম, জালিয়াতি ও যোগসাজশের মাধ্যমে নামে-বেনামে ঋণ দিয়েছেন, যা দীর্ঘদিনেও ফেরত আসছে না। সেসব ঋণই এখন খেলাপিতে পরিণত হচ্ছে। কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণ করা ঋণের বড় অংশই খেলাপি হয়ে পড়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণ দুরারোগ্য ক্যানসারের মতো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

কাজেই এসব প্রতিষ্ঠানের নাজুক দশা কাটাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নামে-বেনামে বিপুল অঙ্কের ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ করা হলো, এসব কি দেখার কেউ ছিল না? আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে সে জন্য অতীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। সেসব পদক্ষেপ নেওয়ার পরও কেন কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না, তা খতিয়ে দেখা দরকার।

নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভাবমূর্তি বর্তমানে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে প্রত্যাশিত লাভ দূরের কথা, প্রয়োজনের সময় আসল অর্থ ফেরত পাওয়া নিয়েও অনেক আমানতকারী শঙ্কিত। এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের আস্থা কমলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

লক্ষ করা যাচ্ছে, দেশের অধিকাংশ ব্যাংক 'ঋণ অনিয়মের' যে বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও তা থেকে মুক্ত নয়। ঋণ বিতরণে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব, দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব ইত্যাদি অনিয়মের সংস্কৃতির প্রভাব দেশের ব্যাংক খাত থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপরও গিয়ে পড়েছে। গ্রাহকদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশের নন-ব্যাংক আর্থিক খাতের সার্বিক সংকট নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে, এটাই কাম্য।



ছাত্রলীগের সম্মেলন এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

এন আই আহমেদ সৈকত

শিক্ষা, শান্তি, প্রগতির পতাকাবাহী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজ হাতে গড়া এই ছাত্র সংগঠনটির রয়েছে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল এক রাজনৈতিক ইতিহাস। এদেশের প্রতিটি গণআন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নাম। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী সময়ের প্রয়োজনে বাংলা, বাঙালী, স্বাধীনতা ও স্বাধিকার অর্জনের লক্ষে তৎকালীন তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় একঝাঁক স্বাধীনতাপ্রেমী তারুণ্যের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়া মহাদেশের 'বৃহত্তম' ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ।

প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। পরবর্তী সময়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে সংগঠনটির পরিবর্তিত নাম হয় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ।

সংগ্রামী এবং স্বাধীনতার চেতনায় লালিত সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা পরবর্তী প্রথম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছিল বাঙালীর ভাষা আন্দোলন। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা হয় বাঙালীর ভাষার অধিকার। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভ্যানগার্ড হিসেবে নিয়োজিত ছিলো ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা। যুক্তফ্রন্টের বিজয় সুনিশ্চিত করতে যাদের ছিলো অনবদ্য ভূমিকা। শিক্ষার অধিকার আদায়ে ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর রাজপথে রক্ত দিয়েছিলো বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। বাঙালী জাতির মুক্তির সনদ-বঙ্গবন্ধু প্রণিত ঐতিহাসিক ছয় দফা, যার পরিপ্রেক্ষিতে বেগবান হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা আন্দোলন; এই ছয় দফা দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, প্রতিটি অলিতে গলিতে ছড়িয়ে দিতে নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। তৎকালীন শাসক শ্রেণীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দেশপ্রেমের বলে বলিয়ান হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিল বঙ্গবন্ধুর ভ্যানগার্ড হয়ে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রলীগের ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে বাংলার ছাত্রসমাজ সারাদেশে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলে, যা রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে। পদত্যাগে বাধ্য করা হয় পাক শাসককে এবং বন্দীদশা থেকে মুক্ত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ বাংলার ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে সারা বাংলাদেশে পাকিস্তানের অপশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে ছাত্রলীগ ছিল সদা তৎপর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং শহীদ হন ছাত্রলীগের বহু নেতাকর্মী। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রলীগের সমাবেশে বলেছিলেন- 'দানবের সঙ্গে লড়াইয়ে যে কোনো পরিণতিকে মাথা পেতে বরণের জন্য আমরা প্রস্তুত। তেইশ বছর রক্ত দিয়ে এসেছি। প্রয়োজনবোধে বুকের রক্তে গঙ্গা বহাইয়া দেব। তবু সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বাংলার বীর শহীদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করব না।' বঙ্গবন্ধুর কথাতেই তাঁর একান্ত অনুগত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সতেরো হাজার নেতা-কর্মী মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের বুকের তাজা রক্তে স্বাধীন করেছিল প্রিয় মাতৃভূমি।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা অব্যাহত থাকে। ঘৃণ্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে ৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী সময়ে যখন এদেশের গণতন্ত্র হাটতে শুরু করে উল্টোপথে, তখন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ছিল ঐতিহাসিক ভূমিকা। সামরিক জান্তা সরকারের জুলুম, নির্যাতন, বুলেটের আঘাতকে উপেক্ষা করে সৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনের মাধ্যমে অবসান ঘটায় দীর্ঘ পনেরো বছরের সামরিক শাসনের। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের দেশপ্রেম, মানবপ্রেম এবং দেশের স্বার্থে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা অব্যাহত আছে আজও। এদেশের ইতিহাসের অন্যতম কালো অধ্যায় ১/১১'র সময় জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ ছাত্র-শিক্ষক সবার মুক্তি এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ গড়ে তুলেছিল দুর্বার গণআন্দোলন। প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকে যখনই বাংলাদেশ সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতির সংকটের মুখোমুখি হয়েছে তখনই আলোর দিশা হয়ে সংকট মোকাবেলা করেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে এখনও অবধি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তৈরি করেছে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক নেতা-কর্মী। যাদের অবদানে আজও স্ব-মহিমায় উড়ছে শিক্ষা শান্তি প্রগতির পতাকা। এদেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অবদান অনস্বীকার্য। দেশ এবং মানবসেবায় নিরলস পরিশ্রমী এই ছাত্র সংগঠনটি তাই রয়েছে সারা দেশের মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায়। ৭৫ পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনায় সকল অপশক্তির ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে সফলতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম এই সংগঠনটি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের হাতে অস্ত্রের বদলে কলম তুলে দেওয়ার কৃতিত্বও ঐতিহাসিক এই ছাত্রসংগঠনটির। আমরা দেখেছি করোনা মহামারির সময়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সৃষ্টি করেছে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সারা বাংলাদেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে বাংলাদেশের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা পাশে দাঁড়িয়েছে অসহায় মানুষের। খাদ্য সহায়তা, অক্সিজেন সহায়তা, চিকিৎসা সেবাসহ যেকোনো প্রয়োজনে দেশের সংকটকালে সর্বদা মানুষের পাশে ছিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগ।

তবে কালের বিবর্তনে আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম এই সংগঠনটি এখন সবচেয়ে অবহেলিত। ছাত্রলীগের প্রটোকল নিয়ে এমপি মন্ত্রী হওয়া যায়। যেকোনো প্রোগ্রামে অডিটোরিয়াম বা মাঠ ভরাতে আদম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কখনো কখনো লাঠিয়াল হিসেবেও কাজে লাগানো হয়।

তবে কালের বিবর্তনে আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম এই সংগঠনটি এখন সবচেয়ে অবহেলিত। ছাত্রলীগের প্রটোকল নিয়ে এমপি মন্ত্রী হওয়া যায়। যেকোনো প্রোগ্রামে অডিটোরিয়াম বা মাঠ ভরাতে আদম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কখনো কখনো লাঠিয়াল হিসেবেও কাজে লাগানো হয়। কিন্তু ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন করা যায় না। দিনশেষে চাটুকারদের ভিড়ে হারিয়ে যায় ছাত্রলীগের প্রকৃত ত্যাগী কর্মীরা।

ছাত্রলীগের শরীরে ঘামের গন্ধ থাকে। ছাত্রলীগ স্যুটেড বুটেড থাকে না কারণ সারাদিন যে আপনাদের কামলাগিরি করতে হয়। তবে ছাত্রলীগের রক্তে উন্মাদনা থাকে, দেশপ্রেম থাকে, কম্প্রোমাইজ না করার দুর্বিনীত দুঃসাহস থাকে। বঙ্গবন্ধু আর শেখ হাসিনাকে বুকে ও মগজে নিয়ে ঘুমাতে যায় ছাত্রলীগ।

দিনশেষে তাই শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষ বিশেষ আয়োজনে ছাত্রলীগের দাওয়াত মেলে না, সেখানে জায়গা করে নেয় রাজাকারের ছানাপোনারা। ছাত্রলীগের বহু ত্যাগী নেতাকর্মীদের জীবন সংসারে, ঘরে-বাইরে সবকিছু ত্যাগ করতে করতে বাকি আছে শুধু দলটা ত্যাগ করার। সেই সময়ও হয়তো সমাগত। আর তারা সুসময়ে এমনিতেই অভিমানে দুরে থাকে। দুঃসময়ে বুক পেতে আগলে রাখে দলটাকে। আগামীতে হয়তো আগলে রাখার হিসেবটাও বদলে যাবে। কেননা বক্তৃতায় আপনারা যতই বলেন তারা দলের প্রাণ, এগুলো শুধুই আপনাদের বয়ান।

আগামী ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৩০তম জাতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনে ত্যাগীদের সর্বোচ্চ মূল্যায়নের প্রত্যাশা তৃণমূলের। আগামীর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিগত দিনে রাজপথের নেতৃত্ব দানকারী, জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে অবদান রাখা, বিচক্ষণ নেতৃত্বের কাঁধেই উঠুক ছাত্রলীগের ভার। ছাত্রলীগ প্রসঙ্গে জাতির পিতা বলেছেন- আমি দেখতে চাই যে, ছাত্রলীগের ছেলেরা যেন ফার্স্ট ক্লাস বেশি পায়। আমি দেখতে চাই, ছাত্রলীগের ছেলেরা যেন ওই যে কী কয়, নকল, ওই পরীক্ষা না দিয়া পাস করা, এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলো। বঙ্গবন্ধুর সেই আকাঙ্খা পূরণের দায়িত্ব ছাত্রলীগের। তাই যোগ্য ব্যক্তিদের ছাত্রলীগের নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে ছাত্রলীগকে একটি মেধাবী সংগঠনে পরিণত করা এখন সময়ের দাবি। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।

লেখক: সাবেক ছাত্রনেতা
e-mail: shadshaikatbd@gmail.com

নামাজের সময়-সূচী

ডিসেম্বর	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ফজর	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮
সূর্যোদয়	৭.০৪	৭.০৫	৭.০৬	৭.০৭	৭.০৮	৭.০৯	৭.১০
জোহর	১১.৪৭	১১.৪৭	১১.৪৮	১১.৪৮	১১.৪৯	১১.৪৯	১১.৫০
আসর	২.৪৭	২.৪৭	২.৪৭	২.৪৭	২.৪৭	২.৪৮	২.৪৮
মাগরিব	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.৩০
এশা	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

মূল সংকট নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন ঘিরে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে না। পরিবর্তে, বড় দলগুলো নেতাকর্মীদের ঐক্য বজায় রেখে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। সভা-সমাবেশ করে শক্তি প্রদর্শনের মহড়ায় ব্যস্ত রয়েছে।

সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে পারস্পরিক আক্রমণ, প্রতিহিংসার প্রকাশ এবং বিবৃতি ও পালটা-বিবৃতি যুদ্ধ। দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনে ধাক্কা খেয়ে বিএনপির বোধোদয় হয়েছে। এবার অনেক আগে থেকে তারা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া তারা কিছুতেই দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। তাদের পক্ষ থেকে এমন নির্বাচন তারা হতে দেবে না বলেও বলা হচ্ছে।

এবার দলটিকে এ সিদ্ধান্তের প্রতি অনড় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে হচ্ছে। সে কারণে দলটি নির্বাচন কমিশনের কোনো সংলাপে অংশগ্রহণ করেনি। ইসি গঠন বা বর্তমান ইসিকে মেনে বা না মেনে নেওয়ার প্রতিও বিএনপি কোনো আগ্রহ দেখায়নি। দলটির সব আগ্রহ নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে। কারণ, বিএনপি নেতারা বুঝতে পেরেছেন, নির্বাচনকালীন সরকার দলনিরপেক্ষ না হলে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা আর সুনিশ্চিত পরাজয় বরণ করে নেওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

অন্যদিকে, সরকারি দল তাদের পুরোনো বক্তব্য অব্যাহতভাবে বলে চলেছে। অর্থাৎ, ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। সরকারদলীয় মন্ত্রীরা বলছেন, এমন নির্বাচনেই বিএনপি অংশগ্রহণ করবে। বড় রাজনৈতিক দুই দলের এ পালটা-পালটি বক্তব্য নিয়ে দেশব্যাপী সভা-সমাবেশ হচ্ছে। দুই বড় দল পরস্পরকে উদ্দেশ করে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় বক্তব্য দিয়ে চলেছে। এর ফলে সামাজিক স্থিতিশীলতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

বিরোধীদলীয় সভাগুলোয় ব্যাপক জনসমাগম হচ্ছে। কারণ, সরকার পরপর তিন মেয়াদ ক্ষমতায় আছে। একটি সরকার পরপর তিন মেয়াদে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকলে নাগরিকদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা তৈরি করা সম্ভব হয় না। আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এর সঙ্গে অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টরও কাজ করছে। তবে বিএনপি আহূত জনসমাবেশে অংশগ্রহণকারী সবাই যে বিএনপির একনিষ্ঠ নেতা-কর্মী-সমর্থক এমনটি নয়। যোগ দিচ্ছেন সরাসরি রাজনৈতিক দলে সম্পৃক্ত নন এমন দোদুল্যমান ভোটারদের অনেকে। প্রথম দিকে বিএনপির সমাবেশে পরোক্ষভাবে গণযোগাযোগ বন্ধ করে বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়ায় দলটির সমাবেশের ব্যাপারে মানুষের কৌতূহল বেড়েছে। এ ছাড়া আর্থিক লুটপাট, প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনশৃঙ্খলা খাতসহ প্রতিটি সেক্টরে ব্যাপক দুর্নীতির কথাও উল্লেখ করতে হয়।

দুর্নীতি কমানোর জন্য সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করলেও পেশাদার দুর্নীতিবাজরা দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। ঋণখেলাপিরা ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করেছে। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা হ্যাক করে বিদেশে পাচার হলেও এসব মেগা দুর্নীতিবাজকে সরকার আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেনি। ভোগ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও অব্যবস্থাপনায় বিরক্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশও সরকারের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করছে।

বিএনপি নেতারা এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদের প্রতিটি সমাবেশে সরকারকে পদত্যাগ করে সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন দিতে দাবি জানাচ্ছেন। সরকারি দল দলীয় সরকারাধীনে কোনো ফন্দি-ফিকির করে অথবা ইভিএমের মাধ্যমে ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করে কৌশলে নির্বাচনে জিততে চাইলে বিরোধীদলীয় নেতারা তাদের বক্তব্যে তেমন নির্বাচন প্রতিহত করার হুমকি দিচ্ছেন।

এ জন্য তারা বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বড় বড় শহরে কয়েকটি জনসমাবেশ করার পর ১০ ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকায় মহাসমাবেশ ডেকেছেন। এ সমাবেশ থেকে দলটি পরবর্তী আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারে। এ সমাবেশের অনুমতি প্রদানে সরকারের প্রাথমিক টালবাহানার পর বিএনপি নয়াপল্টনে সমাবেশের অনুমতি চাইলেও ২৬টি শর্তে দলটিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু বিষয় হলো, সরকারি দলের সমাবেশ করার ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে এমন টালবাহানা করা হয় না। এমন শর্ত আরোপের কথাও শোনা যায় না।



বিএনপি আহূত সমাবেশগুলোয় বিএনপি নেতারা এমন বাধা-বিপত্তির তীব্র সমালোচনা করছেন।

সরকারদলীয় নেতারা পালটা সমাবেশগুলোতে বিরোধীদলীয় নেতাদের তীব্র সমালোচনা করছেন। সরকারদলীয় নেতাদের বক্তব্যে নাগরিক সমাজ নতুনত্ব খুঁজে পাচ্ছে না। এমন সমালোচনা তারা সংসদের ভেতরে ও বাইরে গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে শুনে আসছেন। সরকারদলীয় নেতারা বলছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে এখন সংবিধানে কিছু নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার মৃত। এখন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচন করবে এবং বিএনপিকেও এ নির্বাচনে আসতে হবে।

সরকারি দল প্রথম দিকে বিএনপিকে সভা-সমাবেশ করতে দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করলেও এখন যুগপৎ স্বদেশি ও বিদেশি চাপে সরকার ওই পথ পরিহার করেছে। ফলে পরোক্ষভাবে কিছু বাধা থাকলেও বিএনপিকে সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। অতি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বিএনপি আহূত ১০ ডিসেম্বর ঢাকার মহাসমাবেশ নির্বিঘ্ন করতে ২৭ নভেম্বর সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রীকে নির্দেশনা দিয়েছেন।

এ ছাড়া বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশগুলোর আগে পরিবহণ ধর্মঘট ডেকে বাধা সৃষ্টি করাকে নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এসব কারা করছে? কেন করছে? এতে করে সরকারের বদনাম হয়।' প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যে সরকারি দল যে বিএনপির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি কিছুটা নমনীয় হয়েছে, তার আভাস প্রতিফলিত হয়। তবে দলটির মূল দাবির বিষয়ে সরকারি দল থেকে কোনো উচ্চবাচ্য করা হচ্ছে না। সরকারদলীয় নেতারা যদি বিএনপিকে সভা-সমাবেশ করতে দিয়ে দলীয় সরকারাধীনে নির্বাচনে রাজি করাতে চেষ্টা করেন, সে প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, বিএনপি সরকারদলীয় নেতাদের কথার ওপর আস্থা রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।

এরকম দলীয় শক্তির মহড়া কতদিন চলতে থাকবে, তা ১০ ডিসেম্বরের পর হয়তো কিছুটা অনুধাবন করা যাবে। নাগরিক সমাজ ভাবছে, ১০ ডিসেম্বরের মহাসমাবেশ থেকে বিএনপি হয়তো দলটির পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, দমন-পীড়ন, গায়েবি মামলা, প্রশাসন ও পোশাকধারী বাহিনী ব্যবহার করে সরকার যদি শক্তি প্রয়োগ করে বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমন করতে চায়, তাহলে তা সহজ হবে না।

কারণ, বর্তমান সরকারের পারফরম্যান্স, বক্তব্য-বিবৃতি ও কাজকর্মের ওপর নাগরিক সমাজের অনেকেই আস্থা রাখতে পারছেন না। সরকার যে অর্থনৈতিকভাবে বেকায়দায় আছে, সে খবর নাগরিক সমাজ বিশ্বাস করছে। সরকারের হাতে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করে ডিজিটাল হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার একটি তুরুপের তাস আছে।

তবে ইভিএমে নির্বাচন হলে অনেক দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। সরকারের প্রতি নতজানু নির্বাচন কমিশন তাদের আহূত সংলাপে স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ উপেক্ষা করে, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের মতকে অসম্মান করে অনধিক ১৫০ আসনে ইভিএমে ভোট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ ফাঁদে হয়তো বিরোধী দলগুলো পা দেবে না।

সরকারকে মনে রাখতে হবে, গোবালাইজড পৃথিবীতে একা চলা সম্ভব নয়। বন্ধুপ্রতিম শক্তিধর দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে দেশ পরিচালনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে এবার প্রায় সব দেশ বাংলাদেশে মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন চাইছে। এ ব্যাপারে বিদেশি রাষ্ট্রগুলো বারবার সরকারকে তাগিদ দিচ্ছে।

ঢাকায় প্রায় প্রতিদিনই রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের আলোচনা হচ্ছে। সর্বশেষ ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের শাম্মী আহমেদ, মাহবুবউল আলম হানিফসহ কয়েকজনের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের আলোচনা হয়। সরকার যেভাবে ইতঃপূর্বে রাষ্ট্রদূতদের স্থানীয় রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলার তীব্র বিরোধিতা করেছিল, এখন হয়তো সে ব্যাপারে একটু নমনীয় হয়েছে।

নাগরিক সমাজ আসন্ন ১০ তারিখে বিএনপির মহাসমাবেশের পর দেশে আবারও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ছড়িয়ে পড়ে কিনা সে বিষয়ে আতঙ্কে রয়েছে। সরকার খুব সহজেই এ আতঙ্ক দূর করতে পারে। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে খালেদা জিয়া অনেক দেরি করে প্রবল আন্দোলনের মুখে নির্দলীয় সরকারের দাবি মেনেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও যদি এ মূল সংকট নিরসনে দেরি করেন, তাহলে বিরোধী দলগুলোর রাজপথের আন্দোলনে নামা ছাড়া অন্য বিকল্প থাকবে না বলেই মনে হয়। সেক্ষেত্রে সমাজে সংঘাত ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়বে। কোনো দলের জন্যই সেটি ভালো হবে না।

এর পরিবর্তে নির্দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন দিতে দ্রুত রাজি হলে সব রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমিত হবে। জনগণ স্বচ্ছন্দে তাদের ভোট দিতে পারবেন। নির্বাচিত দল সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনা করবে। শান্তি ও স্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে চলমান সংকটের সমাধান সময়ের দাবি। সেক্ষেত্রে সরকারকে নির্দলীয় সরকারাধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবি মেনে নিতে হবে। বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসে নির্দলীয় নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা নির্মাণে কাজ শুরু করতে হবে।

লেখক: অধ্যাপক, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



বিজয়ের মাসে জনপ্রত্যাশা

ড. হারুন রশীদ

মানুষের জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয় স্বাধীনতা। স্বাধীনতাহীনতায় কেউ বাঁচতে চায় না। দাসত্বের শৃঙ্খল পরতে চায় না কেউ।

কিন্তু অনেকের জীবনে মুক্ত বিহঙ্গের মতো সেই স্বাধীনতার সাধ অলীক স্বপ্ন হয়েই থেকে যায়। কোনো কোনো জাতি দশকের পর দশক স্বাধীনতার জন্য রক্ত ঝরিয়েও পাচ্ছে না স্বাধীন ভূখন্ড, মানচিত্র, পতাকা। অনেক জাতি আবার নামেমাত্র স্বাধীন। ঔপনিবেশিকতার বেড়াজালে আটকা।

বর্তমানে সভ্যতা-প্রযুক্তি-সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষের যুগেও চলছে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। এখনো জ্বলছে ফিলিস্তিন। ইয়েমেনে বোমার আঘাতে ঘুম ভাঙে ছোট্ট শিশুর। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে স্থবির বিশ্বের অর্থনীতি। অবশ্য স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে এই যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য আছে। মুক্তি সংগ্রামের দিক থেকে ভাগ্যবান জাতি হচ্ছে বাঙালি। যারা নিজের ভাষার নামে একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছে। পেয়েছে স্বতন্ত্র মানচিত্র। লাল-সবুজের পতাকা পত পত করে উড়ে জানান দেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সগৌরব অস্তিত্ব।

বিজয়ের সেই গৌরবান্বিত মাস ডিসেম্বর শুরু হলো। এ মাসেই বাঙালি জাতি পায় তার লালিত স্বপ্নের স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের সব শ্রেণির মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।

৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন ৩০ লাখ মানুষ আর নির্যাতিত হয়েছেন ২ লাখ মা-বোন। সামরিক শক্তির দিক থেকে এক অসম যুদ্ধ হলেও দেশমাতৃকার জন্য বাঙালীর সর্বোচ্চ ত্যাগ আমাদের মুক্তির সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে। পাকবাহিনী এদেশের অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে ডিসেম্বরের শুরুতেই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পিছু হটতে থাকে। একে একে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা হয়। এভাবে ১৬ ডিসেম্বর আসে চূড়ান্ত ক্ষণ। হানাদারমুক্ত হয় দেশ। পাকবাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের পর অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের।

এদেশের জন্ম থেকেই শুরু হয় নানা ষড়যন্ত্র। যারা দেশের স্বাধীনতা চায়নি, তারা নানাভাবে তাদের হীন কর্মকান্ড চালায়, যা শুরু হয়েছিল চূড়ান্ত বিজয় লাভের মাত্র দুদিন আগে লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী হত্যার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য জাতিকে মেধাশূন্য করার এ নীলনকশা বাস্তবায়ন করে পাকহানাদার বাহিনীর এদেশি দোসর আলবদর, আলশামস বাহিনী। বস্তুত এ ষড়যন্ত্র স্বাধীনতা লাভের পরও অব্যাহত থাকে।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যা করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শুধু তাই নয়, একই বছরের ৩ নভেম্বর জেলখানায় নির্মম নিষ্ঠুরতায় হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এরপর দেশের ওপর চেপে বসে সামরিক শাসন। অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা স্বাধীনতার ইতিহাস ঘুরিয়ে দেয়। দেশকে নিয়ে যায় পেছনের দিকে।



কিন্তু এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত হতে দেয়নি। একাত্তরের ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে এখন। চিহ্নিত শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দন্ড কার্যকর হয়েছে এরই মধ্যে। অন্যদেরও বিচার চলছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদেরও বিচার হয়েছে (যদিও এখনো বেশ কয়েকজন পলাতক)। এর মধ্য দিয়ে জাতি অভিশাপমুক্ত হচ্ছে। সমাপ্তি ঘটছে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের।

নানা প্রতিকূলতার পরও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। কমছে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু। গড় আয়ু বেড়েছে। অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হচ্ছে বাল্যবিয়ে। নারীরা সমাজে পুরুষের সমান্তরালে এগিয়ে যাচ্ছেন। সরকারপ্রধান, জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী। এছাড়া মাঠ প্রশাসনেও নারীরা গুরুত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। নারী জাগরণের অন্যতম রূপকার হচ্ছেন আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উন্নয়নের রোল মডেল এখন বাংলাদেশ। প্রযুক্তি খাতে অভাবনীয় উন্নতি হচ্ছে। কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে হাইটেক পার্ক। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে পারমাণবিক যুগে প্রবেশ করছে দেশ। উড়াল সেতু যোগাযোগের ক্ষেত্রে এনেছে নতুন মাত্রা। মেট্রোরেলের বিশাল কর্মযজ্ঞ দেখলেই বোঝা যায় রেল যোগাযোগে কতটা উন্নতি হচ্ছে।

সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে জয়ী হতে চলেছে। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু উদ্বোধন হয়েছে। এ সেতুকে ঘিরে পরিচালিত হচ্ছে বিশাল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে বিশ্বব্যাংক ঋণ চুক্তি বাতিল করেছিল। একই পথ অনুসরণ করেছিল অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীও।

পদ্মা সেতু প্রকল্পে সম্ভাব্য দুর্নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মামলা হয় কানাডার একটি আদালতেও। ইতোমধ্যে সে মামলার রায়ে আদালত একে নিছকই 'অনুমান ও গুজব' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। বিশ্বব্যাংক ঋণ চুক্তি বাতিল করার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নেই পদ্মা সেতু করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এতে দেশে এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে তার প্রমাণ পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের আর্থিক সক্ষমতা ও নেতৃত্বের সাহসের প্রতীক হয়ে থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এবারের বিজয়ের মাস এসেছে এমন এক সময়ে যখন স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হয়েছি আমরা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এটা স্বস্তির বিষয়। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা এখনো থেমে নেই। তাদের ষড়যন্ত্র চলছে। তারা নানা কায়দায় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে। কিন্তু সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে সেটি সম্ভব হচ্ছে না।

স্বাধীনতাহীনতায় কেউ বাঁচতে চায় না। কারণ স্বাধীনতাই মানুষকে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দেয়। স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হবে যখন দারিদ্র্য, বৈষম্য থাকবে না। মূলোৎপাটন হবে দুর্নীতির। ন্যায়ের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা নিয়ে কোনো চিন্তা থাকবে না। রাষ্ট্র পরিচালিত হবে সংবিধানের আলোকে। গণতান্ত্রিক আবহে।

বাস্তবতা হচ্ছে, দেশে দুর্নীতি সর্বব্যাপী, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আকাশচুম্বী। করোনা মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বকে এক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। জ্বালানি সংকটের প্রভাব পড়ছে সর্বত্র। ডলার সংকটে ব্যাহত হচ্ছে আমদানি-রপ্তানি, যার মারাত্মক প্রভাব পড়ছে জনজীবনে। রাজনৈতিক অনৈক্যজনিত সংকট তো আছেই। এ অবস্থায় জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনাটা অত্যন্ত জরুরি।

জাতীয় ঐক্যের মধ্য দিয়েই দেশবিরোধী অপতৎপরতার জবাব দিতে হবে। রুখে দাঁড়াতে হবে অপশক্তির বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে সম্মিলিতভাবে। শোষণমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে সবাই সবার নাগরিক অধিকার নিয়ে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে গৌরবের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে। এ লক্ষ্যে বিজয়ের মাসে নতুন করে শপথ নিতে হবে।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনতে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৩ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

শেখ হাসিনার জন্য পেট পোড়ে



গোলাম মাওলা রনি

শেখ হাসিনার জন্য কেন আমার পেট পোড়ে তা ভালোভাবে বলার জন্য আপনাদের কাছে কিছু ঐতিহাসিক গুপ্তকাহিনী বলা আবশ্যক। ঘটনাগুলোর আমি চাক্ষুষ সাক্ষী এবং ২০০৯-১০ সালে আমি সেসব ঘটনার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বুঝেছিলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল এই কারণে যে, আওয়ামী লীগের বর্তমান দুরবস্থার শুরুটা দেখার পর আমি সিনিয়র-জুনিয়র অনেক নেতার সাথে কথা বলেছি। কিন্তু কারোর মেধা-মননশীলতা-শিক্ষা-দীক্ষা অথবা সৃজনশীলতা এমন পর্যায়ে ছিল না যার ফলে তারা দল-দেশ-জাতির পক্ষে দাঁড়িয়ে চক্রান্তকারীদের রুখে দেবেন। অথবা দলীয় প্রধানের নজরে এনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরিস্থিতি সামাল দেবেন।

২০০৯ সালে আমার বয়স ও দলে আমার অবস্থান এমন পর্যায়ে ছিল না যা দিয়ে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি যেতে পারি অথবা অনায়াসে তার কাছে সব কথা বলতে পারি। দ্বিতীয়ত, আমার মনে এমন ভয়ও ছিল যে, আমার কথায় প্রধানমন্ত্রী অপমানিত অথবা বিরক্তি বোধ করতে পারেন। কারণ, জ্ঞান হলো এমন এক ভয়াবহ হাতিয়ার যা উর্ধ্বতনের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেলে সমূহ বিপত্তি ঘটাতে পারে। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিপদে পড়ে জ্ঞানের অন্বেষণ করলেই কেবল জ্ঞান বিতরণ অর্থবহ ও নিরাপদ। অন্যথায়, এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে কেবল জ্ঞানী হওয়ার কারণে শাসকের নির্দেশে কবরে যেতে হয়েছে। পাগলা স্ম্রাট নিরোর নির্দেশে মহাজ্ঞানী সেনেকার আত্মহত্যা এবং সক্রেটিসের বিষপানের কাহিনী আমি খুব ভালো করে জানতাম। এই কারণে সীমা অতিক্রম করে সব কথা আগবাড়িয়ে বলতে যাইনি কখনো।

উল্লিখিত অবস্থায় আমার মধ্যে এক ধরনের বিষক্রিয়া পয়দা হয়ে গিয়েছিল যা কিনা হীরক রাজার দেশে চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় চমৎকার একটি বাক্য প্রকাশ করেছেন। রাজা বলেন- 'যত বেশি জানে- তত কম মানে'। সিনেমার সেই ঐতিহাসিক আপ্তবাক্যের প্রভাবে হয়তো আমার অভিব্যক্তিত্বে এক ধরনের অবাধ্যতা বা অযোগ্যতাকে তাচ্ছিল্য করার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠত যা আমি নিজে টের না পেলেও অনেকে টের পেতেন এবং তারা গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে নালিশ করতেন যে, রনি একটি বিশ্ব বেয়াদব, কাউকে সালাম দেয় না, যার তার সমালোচনা করে। প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডেকে নিয়ে যখন উল্লিখিত অভিযোগ করলেন তখন আমি খুবই হতাশ হয়ে পড়লাম। কারণ কোনো মন্ত্রীর রুমে আমি তখন পর্যন্ত ঢুকিনি-এমনকি তাদের কারো সাথে কথাটি পর্যন্ত বলিনি। দূর থেকে যা দেখতাম তাতে মনে হতো মতিয়া চৌধুরী উপযুক্ত মন্ত্রী। কিন্তু অর্থমন্ত্রী মুহিত সাহেব, পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপুমনি কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনকে আমার কোনো দিনই যোগ্য মনে হয়নি। ফলে সরকারের অনেক ব্যর্থতার জন্য আমি আমার লেখালেখি ও টকশোর আলোচনায় অযোগ্য মন্ত্রী-আমলাদের নাম উল্লেখ না করে সমালোচনা করতাম।

দলের প্রতি প্রবল ভালোবাসা শেখ হাসিনার প্রতি উঁচুমার্গের শ্রদ্ধাবোধ ও দেশপ্রেমের মোহে আমি আমার নিজের অবস্থান, স্থান-কাল-পাত্র প্রায়ই ভুলে যেতাম এবং হুটহাট এটা-ওটা বলে কিংবা লিখে প্রায়ই বড় বড় ঝক্কি ঝামেলার মধ্যে পড়ে যেতাম। কয়েকটি ছোট উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনি যদি আওয়ামী লীগের বড় নেতাদের জিজ্ঞাসা করেন যে, বর্তমানের সবচেয়ে বড় তিনটি সমস্যার কথা বলুন যা কিনা আওয়ামী লীগের পতন অনিবার্য করে তুলেছে। আমি নিশ্চিত ১০০ জনকে প্রশ্ন করলে ১০০ রকম উত্তর পাবেন। অর্থাৎ কোনো সমস্যার বিষয়ে দলটির মধ্যে ঐকমত্য নেই অথবা সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তাদের সম্মিলিত উদ্যোগ না থাকার কারণে তারা সংশিষ্ট বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন। ফলে রোম যখন পুড়ছে তারা তখন শিশুর মতো হাসছেন অথবা নাচন-কুর্দনে সময় ব্যয় করছেন। দ্বিতীয়ত, আপনি যদি নিজ থেকে তিনটি প্রধান সমস্যার কথা বলেন এবং সেই সমস্যা কবে ও কোথা থেকে শুরু হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি নিশ্চিত যে, আপনার কপালে শতভাগ হতাশা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।

আমার মতে, আওয়ামী লীগের প্রথম সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে আইন মন্ত্রণালয় দিয়ে। তারপর ধর্ম মন্ত্রণালয়। তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বনাম সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতবিরোধ। আমি যদি এই তিনটি সমস্যা নিয়ে ২০০৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি তবে আপনারা খুব সহজেই বুঝবেন- কেন শেখ হাসিনার জন্য আমার পেট পোড়ে।

আলোচনার শুরুতেই আইন মন্ত্রণালয়ের কথা বলি। আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল সাহেবের কাছে একদিন গেলাম একটি ফাইলের বিষয়ে জানতে। গলাচিপা উপজেলায় এক সময়ে সিভিল আদালত ছিল তা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তদবিরে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া জেলার সরকারি উকিল নিয়োগের ক্ষেত্রে আমার নির্বাচনী এলাকার উকিলদের যেন অন্তর্ভুক্ত করা হয় সে ব্যাপারেও প্রতিমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছিলাম। তিনি এক কথায় জবাব দিলেন, দুলালের কাছে যাও- ওসব করে। আমি মন্ত্রীর রুম থেকে বের হয়ে দুলালের খোঁজ করলাম। জানতে পারলাম, তিনি একজন উপসচিব। আমি তার কামরায় গিয়ে দেখলাম, রীতিমতো বাজার বসেছে। এমপি, সচিব, যুগ্মসচিব অনেকেই আসা-যাওয়া করছেন। টেলিভিশনের কল্যাণে আমার মুখচ্ছবি পরিচিত ছিল। কাজেই দুলাল সাহেব দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং স্যার সম্বোধন করলেন।

আমি যখন দুলাল সাহেবের কামরায় বসলাম তখন রাজশাহীর তানোড়-গোদাগাড়ি এলাকার এমপি ওমর ফারুখ এলেন। দুলাল সাহেব তাকে তুমি বলে সম্বোধন করলেন। আমি একটু আশ্চর্য হলাম দেখে ফারুখ সাহেব বললেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে দুলাল ভাই আমার সিনিয়র ছিলেন। তিনি দুলাল সাহেবকে লক্ষ করে বললেন, রনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে মাস্টার্স করেছে। সুতরাং তাকেও তুমি বলতে পারেন। দুলাল সাহেব দয়া করে আমাকে তুমি বললেন না বটে- তবে স্যার বলা বন্ধ করলেন এবং সেদিন থেকে আমাদের মধ্যে ভারী ভাব হয়ে গেল। একদিন কথা প্রসঙ্গে জামায়াত নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর গ্রেফতার সম্পর্কে এমন তথ্য দিলেন যা শুনে আমার ভিরমি খাওয়ার উপক্রম হলো।

দুলাল সাহেব অতিমাত্রায় আওয়ামীপ্রেমিক ছিলেন। কিন্তু মেধাবী ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক লেনদেনে সৎ ছিলেন; কিন্তু কাজকর্মে ও চিন্তায় সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন না। আমাদের আদালত প্রাঙ্গণের আজকের দুরবস্থা, সংবিধানের কয়েকটি সংশোধনী, উচ্চ আদালত বিশেষত প্রধান বিচারপতি সিনহার সাথে আওয়ামী লীগ তথা প্রধানমন্ত্রীর টানাপড়েন, অবিশ্বাস, অনাস্থা এবং বিচারক নিয়োগ-বদলি নিয়ে যা কিছু হয়েছে তার সব কিছুর নেতৃত্বে একজন নিম্নমানের মেধাসম্পন্ন ও ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যম পদবির কর্মকর্তার কারণে এতবড় একটি মন্ত্রণালয়ে আওয়ামী লীগের জন্য যে জঞ্জাল সৃষ্টি হয়েছে তা কিয়ামতের আগে পরিষ্কার হবে বলে মনে হয় না।

আইনের পর ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কে কিছু বলব। আজকের ইসলামী ব্যাংক কেলেঙ্কারি, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের দুরবস্থা, ইবনে সিনার মরণাপন্ন অবস্থা, জাকাত বোর্ডের সর্বনাশ, আলেম-ওলামাদের মধ্যে বিভক্তি, ধর্মপ্রাণ ইসলামপন্থীদের সাথে আওয়ামী লীগের দূরত্ব ও শত্রুতা, জামায়াতের সাথে সরকারের অহিনকুল সম্পর্ক ইত্যাদি হাজারও সমস্যার মূলে যে লোকটি একক কর্তৃত্ব নিয়ে সব কিছু করেছেন তার সাথে সেই ২০০৯ সালেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয় বহুবিধ কারণে। তিনিও আইন মন্ত্রণালয়ের দুলাল সাহেবের মতো জুডিশিয়ারি ক্যাডারের লোক ছিলেন এবং স্বভাব ছিল আধাপাগলা প্রকৃতির। যেদিন তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেলেন সেদিন সন্ধ্যায় ধর্মপ্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শাহজাহান মিয়ার চেম্বারে তার সাথে আমার পরিচয় হলো। প্রথম সাক্ষাতে তার সাথে আমার খাতির হয়ে গেল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ও ঢাকা কলেজে আমার সিনিয়র ছিলেন। তথাপি সর্বদা আমার সাথে সরকারি প্রটোকল বজায় রাখতেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি শামীম মোহাম্মদ আফজল প্রথম সাক্ষাতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি হওয়া যায়। আমি বললাম, আপনি শেখর, গোলাপ মিয়া ও মাহবুবউল আলম হানিফ ভাইয়ের সাথে সবার আগে সম্পর্ক করুন। তারপর নিয়মিত গণভবন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যান এবং দেখবেন কাঙ্ক্ষিত মাকামে পৌঁছে গেছেন। আমি তাকে আরো বললাম, একজন উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার সখ্য হলে তা আপনার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে এবং আপনাকে দিয়ে দেশ জাতির অনেক ক্ষতি হবে। সবশেষে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ হতে চান। জবাবে তিনি জামায়াত, ইসলামী ব্যাংক, জাকাত বোর্ড ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পর্কে যা বললেন ঠিক সেটিই আজ ২০২২ সালে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে।

আলোচনার এই পর্যায়ে আমি (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

সলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি শামীম মোহাম্মদ আফজল প্রথম সাক্ষাতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি হওয়া যায়। আমি বললাম, আপনি শেখর, গোলাপ মিয়া ও মাহবুবউল আলম হানিফ ভাইয়ের সাথে সবার আগে সম্পর্ক করুন। তারপর নিয়মিত গণভবন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যান এবং দেখবেন কাঙ্ক্ষিত মাকামে পৌঁছে গেছেন।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বৈশ্বিক অর্থনীতি



আবদুল মান্নান

বাংলাদেশের রাজনীতি এখন অনেকটা অস্থির। বিএনপির কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে ১০ ডিসেম্বর থেকে দেশে একজন নতুন প্রধানমন্ত্রীর আবির্ভাব হতে পারে- নাম তাঁর খালেদা জিয়া। বর্তমানে তিনি দুর্নীতির দায়ে দন্ডিত হয়ে ১০ বছরের কারাদন্ড ভোগ করছেন। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃপায় কারাগারের বদলে তিনি নিজ বাড়িতে পারিবারিক পরিসরে অবস্থান করছেন। স্মর্তব্য, এই খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালে ২০০৪ সালে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে দলীয় সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার শিকার হয়েছিলেন আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ হাসিনা।

১০ ডিসেম্বর থেকে কীভাবে খালেদা জিয়ার নির্দেশনায় দেশ চলবে- তা অবশ্য পরিষ্কার নয়। যদিও বিএনপির অনেক নেতা-নেত্রী বেশ জোর গলায় বলে বেড়াচ্ছেন- তারেক জিয়া আসবেন। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মূল কুশীলব ছিলেন তিনি; এখন লন্ডনে পলাতক। গ্রেনেড হামলা, মানি লন্ডারিংসহ একাধিক মামলায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত। বিএনপি নেতারা বলছেন, তারেক রহমান দেশে এসে খালেদা জিয়ার হাত থেকে 'ক্ষমতা' গ্রহণ করবেন। তাঁর মায়ের বয়স হয়েছে। নানা রোগে আক্রান্ত। বিএনপি নেতারা দুই বছর ধরে বলে বেড়াচ্ছেন, খালেদা জিয়া এমন সব কঠিন রোগে আক্রান্ত; কেবল বিদেশে নিলেই তিনি বেঁচে যেতে পারেন। আল্লাহর রহমতে তিনি দেশীয় চিকিৎসকদের সেবায় এখন পর্যন্ত ভালো আছেন।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন সম্পর্কে বিএনপিরই অপর কিছু নেতা এবং তাদের কিছু মিত্র অবশ্য এতটা 'মিরাকল' দেখতে পাচ্ছেন না। বছরখানেক ধরে তাঁরা দাবি করছেন- শেখ হাসিনার সরকারকে একটি বায়বীয় নির্বাচনকালীন সরকারের কাছে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। বিএনপির এই সমকালীন মিত্রের মধ্যে আছেন কতিপয় আওয়ামী লীগ পরিত্যক্ত ব্যক্তি, কয়েকজন ওয়ানম্যান পার্টির নেতা। বিএনপির জোটে ভিড়েছে স্বামী-স্ত্রী পার্টি, কিছু বাম সংগঠন; যারা এক সময় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের খাল কাটা কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তাঁর 'হুঁহুম্ব' ভোটে অংশ নেওয়ার জন্য দলীয় নেতাকর্মীকে নির্দেশ দিয়েছিল।

'বায়বীয়' এ কারণেই বলছি, এই নির্বাচনকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বাতিল হওয়ার আগে কারা ওই সরকারের অংশ হতে পারবে, তার একটি ফর্মুলা ছিল। এর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সাবেক বিচারপতিরা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার রায়ে এক স্থানে মন্তব্য (রায়ে নয়) করা হয়েছে- সংসদ যদি মনে করে তাহলে পরবর্তী দুটি নির্বাচন এই ব্যবস্থার অধীনে হতে পারে। তবে তা থেকে দেশের জুডিশিয়ারিকে (বিচারাঙ্গন) দূরে রাখতে হবে। এরই মধ্যে সংসদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু না রাখার পক্ষে মত দিয়েছে। এর অর্থ, বাংলাদেশে এই ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তা-ই যদি হয়, তাহলে বর্তমান সরকার কার কাছে ক্ষমতা ছেড়ে পদত্যাগ করবে? এই বিষয়ে মামলা বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- কোনো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ১ মিনিটের জন্যও দেশের শাসনভার কোনো অনির্বাচিত ব্যক্তির হাতে যাওয়া উচিত নয়।

বিএনপি আর তার মিত্ররা যে কয়টি বিষয় নিয়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন করছে, তার মধ্যে রয়েছে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ। অবশ্য ইদানীং দ্রব্যমূল্য নিয়ে সবাই কথা বলেন। কারণ নিত্যপণ্যের দামের উর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। কোনো কোনো পন্ডিত ব্যক্তি আর রাজনৈতিক নেতা মিডিয়ায় এসে বলেন, বাজারে গেলে মনে হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পুরো খরচ বাংলাদেশ বহন করছে। এমন কথা যদি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে আসে, সাধারণ মানুষ মনে করতে পারে- এই পরিস্থিতি বুঝি শুধু বাংলাদেশেই। আসলে কি তাই? ইউরোপের দেশগুলোর ৪০ শতাংশ জ্বালানি আসে রাশিয়া থেকে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে; আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনে যে সুইফট কোড ব্যবহৃত হয়, তাও তারা বন্ধ করে দিয়েছে। এর অর্থ- রাশিয়ার সঙ্গে বিশ্বের কোনো দেশ এই মুহূর্তে স্বাভাবিক উপায়ে বাণিজ্য করতে পারছে না। অন্যদিকে রাশিয়া ঘোষণা দিয়েছে- যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ন্যাটো দেশগুলোয় জ্বালানি হয় তারা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবে অথবা কমিয়ে দেবে। এর ফলে এ দেশগুলো জ্বালানি সাশ্রয়ে নানামুখী ব্যবস্থা নিয়েছে। এর মধ্যে আছে- এই শীতে যেখানে বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ১০-১২ ডিগ্রি নিচে নেমে আসে, তারা বাড়িতে ঘর গরম করার কোনো যন্ত্র চালু করতে পারবে না। স্যুট-বুট পরে অর্ধডজন কম্বল মুড়ি দিয়ে রাতে ঘুমাতে যেতে হবে। এই শীতে কেউ গরম পানি দিয়ে গোসল করতে পারবে না। অনেক শহরে এখন রাতে সড়কবাতি জ্বলে না। অনেক শহরে সড়কে ট্রাফিক বাতি নিভে গেছে। জ্বালানি সাশ্রয়ে ব্রিটেন ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে- সামনের বড়দিন উপলক্ষে কোথাও আলোকসজ্জা হবে না।

বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ গম উৎপাদন হয় রাশিয়া ও ইউক্রেনে। যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞার কারণে গম সরবরাহে তীব্র সমস্যা দেখা দিয়েছে। গত ২৪ নভেম্বর লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার খবর- সে দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এক বেলা খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে শিশুরা, বিশেষত স্বামীহীন মা অথবা সিঙ্গেল মাদার। নিউইয়র্কের হান্টার কলেজের অধ্যাপক ড. চার্লস প্লাটকিন সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, শুধু নিউইয়র্ক সিটিতে প্রতি রাতে ১৫ লাখ মানুষ অভুক্ত অবস্থায় ঘুমাতে যায়। এটি শুরু হয়েছিল কভিডকালে, যার শেষ দেখা যাচ্ছে না। পুরো ইউরোপ আর যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৯ থেকে ১১ শতাংশের ঘরে পৌঁছেছে। ইউরোপের অনেক দেশে মানুষ সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে বিক্ষোভ করছে।

অর্থনীতি নিয়ে বিএনপির প্রচারণার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষের যাঁরা মিডিয়া, সভা-সমিতিতে কথা বলেন, তাঁদের কয়জন এসব তুলে ধরতে পারেন! গত ১২ বছরে সরকারের যেসব মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, সেটি সম্পর্কে কতজন বলেন? সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্প, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধাদের গৃহায়ন, সফলভাবে কভিড মহামারি মোকাবিলা কিংবা অবসরপ্রাপ্তদের পেনশনপ্রাপ্তি সহজীকরণ- এসব নিয়ে কয়জন কথা বলেন?

বিএনপি মহাসচিব কথায় কথায় বলেন- মহাপ্রকল্পের নামে মহাদুর্নীতি হয়। দুর্নীতি এই সরকার আবিষ্কার করেনি। বিএনপি আমলে দেশ এ ক্ষেত্রে পাঁচবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তাদের আমলে মেগা দুর্নীতি হয়েছে, কিন্তু কোনো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। কথা হচ্ছে, সুষ্ঠু নির্বাচন সবার কাম্য। নির্বাচন কোনো সরকার করে না; করে নির্বাচন কমিশন। তাকে সার্বিকভাবে সহায়তা করে সরকার, যা ২০২৩ বা ২০২৪ সালের নির্বাচনে বর্তমান সরকার করবে বলে বিশ্বাস। কারণ বিশ্বের দৃষ্টি এখন বাংলাদেশের দিকে। যাঁরা মিডিয়ায় কথা বলতে যান বা যাঁরা জনগণের সামনে কথা বলেন, তাঁদের বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। বর্তমান সরকার তার তিন মেয়াদে দেশকে যা দিয়েছে, অন্য কোনো সরকার কি তা দিতে পেরেছে? এসব বিষয় তো জনগণের সামনে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা সরকারি দলের নেতাকর্মীরই দায়িত্ব।

স্বীকার করতে হবে- বর্তমান সরকারের বড় শত্রু দুর্নীতি। দুর্নীতি সাধারণ মানুষ করে না- এই কথা জাতির পিতা বাংলাদেশের জন্মলগ্নেই বলেছেন। এটি কারা করে, তা সরকারেরও অজানা নয়। দেশ ও দলের স্বার্থে এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা এখন জরুরি। সরকারের ভেতরে বেশ কিছু অপদার্থ ব্যক্তি বহাল তবিয়তে। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে নানা অসত্য তথ্য দিয়ে থাকেন। এটি মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে- তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধেই কাজ করছেন। তাঁরা যত সত্বর বিদায় হন ততই মঙ্গল।

আবদুল মান্নান: বিশ্লেষক ও গবেষক

অর্থনীতি নিয়ে বিএনপির প্রচারণার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষের যাঁরা মিডিয়া, সভা-সমিতিতে কথা বলেন, তাঁদের কয়জন এসব তুলে ধরতে পারেন! গত ১২ বছরে সরকারের যেসব মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, সেটি সম্পর্কে কতজন বলেন? সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্প, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধাদের গৃহায়ন, সফলভাবে কভিড মহামারি মোকাবিলা কিংবা অবসরপ্রাপ্তদের পেনশনপ্রাপ্তি সহজীকরণ- এসব নিয়ে কয়জন কথা বলেন?

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে হাসান চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমি এখানে পুর্নকালীন একটি চাকরি করি। আমার মা-বাবা বাংলাদেশে থাকেন এবং তারা বয়স্ক। এখানে ব্যস্ততা এবং চাকরির কারণে আমি আমার মা-বাবার সাথে বাংলাদেশে গিয়ে থাকতে পারিনা। কিন্তু আমি আমার মা-বাবাকে এখানে আনতে চাই। এ কারণে আমি ঢাকায় ইউএস দূতাবাসে ফোন করে আমার মা-বাবার এদেশে আসার ভিসা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। যাতে করে আমার মা০বাবা এদেশে এসে আমার কাছে থাকতে পারেন। তরা আমাকে বলেছে যে আমার মা-বাবাকে ডিএস-১৬০ ফরম পূরণ করতে হবে।

সে সাথে আমার আরো একটি বিষয় সম্পর্কে জানার আছে। আমার মা-বাবাকে স্পন্সর করতে আমার আয় কত থাকতে হবে?

হাসান চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার প্রশ্নের মতো প্রশ্ন আমরা প্রায়ই পেয়ে থাকি। আজ আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলছি- আপনার মা-বাবা কিংবা আত্মীয়দের জন্যে স্পন্সর করতে আপনাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, তাদের স্পন্সর এবং আর্থিক দায় গ্রহণের জন্য আপনার যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি আছে।

আপনাকে এফিডেভিড অব সাপোর্টের জন্য আই-৮৬৪ ফরম অবশ্যই পূরণ করতে হবে। আপনার আয় অবশ্যই সাম্প্রতিক বছরের পোভার্টি গাইড লাইনের শর্ত পূরণ করতে হবে। আবার ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী আপনার আয় যদি পোভার্টি গাইড লাইন অনুযায়ী না হয় সে ক্ষেত্রে আপনাকে সমার্থবান কারো কাছে থেকে এফিডেভিট অব সাপোর্ট নিতে হবে দায় গ্রহণের জন্য।

পোভার্টি গাইড লাইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট আয়ের ব্যাপারে শর্ত পূরণের প্রয়োজনে যৌথ স্পন্সর প্রয়োজন। যৌথ স্পন্সরকারীকে পৃথক আই-৮৬৪ ফরম পূরণ করতে হবে এবং নিম্মলিখিত প্রমাণ যুক্ত করে দিতে হবেঃ

সিটিজেনশীপের প্রমাণপত্র, সর্বশেষ বছরের ট্যাক্স রিটার্ন এবং সঙ্গে ডব্লিউ-২ ফরম, জব লেটার এবং সঙ্গে ব্যাংকের চিঠি অথবা ব্যাংকের স্টেটমেন্ট।

আপনি আপনার মা-বাবার জন্যে আবেদনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী তার মা-বাবার গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হননা। কেবলমাত্র ইউএস সিটিজেন তাদের মা-বাবার জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। তবে তারা সাময়িক সময়ের জন্যে ভিজিটর হিসেবে এসে আপনার সঙ্গে থাকতে পারেন।

কন্সুলার অফিসারগণ ডিএস-১৬০ ফরমে প্রদত্ত তথ্য যাচাই করে দেখবেন তারা নন ইমিগ্র্যান্ট ভিজা পাওয়ার যোগ্য কিনা। ডিএস -১৬০ ফরম সম্পর্কে যে সব বিষয় প্রাসঙ্গিক আপনি অন লাইনে ডিএস-১৬০ ফরম পূরণ করতে পারেন তবে তা ৩০ দিনের মধ্যে হতে হবে।

আপনি প্রয়োজনবোধে একজন এটর্নী নিয়োগ করতে পারেন।

সাক্ষাতকারের সময় আপনার মা-বাবাকে যা যা সঙ্গে নিতে হবে? ডিএস-১৩০ ফরমে



কনফারমেশনের কপি, বৈধ পাসপোর্ট এবং যদি টিকেন ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়ে থাকে, নিশ্চিত করতে হবে যে, টিকেট যেন ওয়ান ওয়ে না হয় রিটার্ন বিটেকহয়, সকল এটাচমেন্টের সেঙ্গে এফিডেভিট অব সাপোর্ট ফরম, আমন্ত্রনপত্র বা স্টেটমেন্ট, বাংলাদেশ থেকে আপনার মা-বাবার ব্যাংকের চিঠি এবং সম্পদের মালিকানার প্রমাণ।

কুইন্স থেকে অনুপম হকের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে আমি আমার বিবাহিত বোনের জন্যে আবেদন করতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার পরামার্শ কামনা করছি।

অনুপম হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন ইউএস সিটিজেন নিম্নে উল্লেখিত তার আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস,
সন্তান ২১ নিম্ন, ২১ উর্ধ, বিবাহিত এবং অবিবাহিত,
মা-বাবা এবং
ভাই-বোন।

আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী আপনি আপনার বিবাহিত বোনের জন্য আবেদন করতে পারেন।

উল্লেখ্য যে ইউসে সিটিজেনের স্পাউস, মা-বাবা এবং ২১ নিরম্ন বয়সের অবিবাহিত সন্তানেরা সাক্ষাত আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হন। এই সাক্ষাত আত্মীয়দের জন্য কোন অপেক্ষার নিয়ম নেই। কিন্তু ইউএস সিটিজেনের ভাই-বোনেরা চতুর্থ প্রিফারেন্সে পড়েন। এই ক্যাটাগরির অপেক্ষার সময় আনুমানিক ১০ বছরের বেশি। এদের জন্যে আবেদন করতে নিম্নের তথ্যপাত্র দরকারঃ

ফরম আই-১৩০
পিজিশনারের ইউএস সিটিজেনশীপের সার্টিফিকেট;
পাসপোর্টের কপি,
বার্থ সার্টিফিকেটের কপি
ইমিগ্রেশন ফিস।

আর বেনিফিশিয়ারির জন্য লাগবেঃ

বার্থ সার্টিফিকেট,
বিবাহিত হলে ম্যারেজ সার্টিফিকেট
সন্তান থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট
মা-বাবার বিয়ের সার্টিফিকেট
ডিভোর্স হলে তার সার্টিফিকেট।

ডিসেম্বর ২০২২ এর ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) ডিসেম্বর ২০২২'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে ২০২২ এর ডিসেম্বর মাসের ফ্যামিলি ভিত্তিক ভিসা বুলেটিন দেয়া হলো।

ফ্যামিলি ভিত্তিক অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফ-১) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের অবিবাহিত পুত্রও কন্যাগণঃ ডিসেম্বর ১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী), অবিবাহিত বয়স্ক সন্তানদের এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ

এ. (এফ-২এ)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী-স্ত্রী এব ২১ বয়সের সন্তানঃ চলতি।

বি. (এফ-২বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের পুত্র ও কন্যাগণ (২১ বছর বা ততোর্ধ বয়সী)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩)ঃ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪)ঃ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ভাই বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইউএস সিটিজেন অব স্টেটের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি এক ঐতিহাসিক ঘটনা

সৌরেন চক্রবর্ত্তী

২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ২৫ বছর পূর্ণ হলো। ১৯৯৭ সালের এই দিনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এ ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন।

দেশের এক-দশমাংশ আয়তনজুড়ে তিনটি পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। সেখানে উপজাতি জনগোষ্ঠী নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্বকীয়তা বজায় রেখে দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এ অঞ্চল স্বাধীনতা-পূর্বকালে ছিল পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিভিন্ন বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এ অঞ্চল উন্নয়নের গতিধারায় যুক্ত হচ্ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কুচক্রীদের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর ওই অঞ্চলের বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়নের এ অচলাবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের কারণে প্রায় দুই যুগব্যাপী স্থায়ী হয়।

১৯৯৬ সালে সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জয়ী হলে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করে পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সেখানকার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসেন। ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে ১১ সদস্যবিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম-বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠিত হয়।



একই বছরের ডিসেম্বরে খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউজে জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) ও সরকারের মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা অক্ষুণ্ন রেখে সংবিধানের আওতায় এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই উপজাতীয় জনগণের ন্যায়সংগত দাবি পূরণের সম্ভাব্য সর্বোত্তম সমাধান খুঁজতে উভয়পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের গুণে ও প্রচেষ্টায় জাতীয় কমিটি ও জেএসএসের মধ্যে অনুষ্ঠিত সপ্তম বৈঠকে চূড়ান্ত সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মন্ত্রিসভার সদস্য, ঊর্ধ্বতন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা এবং বিদেশি কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে সরকারের পক্ষে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে জেএসএসের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যেটাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বলা হয়ে থাকে।

এর মধ্য দিয়ে তৃতীয় কোনো দেশ বা পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই দীর্ঘ বিরাজমান সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসান ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান অর্জিত হয়। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলে। এ ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপস্থিত থেকে তা দেখার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর প্রথম দলটি সন্তু লারমার নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্রসমর্পণ করে। পর্যায়ক্রমে চার ধাপে অস্ত্রসমর্পণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। সর্বশেষ দুদকছড়িতে শান্তিবাহিনী অস্ত্রসমর্পণ করে।

এ অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিত থাকার স্মৃতি আজও মনে পড়ে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ১৯৯৮ সালের ৬ মে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সংশোধন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন সংসদে পাশ হয় এবং ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। কল্পরঞ্জন চাকমাকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা) নিয়োগ করা হয়।

পরবর্তী সময়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে তিনজন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়। পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে করে পার্বত্য এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, বহুমুখী কল্যাণ ও সুষম উন্নয়নের সব ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৯ সালের মার্চে সরকার আমাকে রাঙামাটির জেলা প্রশাসক পদে পদায়ন করে।

তিন বছরের অধিক কর্মকালে বাস্তবে এ অঞ্চলের সব নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কত ত্বরান্বিত হয়েছে তা দেখেছি। সেখানকার লোকজ ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির পাশাপাশি মূলধারার সংস্কৃতিচর্চা সমানভাবে প্রবহমান। মহাসমারোহে বৈসাবি উৎসবের পাশাপাশি পালিত হয় বাংলা নববর্ষ। একইভাবে মহাআনন্দে উদযাপিত হয় ঈদ উৎসব ও দুর্গাপূজা।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং এর বাস্তবায়ন বিষয়ে পার্বত্যবাসীদের কারও কারও মধ্যে কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, পার্বত্য চুক্তির কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার এবং জাতিসত্তাগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখার পাশাপাশি জাতীয় মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে এ অঞ্চলে বসবাসরত পাহাড়ি, বাঙালি নির্বিশেষে সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সমৃদ্ধ জনপদ গড়ার সম্ভাবনা দিন দিন বিকশিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ, বিচক্ষণ নেতৃত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা, তার সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সফল সংলাপ এবং শান্তি স্থাপনে উভয়পক্ষের সদিচ্ছার ফলেই সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী চলমান এ জটিল সমস্যার সমাধানকল্পে এ ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়েছে। দেশে-বিদেশে শেখ হাসিনা সরকারের এ উদ্যোগ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান এবং শান্তি স্থাপনের স্বীকৃতিস্বরূপ শান্তির দূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মর্যাদাপূর্ণ বহু সম্মাননা লাভ করেছেন।

লেখক: সাবেক সিনিয়র সচিব

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

পার্বত্য শান্তিচুক্তির রজত জয়ন্তী



মো. জাকির হোসেন

পার্বত্য শান্তিচুক্তি ২৫ বছরে তথা রজত জয়ন্তীতে পদার্পণ করল। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকন্যার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীর সংগঠন জনসংহতি সমিতি জেএসএসের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। উল্লেখ্য, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এই সংঘাতের সূচনা হয়। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে সৃষ্ট বন্যায় সেখানকার প্রায় এক লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।

অসন্তোষ ছিল পাহাড়িদের মধ্যে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্বায়ত্তশাসন ও নিজস্ব আইন পরিষদ গঠন, পৃথক জাতিসত্তার স্বীকৃতি, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের বসতি স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ কয়েক দফা দাবি উত্থাপন করেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর সরকার যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশ মেরামতের কাজ করছে, খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগানে ব্যস্ত, ওই সময় স্বায়ত্তশাসন ও নিজস্ব আইন পরিষদ গঠনের মতো দাবির প্রতি মনোযোগ দেওয়া যৌক্তিকভাবেই সম্ভব ছিল না।

১৯৭৩ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। তাদের সামরিক সংগঠন ছিল শান্তি বাহিনী। শান্তি বাহিনী সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এরপর সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামকে ২৪তম ডিভিশনের জিওসির অধীনে আনে। সংঘাতময় পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৭৯ সালে গোষ্ঠী মালিকানাধীন জমিকে খাসজমি ঘোষণা করে সেখানে বাঙালি বসতি স্থাপনের কার্যক্রম নেয় জিয়া সরকার। উচ্ছেদ হয় বহু পাহাড়ি পরিবার। ১৯৯১ সালে বাঙালির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার ৪৮.৫ শতাংশে, যা ১৯৭৪ সালে ছিল ১১.৬ শতাংশ। ১৯৮৩ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিহত হলে তাঁর ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) দলের নেতৃত্বে আসেন। শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতাকে শুরুতেই আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের মতো বিশ্বস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব না থাকায় সশস্ত্র সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হতে শুরু করে।

প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ইচ্ছায় পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে জেএসএসের চুক্তি হয়। চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে জেএসএস ও সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে চলছে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ। জেএসএসের শীর্ষ নেতা সন্তু লারমার অভিযোগ শান্তিচুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। আর এ জন্য তিনি সরকারকেই দায়ী করে আসছেন। চুক্তি বাস্তবায়ন না করার অভিযোগ সরকার মানতে রাজি নয়। সরকারের তরফ থেকে একটি অভিযোগ জনসংহতি সমিতির কাছে, সরকারের প্রধান শর্ত ছিল শান্তির জন্য অস্ত্র সমর্পণ; এই শর্ত গত ২৫ বছরেও তারা পূরণ করেনি। তা সত্ত্বেও চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে। ১৫টি ধারার আংশিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৯টি ধারা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন।

সরকার সুনির্দিষ্টভাবে দাবি করেছে, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন ৩৩টি দপ্তর-সংস্থার মধ্যে রাঙামাটিতে ৩০টি, খাগড়াছড়িতে ৩০টি এবং বান্দরবানে ২৮টি হস্তান্তর করা হয়েছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে গঠন করা হয়েছে ভূমি কমিশন। প্রত্যাগত ১২ হাজার ২২৩টি উপজাতি শরণার্থী পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা এবং ৭২৫ জনকে পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শান্তিচুক্তির পর দুই হাজার ৫২৪ জনের বিরুদ্ধে ৯৯৯টি মামলার তালিকার মধ্যে ৮৪৪টি মামলা যাচাই-বাছাই করে ৭২০টি প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া চলছে। একটি পদাতিক ব্রিগেডসহ ২৩৮টি নিরাপত্তা বাহিনী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। সংসদ উপনেতার নেতৃত্বে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম-বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিল ২০১০ জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরে চাকরির ক্ষেত্রে নৃগোষ্ঠীর লোকদের নির্ধারিত কোটা অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৃগোষ্ঠীর জন্য কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের শীর্ষস্থানীয় পদে নৃগোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালে জারীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

এটি রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলা। এসব হামলা শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কিংবা পাহাড়িদের অধিকার রক্ষার সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পর্কযুক্ত নয়। অন্যদিকে এটি শান্তিচুক্তির শর্তেরও সরাসরি লঙ্ঘন। সশস্ত্র গ্রুপের শীর্ষ নেতারা চাঁদার টাকায় বিভিন্ন শহরে বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন। অনেকের বিদেশেও বাড়ি রয়েছে।

সরকারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্থ-সামাজিকভাবেও উন্নয়ন হয়েছে। অনেক উন্নয়নকাজ চলমান রয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন বাজেট প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় দুই হাজার ৮৯৯ কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। দুর্গম হওয়ার কারণে যেখানে জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব নয়, এ রকম পাঁচ হাজার ৫০০টি পরিবারকে সৌরবিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। শান্তিচুক্তির আগে পার্বত্য অঞ্চলে মাত্র ২০০ কিলোমিটার রাস্তা ছিল। রুমা ও থানচি উপজেলার সাঙ্গু নদীর ওপর কোনো সেতু ছিল না। এখন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রাস্তা ও বিভিন্ন আকারের সেতু-কালভার্ট নির্মাণ করেছে। শান্তিচুক্তির পর এক হাজার ৫৩২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা ও গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় ১০৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে এবং প্রায় ৮৬০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

শান্তিচুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে টেলিযোগাযোগ, মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের আওতা বৃদ্ধি এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়েছে। চুক্তির আলোকে পার্বত্য জেলায় কৃষি, স্বাস্থ্য, নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি বেশ কিছু এলাকা পর্যটন উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি চালু রয়েছে। 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের আওতায় দারিদ্র্য বিমোচন তথা জীবনমান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে কয়েক শ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর পরও নাখোশ নৃগোষ্ঠীর নেতারা। সন্তু লারমা প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নেন না। এলাকায় ভোটার হননি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রও নেননি। যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে জেএসএসের অভিযোগ, তা হলো ভূমি সমস্যার সমাধান, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন, পরিষদগুলোকে যথাযথ ক্ষমতা দেওয়া, স্থানীয় পুলিশ বাহিনী গঠন, বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের বিষয় সুরাহা, সম্পূর্ণ বেসামরিকীকরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পাহাড়ি প্রকৃতির সুরক্ষা।

এ কথা অনস্বীকার্য যে পার্বত্য সমস্যার মূল হচ্ছে ভূমি সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র লড়াইয়ের সময় প্রায় ১৩ হাজার পাহাড়ি পরিবার ভারতে চলে গিয়েছিল। প্রায় ৯৩ হাজার পরিবার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হয়েছিল। অন্যদিকে প্রায় চার লাখ ভূমিহীন বাঙালীকে পাহাড়ে পুনর্বাসন করা হয়। পাহাড়ি মানুষের অভিযোগ, তাদের জমিতেই বাঙালীদের বসতি স্থাপন করা হয়েছে। পাহাড়িদের দাবি, চুক্তির আওতায় গঠিত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন প্রকৃত মালিকদের জমির মালিকানা বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু কমিশন গঠনের প্রক্রিয়ায় এবং বিতর্কে প্রায় দুই দশক চলে গেছে। অবশেষে আইনটি সংশোধনের পর কমিশন নতুন করে গঠিত হয়েছে। কমিশনের কাছে জমি ফেরত চেয়ে ২২ হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। ভূমি বিরোধের সুরাহা হওয়ার সঙ্গে শুধু জীবন-জীবিকার প্রশ্ন নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভোটার হওয়ার বিষয়। পাহাড়িরা জমি ফিরে পেলে নিশ্চিত হবে সে কোন এলাকার ভোটার হবে। অন্যদিকে চুক্তি অনুযায়ী অ-উপজাতীয় অর্থাৎ পুনর্বাসিত বাঙালিদের ভোটার হতে হলে পাহাড়ের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। ভূমির মালিকানা নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। নয়তো তারা স্থায়ী বাসিন্দার স্বীকৃতি পাবে না। তালিকা করার এই বিধি নিয়ে বাঙালিদের প্রবল আপত্তি। তাদের দাবি, পুনর্বাসিত বাঙালিরা পাহাড়ে একাধিক প্রজন্ম পার করেছে। এখানে তারা ভোটার হবে না কেন? তাদের আরেকটি যুক্তি হলো, সংসদ এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোটার তালিকায় পুনর্বাসিত বাঙালিরা অন্তর্ভুক্ত। তাহলে জেলা পরিষদের জন্য স্থায়ী বাসিন্দার শর্তযুক্ত আলাদা ভোটার তালিকা কেন প্রয়োজন? স্থানীয় বাঙালি সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা তাই চুক্তির কিছু বিষয়ে সংশোধনসহ এর বাস্তবায়ন দেখতে চান।

শান্তিচুক্তির ২৫ বছর পরও পাহাড়ে শান্তি ও আস্থা ফেরেনি। ইতি ঘটেনি সংঘাত ও অশান্তির। সেখানে একদিকে পাহাড়ি-বাঙালি স্বার্থের সহিংস সংঘাত চলমান; অন্যদিকে পাহাড়ি সশস্ত্র গোষ্ঠীর সন্ত্রাসে প্রায় প্রতিদিনই রক্তস্নাত হচ্ছে পাহাড়ের সবুজ গালিচা। শান্তির নীড়ে কেন এই প্রাণঘাতী সংঘাত? শুধু চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে অসন্তোষ, নাকি অন্য কিছু রয়েছে এর পেছনে? চুক্তি-পরবর্তী সময়ে পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করেছিল। কিন্তু শান্তিচুক্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রতিফলন হয়নি—এমন কথা বলে জেএসএস থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রসিত খীসার নেতৃত্বে ১৯৯৮ সালে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) গঠিত হয়। ২০০১ সালে নানিয়ারচর থেকে তিন বিদেশিকে অপহরণের মাধ্যমে ইউপিডিএফ তাদের সংগঠনের কার্যক্রমের জানান দেয়। সেই থেকে শুরু পাহাড়ে অপহরণের রাজনীতি। আস্তে আস্তে শান্ত পাহাড় আবারও অশান্ত হয়ে উঠতে থাকে। শুরু হয় নতুন করে খুন, গুম, অপহরণ, চাঁদাবাজি ও আধিপত্যের খেলা। শান্তিচুক্তি গৌণ হয়ে পড়ে চাঁদাবাজি ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই প্রক্রিয়ায়। ২০০৭ সালে জেএসএস ভেঙে তৈরি হয় জেএসএস-এম এন লারমা দল। আর ২০১৭ সালে ইউপিডিএফ ভেঙে তৈরি হয় ইউপিডিএফ-গণতান্ত্রিক দল।

এই চারটি আঞ্চলিক সংগঠনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে পাহাড়ের সবুজ গালিচা রক্তাক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পাহাড়ি নেতারা চুক্তির বাস্তবায়নের ধীরগতিকে রক্তপাতের কারণ হিসেবে অভিহিত করলেও প্রকৃতপক্ষে চাঁদাবাজি ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রক্ত ঝরছে পাহাড়ে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সূত্র মতে, চাঁদাবাজি, ক্ষমতা দখল, আধিপত্য বিস্তার ও ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে সশস্ত্র চার সন্ত্রাসী গ্রুপের হাতে গত এক বছরে শতাধিক মানুষ খুন-গুম হয়েছে। আর শান্তিচুক্তির পর এ পর্যন্ত ২৫ বছরে সশস্ত্র চার গ্রুপের হাতে ৯ শতাধিক মানুষ খুন এবং এক হাজার ৫০০ গুম হয়েছে।

একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ, পার্বত্যাঞ্চলে গত ২৫ বছরে গুম হওয়াদের মধ্যে ৬০ শতাংশ মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে জীবন বাঁচিয়েছে। বাকিদের বিভিন্ন জঙ্গলে লাশ ফেলে দেওয়া হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, আঞ্চলিক এই সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্রের মজুদ রয়েছে। একই সঙ্গে ইয়াবা, আইসসহ ভয়ংকর সব মাদকও দেশে আসছে। সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলা-হত্যা একসময় নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কয়েক বছর ধরে সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার, নির্বাচনী কর্মকর্তাসহ সামরিক-বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা-হামলা করছে।

এটি রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলা। এসব হামলা শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কিংবা পাহাড়িদের অধিকার রক্ষার সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পর্কযুক্ত নয়। অন্যদিকে এটি শান্তিচুক্তির শর্তেরও সরাসরি লঙ্ঘন। সশস্ত্র গ্রুপের শীর্ষ নেতারা চাঁদার টাকায় বিভিন্ন শহরে বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন। অনেকের বিদেশেও বাড়ি রয়েছে। কারো কারো পরিবার-পরিজন এ দেশে থাকে না, বিদেশে বসবাস-পড়াশোনা করে। এসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিপুল অর্থের সমাগম ও বিলাসী জীবনে অনুপ্রাণিত হয়ে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা কেএনএফ নামে নতুন বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। এরা অর্থের বিনিময়ে 'জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া' নামে নব্য জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করছে। পার্বত্য সংঘাতের দৃশ্যপটে নতুন নতুন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী আবির্ভূত হচ্ছে। পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে শুধু অশান্তি নয়, রাষ্ট্রের জন্য ভয়ানক নিরাপত্তা শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ একে শান্তিচুক্তির পূর্ববর্তী অবস্থা সৃষ্টির পাঁয়তারা হিসেবে বিবেচনা করছে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সরকার ও শান্তিচুক্তির পাহাড়িপক্ষের মধ্যে কিছুটা আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে প্রাচীন ও কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে পক্ষদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা। খোলা মন নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই আস্থার সংকট কাটিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি নিশ্চিত করা সম্ভব। অস্ত্র হাতে নিয়ে, মানুষ হত্যা করে আর যা-ই হোক শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ড ফ্রান্স আর্জেন্টিনা ও নেদারল্যান্ডস

(প্রথম পাতার পর)

প্রথম খেলায় ফ্রান্স ৩-১ গোলে পোল্যান্ড-কে এবং দ্বিতীয় খেলায় ইল্যান্ড ৩-০ গোলে সেনেগালকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়। কোয়ার্টার ফাইনালের খেলাগুলো ছিলো অত্যন্ত আকর্ষনীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিপূর্ণ। গোলগুলোও ছিলো দৃষ্টি নন্দন। শনিবারের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার মেসি আর রোববার অনুষ্ঠিত পোল্যান্ডের বিরুদ্ধ ফ্রান্সের এমবাপ্পে জ্বলে উঠেন। উভয় খেলার সময় মেসি আর এমবাপ্পের গোল কোটি ফুটবল প্রেমিকদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অপরদিকে বিশ্বকাপের শুরু থেকেই বিশ্ববাসী দেখছেন ফুটবলের অসাধারণ ক্রীড়া নৈপূন্য। যেনো ফুটবলারদের সাথে বল কথা বলছে। গোল করার সময় বল সময়মতো তারকা খেলোয়ারদের কাছে ধরা দিচ্ছে। সবমিলিয়ে ফটবল ঝড়ে ভুগছেন কোটি দর্শক।

এদিকে ফুটবল বিশ্বের কিংবদন্তী ব্রাজিলের পেলেকে পেছনে ফেলে আর্জেন্টিনার মেসির পাশে জায়গা করে নিয়েছেন ফ্রান্সের এমবাপ্পে।

আজ সোমবার কোয়ার্টার ফাইনালের আরো ২টি এবং মঙ্গলবার আরো ২টি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার প্রথম খেলায় জাপান ও ক্রোয়েশিয়া আর দ্বিতীয় খেলায় ব্রাজিল ও দক্ষিণ কোরিয়া এবং মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত প্রথম খেলায় মরক্কো ও স্পেন এবং দ্বিতীয় খেলায় পর্তুগাল ও সুইজারল্যান্ড একে অপরের সাথে মোকাবেলা করবে।

যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডস

নেদারল্যান্ডস-৩, যুক্তরাষ্ট্র-১

যুক্তরাষ্ট্রকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে প্রথম দল হিসেবে কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল নেদারল্যান্ডস। আল রাইয়ানের খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে শনিবার (৩ ডিসেম্বর) শেষ ষোলোর ম্যাচে ৩-১ গোলে জিতেছে ডাচরা। ম্যাচজুড়ে আলো ছড়িয়েছেন ডেনজেল ডামফ্রিস। নিজে একটি গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে দুটি গোল করিয়েছেন। অন্যদিকে ম্যাচের শুরুতে ডাচ গোলকিপারকে একা পেয়েও বল জালে পাঠাতে পারেননি ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক। সেই ব্যর্থতাই যেন তাদের গ্রাস করে।

ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই বড় সুযোগ পেয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। টেইলর অ্যাডামসের ক্রস থেকে ডি বক্সে বল পেয়ে গোলকিপারকে একা পেয়েও জালে পাঠাতে পারেননি পুলিসিক। ১০ম মিনিটে মেমফিসের দারুণ গোলে এগিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। ডামফ্রিস পাস বক্সে ফাঁকায় পেয়ে জালে পাঠাতে ভুল করেননি এই বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ডামফ্রিসের কাটব্যাক পেনাল্টি স্পটের কাছে পেয়ে ডান পায়ের শটে ব্যবধান দ্বিগুন করেন ডিফেন্ডার বিন্ড।

দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে আরও একটি সুযোগ পেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি টিম রিম। ৭৬তম মিনিটে পুলিসিকের কাটব্যাক থেকে ব্যবধান কমান রাইট। পাঁচ মিনিট পরই ব্যবধান ৩-১ করে ফেলে নেদারল্যান্ডস। ব্লিন্ডের ক্রস থেকে ডি-বক্সে দারুণ ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন ডামফ্রিস। যদিও পুরো ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্র ১৭টি শট নিয়েছে। যার ৮টি ছিল টার্গেটে। অন্যদিকে ডাচরা ১১টি শট নিয়ে ৬টি টার্গেটে রাখতে পেরেছিল।

আর্জেন্টিনা হারালো অস্ট্রেলিয়াকে

আর্জেন্টিনা ২, অস্ট্রেলিয়া ০

শনিবার অনুষ্ঠিত আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত শেষ ষোলোর ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু গোল হচ্ছিল না। সেই অপেক্ষা ফুরাল ৩৫ মিনিটে। অসাধারণ এক গোলে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দিলেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। ওই মুহূর্তে মেসি নিজেই ফ্রি কিক নিয়েছিলেন। ছয় গজ বক্স থেকে হেড করে বল ফেরান এক অজি ডিফেন্ডার।

কিন্তু পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে না পারায় বল পেয়ে যান মেসি। তিনি অ্যালিস্টারকে পাস দিয়ে গোলপোস্টের দিকে এগিয়ে যান। ডি পলের পা ঘুরে মেসির কাছে বল আসতেই আলতো ছোঁয়ায় তা জালে পাঠিয়ে দেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এটাই তার প্রথম আন্তর্জাতিক গোল। শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপের নক-আউট পর্বেও এটা প্রথম গোল আর্জেন্টাইন মহাতারকার। নক-আউট পর্বের দ্বিতীয় এই ম্যাচটির ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে আর্জেন্টিনা। বিরতির পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আলভারেজ।**পোল্যান্ডকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্স**

ফ্রান্স-৩, পোল্যান্ড-১

কিলিয়ান এমবাপ্পের জোড়া গোলে পোল্যান্ডকে ৩-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হলো ফ্রান্স। রোববার কাতারের আল সুমামাহ স্টেডিয়ামে রাত ৯টায় শুরু হওয়া ম্যাচে ফ্রান্সের জয়ে জোড়া গোল করেন এমবাপ্পে। দলের জয়ে অন্য গোলটি করেন অলিভিয়ে জিরু। খেলার শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে ফ্রান্স। ম্যাচের ৪৪ মিনিটে অলিভিয়ে জিরুর গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

প্রথমার্ধের বিরতি থেকে ফিরে আরো আক্রমণাত্মক হয়ে খেলে ফ্রান্স। খেলার ৭০ এবং যোগ হওয়া প্রথম মিনিটে এমবাপ্পে পরপর দুটি গোল করেন। তার জোড়া গোলে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। খেলার অতিরিক্ত সময়ে ডি বক্সের মধ্যে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় পোল্যান্ড। পেনাল্টি থেকে গোল করে হারের ব্যবধান (৩-১) কিছুটা কমান পোল্যান্ডের তারকা ফুটবলার লেভানডভস্কি।

সেনেগালকে বিধ্বস্ত করে কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড-৩, সেনেগাল-০

'অঘটনের' কাতার বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে এখন পর্যন্ত কোনো অঘটন ঘটেনি। ফেবারিট দলগুলোই দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে। এবার সেনেগালকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করে শেষ আট নিশ্চিত করে ফেলল হ্যারি কেনের ইংল্যান্ড। দলকে শেষ আটে তোলার পথে ইংলিশ অধিনায়ক নিজেও গোল করেছেন।

রোববার আল বায়াত স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচের শুরু থেকেই উভয় দলই মুহুর্মুহু আক্রমণ করতে থাকে। ম্যাচের ৩৮ মিনিটে দারুণ এক গোলে ইংল ্যান্ডকে এগিয়ে দেন জর্ডন হ ্যান্ডারসন। মধ ্যমাঠ থেকে বল পেয়ে বলিংহ ্যাম এক টাচে ভেতরে ঢুকে যান। ডি বক্সের ভেতরে গিয়ে ক্রস করেন হ্যান্ডারসনের উদ্দেশ ্য। সেখানে বাঁ পা পায়ের আলতো টোকায় অতি সহজেই গোল পেয়ে যান হ্যান্ডারসন।

প্রথমার্ধের শেষদিকে একটি সহজ সুযোগ মিস করেন হ্যারি কেন।

তবে ইংলিশ অধিনায়ককে সেই আফসোস বেশিক্ষণ করতে হয়নি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে চলতি বিশ্বকাপে নিজের প্রথম গোলটি পেয়ে যান ইংল ্যান্ড অধিনায়ক হ ্যারি কেন। মাঝমাঠ থেকে সতীর্থের লম্বা করে বাড়ানো বল ধরে বাঁ দিক দিয়ে আরেকটু এগিয়ে ফিল ফোডেন পাস দেন হ্যারি কেনকে। বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে ওয়ান-অন-ওয়ানে জোরাল শটে এদুয়া মঁদিকে পরাস্ত করেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

বিরতির পর ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেন বুকায়ো সাকা। ৫৭ মিনিটে বাম প্রান্ত থেকে ফোডেনের ক্রস থেকে তিনি ইংল্যান্ডের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করেন। গোলরক্ষককে ফাঁকি দল বল হালকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাতেই সফল হন সাকা। এতে সেনেগালের মনোবল যেন আরও ভেঙে পড়ে। এলোমেলো ফুটবল খেলতে থাকে আফ্রিকান দেশটি। শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলের জয় নিয়েই শেষ আট নিশ্চিত করে ফেলে ইংল্যান্ড।

পেলেকে পেছনে ফেলে মেসির পাশে এমবাপ্পে

কিলিয়ান এমবাপ্পের গোল দুটিকে কী বলা যায়! পোল্যান্ডের গোলকিপার ভয়চেক সেজনি নিশ্চয়ই বলবেন, ওই গোল দুটি কামানের গোলা। বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে পোল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স। অলিভিয়ের জিরু পোল্যান্ডের গোলমুখ খোলার পর এমবাপ্পের জোড়া গোলেই বিজয় নিশ্চিত ফ্রান্সের। আর এই গোল দুটিতে রেকর্ডও নিজের করে নিয়েছেন পিএসজির ফরাসি তারকা।

এমবাপ্পের প্রথম গোল

৭৪ মিনিটে ডি-বক্সের কাছে বল পেয়ে কাছের পোস্টে দুর্দান্ত এক শটে পোলিশ গোলকিপার সেজনিকে পরাস্ত করেন এমবাপ্পে। তাঁর শটে জোর এত বেশি ছিল যে সেজনির মতো গোলকিপারও কিছুই করতে পারেননি। এই গোলে বিশ্বকাপে তিনি পেয়ে যান তাঁর অষ্টম গোলটি। এর মধ্য দিয়ে তিনি ভাঙেন ব্রাজিলীয় কিংবদন্তি পেলের রেকর্ড। পেলে তাঁর ২৪ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই বিশ্বকাপে ৭ গোল করেছিলেন। ফরাসি তারকা নিজের ২৪ বছর বয়স

ঢাকায় প্রবাসী লেখক ও গীতিকার ইশতিয়াক রুপু

‘একশটি গান নিয়ে বইমেলায় বই আসবে’



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দুই দশক ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত আছেন লেখক ও গীতিকার ইশতিয়াক রুপু। নিউইয়র্কে বসবাস করলেও সেখান থেকেই লালন করে চলেছেন দেশীয় সংস্কৃতি। সম্প্রতি ভোরের কাগজ কার্যালয়ে এক আড্ডায় শেয়ার করলেন সেসব কথা। সঙ্গে ছিলেন শ্রাবণী হালদার

 # লেখালেখির শুরুটা কীভাবে?

হাওর পাড়ের ছেলে হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই জল-জোছনার সঙ্গে সখ্য। প্রকৃতি আমাকে ভীষণ রকম টানে। এভাবেই আস্তে আস্তে কেমন করে জানি লেখার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফেললাম। প্রথমদিকে অনিয়মিত ছিলাম, পরবর্তীতে প্রবাস জীবনে গিয়েই নিয়মিত লেখালেখির চর্চা।

 # গান লিখেছেন কতগুলো?

আমি প্রায় হাজারের কাছাকাছি গান লিখেছি। এর মধ্যে প্রকাশিত গানের সংখ্যা ১৮০-এর মতো। বর্তমানে আরো কিছু গানের কাজ চলছে।

 # সিনেমার গানও কি লিখেছেন?

আমার বেশির ভাগ গানই অ্যালবামের জন্য। সিনেমায় খুব বেশি গান আমি লিখিনি। তবে সম্প্রতি ‘গাঙকুমারী’ সিনেমায় একটি গান লিখেছি। গানটি শ্রোতাদের ভালো লাগবে বলে আশা করছি।

 # অন্য লেখালেখির খবর কী?

আমার দুটি ছোটগল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে। একটি ২০১৬ সালে ‘রূপান্তরের গল্প’ এবং অন্যটি ২০২১ সালে ‘ভালোবাসার নিউইর্য়ক’। এছাড়া আমি একটি জাতীয় দৈনিকের নিয়মিত কলাম লেখক।

 # নতুন কী বই আসছে?

আমার লেখা উল্লেখযোগ্য একশটি গান নিয়ে এবার বইমেলায় একটি বই আসবে। অন্বেষা প্রকাশনী থেকে বইটি বের হবে। লেখালেখির পাশাপাশি আমি নিউইয়র্ক রাইটার্স ক্লাবের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। সেখান থেকেই চেষ্টা করি আমাদের বাংলা সংস্কৃতির প্রসারে ভূমিকা রাখতে।

শেখ হাসিনার জন্য পেট পোড়ে

(৮ পাতার পর)

অতি সংক্ষেপে অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সম্পর্কে কিছু বলে আজকের শিরোনামের চৌম্বক অংশ বর্ণনা করব। ২০০৯ সালে সংস্থাপন সচিব হিসেবে নিয়োগ পেলেন এ এস এম আলী কবির যিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, চৌকস ও পুরো সিভিল সার্ভিসের মধ্যে জনপ্রিয়তম ব্যক্তিত্ব। কিন্তু জনাব এইচ টি ইমামের কারণে তাকে ওএসডি করা হলো। ইকবাল মাহমুদ নতুন সংস্থাপন সচিব হলেন বটে; কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কিছু প্রভাবশালী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কারণে তিনিও ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে পারলেন না। এলেন নতুন সচিব সোবাহান সাহেব, যিনি ব্যক্তিগতভাবে ভালো মানুষ; কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তদবির ও এইচ টি ইমামের হুকুম এড়িয়ে চলার সামর্থ্য ছিল না। ফলে পুরো সিভিল সার্ভিসে নেমে এলো সীমাহীন অরাজকতা। অনিয়ম দানা বাঁধলো ও একের পর এক বিপর্যয় শুরু হলো। একইভাবে অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও পরিকল্পনা কমিশন সেই ২০০৯ সাল থেকে কিভাবে পরস্পরবিরোধী কাজ করে শেখ হাসিনার জন্য বর্তমান পরিণতি ডেকে এনেছে তা বলতে গেলে বিরাট এক মহাভারত রচনা করতে হবে।

আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন বলব কেন আমার শেখ হাসিনার জন্য পেট পোড়ে। কারণ, আমি তাকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত যেভাবে দেখেছি তাতে মনে হয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি ছিলেন অনন্য। তার বিচারবোধ ছিল প্রখর। বিবেচনাবোধও ছিল প্রশংসনীয় এবং গণতান্ত্রিক মন-মানসিকতা ও সহিষ্ণুতা ছিল উল্লেখ করার মতো। কৃতজ্ঞতাবোধ, বিনয়-ভদ্রতা ও আবহমান বাংলার মাতৃত্বের রূপ তার মধ্যে ছিল প্রশংসনীয় পর্যায়ে। শাসনকর্মে দক্ষতা ও ব্যক্তিগত লোভ-লালসার নিয়ন্ত্রণ করে জনগণের কল্যাণ সাধনের স্পৃহা তার মধ্যে ছিল বলে মনে হয়েছে। কিন্তু কিছু মেধাহীন অতি উৎসাহী লোকজন, কিছু চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ এবং ধোঁকাবাজ কিভাবে শেখ হাসিনার সব সম্ভাবনাকে বর্তমান হালতে রূপান্তরিত করে ফেলল তা চিন্তা করলে মনটি ভীষণ বিষণ্ন হয়ে পড়ে এবং বারবার তার সেই হাসিটির কথা মনে এসে যায়, যার কারণে শুরু হয় পেট পোড়ানি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে হাসিটি আমার মনে আজো দাগ কাটছে সেটি আমি দেখেছিলাম ২০০৯ সালের কোনো এক প্রবল বর্ষণমুখর রাতে তারই সরকারি বাসভবনে। দক্ষিণ অঞ্চলে সে রাতে প্রবল ঘূর্ণিঝড় সিডর আঘাত হেনেছিল। পরিস্থিতি বর্ণনার জন্য আমি সোজা তার রুমে গেলাম। রাত তখন ১০টা। গিয়ে দেখি তিনি একান্তে তার খাস কামরায় বসে চ্যানেল আই তৃতীয় মাত্রার জনপ্রিয় উপস্থাপক জিল্লুরের সাথে কি যেন আলাপ করছেন। আমাকে দেখে তিনি হঠাৎ খুশি হয়ে গেলেন। বললেন, আরে এমপি সাহেব! আসো আসো বসো। তারপর হাসিমুখে কি যেন বলতে চাইলেন- কিন্তু বলতে পারলেন না। আরেকজন বয়স্ক এমপি ঢুকে এমন প্যাঁচাল শুরু করলেন যে, তার মেজাজ ও মুড নষ্ট হয়ে গেল। আমি তার রুম থেকে বের হয়ে এলাম এবং তার সেই হাসিমাখা মুখ, উষ্ণ অভ্যর্থনা ও না বলা কথাগুলোর কল্পিত চিত্রপট হৃদমাঝারে ধারণ করে নির্বাচনী এলাকার পথে রওনা দিলাম।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

ডার্টি বোম ও শীত-অস্ত্র



মো: বজলুর রশীদ

ইউক্রেন যুদ্ধে ডার্টি বোম পলিটিক্স ও চলমান শীতকে মস্কোর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার নিয়ে পুরো ইউরোপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ডার্টি বোম কী এবং শীতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে কী পরিবেশের সৃষ্টি হলো তা নিয়েই আজকের আলোচনা।

মস্কো দাবি করেছে, ইউক্রেন রাশিয়ার সেনাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ডার্টি বোম বা নোঙরা বোমা তৈরি করছে। অনেকের কাছে ডার্টি বোম বিষয়টি নতুন। বিশ্ব জানতে চায় ডার্টি বোমা কী এবং এটি কিভাবে বানানো বা ব্যবহার করা যায়। মৌলিকভাবে, ডার্টি বোম একটি প্রচলিত বোমা যা তেজস্ক্রিয়তা, অর্গানিক ও কেমিক্যাল পদার্থের বিষাক্ত সংমিশ্রণ, যার বিস্ফোরণ সহজে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু মানুষকে নিঃশেষ করে। বোমায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করে এক ধরনের রেডিওলজিক্যাল বিচ্ছুরণ ঘটানো হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 'ডার্টি বোম'কে খারাপ কূটনীতি ও রাজনৈতিক ধান্ধার সাথেও তুলনা করেছেন, যে রাজনীতিতে ধাপ্পাবাজ, চাঁদাবাজ, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং মিথ্যাচারের নেতৃত্ব রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে যখন কোনো ধাপ্পাবাজির ব্যবহার করা হয় তখন সেটিকে 'ডার্টি বোম রাজনীতি' বলা হচ্ছে। ইউক্রেনের ডার্টি বোমা ব্যবহার এবং রাশিয়ার পাল্টা ব্যবস্থাও ডার্টি বোম রাজনীতি!

বলা হচ্ছে, ডার্টি বোমা এখনো কেউ ব্যবহার করেনি। তবে সন্দেহ করা হয় যে, চরমপন্থীদের হাতে এই বোমা রয়েছে। ডার্টি বোমা পারমাণবিক বোমা বা হাইড্রোজেন বোমার মতো পারমাণবিক ডিভাইসের চেয়ে অনেক কম ধ্বংসাত্মক, যার ফিউশন প্রতিক্রিয়া বিস্তৃত পরিধিতে ধ্বংস করে। এই বোমা তৈরির জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের ক্ষমতা প্রয়োজন যা বেশির ভাগ দেশের নেই। ডার্টি বোম তৈরি করাও সহজ। যেহেতু এই বোমার কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়নি, তাই এটি অপ্রমাণিত অস্ত্র। বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন যে, মারাত্মক কিছু না ঘটলে ইউক্রেন এই বোমা ব্যবহার করবে না। তাই বোঝা যায়, ইউক্রেন এই বোমা তৈরি করে রেখেছে। কেজিবি ও রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ ও রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিকিরণ, রাসায়নিক ও জৈবিক সুরক্ষাবাহিনীর প্রধান ইগর কিরিলভ সবার কাছে আগাম সর্তকবার্তা পাঠিয়েছেন। এই বোমা ব্যবহারের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, সরাসরি গণহত্যার পরিবর্তে একটি জনসংখ্যার মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। সোজা কথায় জীবন বিনাশ না করে ধুঁকে ধুঁকে মারা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন ডার্টি বোম সম্পর্কে বলেছে, বোমাটি গণবিধ্বংসী অস্ত্র নয়; বরং এটি একটি 'গণবিঘ্ন সৃষ্টিকারী অস্ত্র', যেখানে দূষণ ও উদ্বেগ সৃষ্টি প্রধান উদ্দেশ্য। এর মানে হলো, কেবল বিস্ফোরণ স্থলের লোকেরাই তাৎক্ষণিক বিকিরণের সংস্পর্শে আসবে ও গুরুতর অসুস্থতায় পড়বে। বলতে গেলে এলাকা থেকে পালানো ছাড়া রক্ষা পাওয়া দুষ্কর।

পুতিন পশ্চিমা দেশগুলোকে বিশেষ করে যুক্তরাজ্যকে, ডার্টি বোমা তৈরিতে ইউক্রেনকে সহায়তা করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু ন্যাটো সহযোগীদের সাথে টেলিফোনে আলাপকালে জানান, জেলেনস্কি রাশিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে ডার্টি বোম ব্যবহারের প্রস্তুতি নিয়েছেন। ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্রি কুলেবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানান, এই অভিযোগ 'মিথ্যা, বিপজ্জনক ও হাস্যকর।' তিনি আরো জানান, 'প্রথমত, ইউক্রেন একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এনপিটি সদস্য, আমাদের কাছে কোনো ডার্টি বোম নেই এবং অর্জনের পরিকল্পনাও নেই। দ্বিতীয়ত, রাশিয়ানরা প্রায়ই অন্যদের দোষারোপ করে যা তারা নিজেরাই পরিকল্পনা করে।' ব্রিটিশ, ফরাসি ও তুর্কি সহযোগীদেরও ফোনে শোইগু ডার্টি বোম ব্যবহার করার ইউক্রেনের সম্ভাব্য উসকানি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রাশিয়ার চিফ অব জেনারেল স্টাফ ভ্যালেরি গেরাসিমভ তার মার্কিন সমকক্ষ জেনারেল মার্ক মিলির কাছেও বিষয়টি কয়েকবার তুলে ধরেন।

রাশিয়া শুরু থেকেই বলে আসছে, অবস্থা বিপজ্জনক হলে পরমাণু অস্ত্রও ব্যবহার করতে পারে। মস্কো বর্তমানে ইউক্রেনে মিসাইল হামলা চালিয়েছে। কিয়েভের মেয়র জানিয়েছেন, কিয়েভের ৩০ লাখ বাসিন্দার জন্য এখন এক অন্ধকার সময়, রাশিয়ার গোলাবর্ষণের ফলে শহরের জ্বালানি অবকাঠামো ধ্বংসের গোড়ায়। জার্মান সংবাদপত্র বিল্ড লিখেছে, এবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে খারাপ শীতকাল শুরু। মেয়র মনে করেন, লোকজনকে বিভীষিকা থেকে বাঁচানোর জন্য রাজধানীর কিছু অংশ খালি করতে হবে। অনেককে রাজধানী থেকে সরিয়ে নিতে হবে। রাশিয়া শীতকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মনে ভীতির সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে এটি ডার্টি বোমের বিপরীত অস্ত্র। কিয়েভ থেকে ১২০



কিলোমিটার পশ্চিমে, হামলার পর বিদ্যুৎ, পানি গরম করা ও মোবাইল ইন্টারনেট সব বন্ধ হয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইউক্রেনের জাপোরিজ্জিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি আবারো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কারখানাটি এখন জরুরি ডিজেল জেনারেটরের ওপর নির্ভরশীল। জাপোরিজ্জিয়া ইউরোপের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, চলতি মাসে বারবার বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রান্তিক দেশগুলো নানা সমস্যায় ভুগছে। বিভিন্ন দেশের কাছে ইউরোপীয়রা কিয়েভের জন্য সহায়তা চাওয়ার পর পাওয়ার গ্রিড আবারো প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করা হয়েছে।

ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক শক্তি প্রতিষ্ঠান এনারগোটম বলছে, রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর একাধিক পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলো থেকে সারা দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাসের কারণে শুধু জরুরি সুরক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ছাড়া সাধারণ সরবরাহ বন্ধ। মলদোভা বলেছে, প্রতিবেশী ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোতে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তাদের অর্ধেক এলাকাজুড়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়েছে।

ইউরোপীয় কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভালদিস ডোমব্রোভস্কিসকে কিয়েভ অভিযোগ করে যে, রাশিয়া ইউক্রেনের বেসামরিক অবকাঠামোর বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে, ফলে একদিকে প্রচন্ড শীত অন্য দিকে আলো, পানি, তাপ ও যোগাযোগ বঞ্চিত মানুষ। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি জানান, ১৫ নভেম্বর রাশিয়া ইউক্রেনের শহরগুলোতে প্রায় ১০০টি মিসাইল নিক্ষেপ করেছে, ফলে দেশের প্রায় অর্ধেক পাওয়ার সিস্টেম ধ্বংস হয়েছে।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় স্বীকার করেছে, ১৭ নভেম্বর ইউক্রেনে সামরিক ও জ্বালানি অবকাঠামোর লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। প্রতিরক্ষা ও শিল্প লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে 'ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনকেন্দ্র'ও রয়েছে। এর মধ্যে ইউক্রেন ইইউর প্রতিশ্রুত ১৮.৫ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা পাওয়ায় মস্কো আক্রমণ কার্যক্রম জোরদার করেছে। রুশ বাহিনী ইউক্রেনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ড্রোন, রকেট, ভারী আর্টিলারি ও যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে, ক্রুজ মিসাইল সাজিয়েছে।

সামনের দিনগুলোতে কিয়েভ সম্পূর্ণ শাটডাউন করতে সতর্ক করেছে, কেননা 'সাবজিরো' অর্থাৎ ১৮ ডিগ্রির নিচের তাপমাত্রা দেশটিকে গ্রাস করছে।

রুশ বাহিনী বাখমুত শহর ও নিকটবর্তী সোলেদারসহ অন্যান্য শহরে গোলাবর্ষণ করেছে। মাইকোলাইভ ও খেরসন অঞ্চলের মধ্যবর্তী সীমান্তে অবস্থিত লুক গ্রাম রাশিয়ান গোলাবর্ষণে ভুতুরে শহরে পরিণত হয়েছে। এই সুন্দর পাবর্ত্য এলাকায় এক হাজার মানুষ বসবাস করত এখন মাত্র ৩৮ জন দুর্ভোগের প্রহর গুনছে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়ার খেরসন দখলের সময় মার্চ থেকে নভেম্বরের মধ্যে ২২৬ জন আটক বা নিখোঁজ হয়েছে।

জাপোরিজ্জিয়ার বিশাল অংশ এখন রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে। জাপোরিজ্জিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ডিনিপ্রো নদীর ওপারে অবস্থিত নিকোপোলে, ৪০টি রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্র বহুতল ভবন, ব্যক্তিগত বাড়ি এবং প্রধান বিদ্যুৎ লাইন ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জাপোরিজ্জিয়া ইউরোপের অন্যতম প্রধান বিদ্যুৎকেন্দ্র। ইউক্রেন ছাড়াও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশে এখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়।

জেলেনস্কি জার্মানিকে জরুরি ভিত্তিতে জেনারেটর, প্রতিরক্ষামূলক শীতবস্ত্র এবং দ্রুত মানবিক পণ্য পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশেষ করে পোল্যান্ড জার্মানিকে মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম পাঠানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। ইতালির ফ্লোরেন্স শহরের মেয়র দারিও নার্দেলা স্টোরেজে থাকা জেনারেট পাঠানোর জন্য মহাদেশের ২০০টি শহরের একটি গ্রুপকে সমন্বয় করার চেষ্টা করছেন। নার্দেলা বলেন, 'আমরা কয়েক শ', এমনকি শিল্প আকারের জেনারেটরও পাঠাতে পারি, এসব প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম।'

হিমশীতল তাপমাত্রার মধ্যে, দেশের ১০ মিলিয়ন মানুষ বিদ্যুৎ এবং তাপ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ১৮টি অঞ্চল ও কিয়েভে মানুষ ব্যাকআউট ও বিভ্রাটের শিকার। ইউটিলিটি কর্মীরা বিদ্যুৎ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। রাষ্ট্রীয় ইউটিলিটি পরিষেবার প্রধান নির্বাহী বলেন, 'সম্ভাব্য দীর্ঘ বিভ্রাটের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার।' জাতিসংঘ জানিয়েছে, বিদ্যুৎ বিভ্রাট অব্যাহত থাকলে এই শীতে ওখানের লোকজন মারাত্মক মানবিক সঙ্কটে পড়বে।

ইইউ আইন প্রণেতারা ২৩ নভেম্বর এক রেজ্যুলুশনে রাশিয়াকে সন্ত্রাসবাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষক ঘোষণা করেছে। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে এক টুইট বার্তায় বলেন, 'ইউক্রেন ও বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদের দীর্ঘ দিনের নীতির অবসান ঘটাতে রাশিয়াকে অবশ্যই সব পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।' ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাঁচটি দেশ- পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া- ইতোমধ্যে রাশিয়াকে সন্ত্রাসবাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণা দিয়ে আসলে কী করবে তার কোনো কর্মপদ্ধতি ইউরোপীয়দের নেই। তারা যেসব নিষেধাজ্ঞা অবরোধ দিয়েছে তার পাল্টা হিসেবে রাশিয়া তেল-বিদ্যুৎ-গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছে। যেটি একমাত্র ভরসা সেই জাপোরিজ্জিয়াও প্রচন্ড হামলায় পঙ্গু হয়েছে। ইউরোপ আরো অগ্রসর হলে মস্কো আবারো মিসাইল বা ক্রুজ হামলা চালাবে এটি নিশ্চিত।

ক্রেমলিন এখন সমাজকে সংগঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। গত ১৯ অক্টোবর ইউক্রেনের চারটি অধিকৃত অঞ্চলে সামরিক আইন জারির পর পুতিন রাশিয়াজুড়ে নতুন করে 'অ্যালার্ট লেভেল' চালু করেছেন। এগুলো কর্তৃপক্ষকে নাগরিকদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ বা বাধ্য করা, সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করা ও যোগাযোগ নিরীক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছে। যদিও এটি 'মার্শাল ল লাইট'-এর একটি ফর্মের অনুরূপ তবুও ক্রেমলিন যুদ্ধের বিচার করতে সহায়তা করার জন্য সামরিক আদালতের চেয়ে কম নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মস্কো কেবল পশ্চিমা পারমাণবিক রাষ্ট্রগুলোকে ফোন করেছিল। স্পষ্টতই অপারমাণবিক জার্মানিকে ফোন করেনি, এই দেশটি পশ্চিমা জোটের সম্ভাব্য দুর্বল লিঙ্ক হিসেবে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার সেনারা জার্মানিতে ঢুকে পড়লে হিটলার সাম্রাজ্যের অবসান হয়। রাশিয়ানরা বলত জার্মানীরা 'অপদার্থ, চাষবাসও সঠিকভাবে করতে জানে না।' রাশিয়ান সেনাধ্যক্ষরা বলত যে এসব এলাকায় চাষ করে কৃষিব্যবস্থা পাল্টে দেবে। হিটলার রাশিয়ানদের হাতে পড়ার আগে বাঙ্কারের ভেতর পেট্রোল ঢেলে নিজেকে পুড়িয়ে দেন। তার আগে প্রেমিকা ইভাব্রাউন নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন। এসব বিয়োগান্তক ঘটনা জার্মানরা ভোলেনি, রাশিয়ানরাও মনে রেখেছে।

রাশিয়া জানে যে, পারমাণবিক উত্তেজনাই পশ্চিমাদের সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করে তোলে। জাপোরিজ্জিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে এর বিপজ্জনক কর্মকান্ড চলতি মাসে প্রচন্ড উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সেপ্টেম্বরেও পুতিন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিয়েছিলেন।

মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগে যেকোনো ধরনের পারমাণবিক বা রেডিওলজিক্যাল বিস্ফোরণ শনাক্ত করার অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত সিস্টেম রয়েছে। প্রয়োজনে কোড ২৪/৭ পদ্ধতির মাধ্যমে নিরীক্ষণ করে নিশ্চিত হতে পারে। রাশিয়া যদি নিজেই ডার্টি বোম ব্যবহার করে তবে পরিণতি শুভ হবে না। পেন্টাগন সতর্ক করেছে যাতে এমন না ঘটে। পদক্ষেপ নিলে, পরিণতির বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে রাশিয়াকে বলা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও রাশিয়া এক হাজারের উপর পরমাণু ওয়্যার হেড প্রস্তুত রেখেছে। সম্প্রতি ইউক্রেনে যেসব মিসাইল হামলা হয়েছে সেখানে পরমাণু বোমা বহনে সক্ষম ক্রুজ মিসাইল ব্যবহার করা হয়। পেন্টাগন বলছে, এটি পরমাণু বোমা ব্যবহারের এক মহড়া। যুক্তরাষ্ট্র মিত্রদের কখনো পরিত্যাগ করবে না এবং ইন্দো-প্যাসিফিক থেকেও সরে যাবে না। হ

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার

রাজনীতি যেন শঙ্কার কারণ না হয়

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

আগামী নির্বাচনের আর এক বছর বাকি। নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুখোমুখি অবস্থানে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি। বিভাগীয় পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে সমাবেশ করে চলেছে বিএনপি। ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় সমাবেশের মধ্য দিয়ে তাদের ধারাবাহিক বিভাগীয় সমাবেশের ইতি টানতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগও নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে। মাঠ পর্যায়ে সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে দলীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

সাংগঠনিক শক্তি এবং জনসমর্থন রাজনৈতিক দলের মূল ভিত্তি। এই শক্তির বলেই রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে এবং রাজনীতির মাঠে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বহু দল রাজনীতিতে সফল হয়েছে সাংগঠনিক শক্তি এবং ইতিবাচক জনসমর্থনের ফলে। আবার অনেক দল বিলুপ্ত হয়েছে সাংগঠনিক দুর্বলতায়। যেকোনো দলেরই রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দক্ষ, সুদৃঢ় এবং দূরদর্শী হতে হয়। নেতৃত্বের দুর্বলতা কিংবা অদূরদর্শী নেতৃত্ব কখনোই কোনো সফলতা আনতে পারে না। এ ছাড়া যেকোনো আন্দোলন সফল করতে শক্ত এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও জনবান্ধব ইস্যু প্রয়োজন। কিন্তু আমরা বেশ কিছুদিন থেকে লক্ষ করছি, বিএনপি শুধু নির্দলীয় সরকার ইস্যুতেই তাদের অবস্থান অনড় রেখেছে। কোনো জনবান্ধব ও জনকল্যাণকর ইস্যুতে তারা মাঠে ফোকাস হতে পারছে না।

সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপি বক্তব্য দিচ্ছে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার না হলে আগামী নির্বাচন থেকে তারা শুধু দূরেই থাকবে না, ওই নির্বাচন বর্জনও করবে। কিন্তু পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে নির্বাচনে অংশ নেওয়া এবং না নেওয়ার দ্বন্দ্বে বিএনপি ভাঙনের মুখে পড়তে পারে। অন্যদিকে বিএনপি নির্বাচন বর্জন করলেও নির্বাচন এগিয়ে নিতে সরকারের কোনো বড় ধরনের সমস্যা হবে না।

আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন একটানা ক্ষমতায় থাকায় তাদের প্রতিটি দলীয় ইউনিটে সাংগঠনিক শক্তি মজবুত হয়েছে। পক্ষান্তরে বিরোধী শক্তি তথা বিএনপি হতাশাবন্দি হয়ে তাদের সাংগঠনিক শক্তি ক্রমেই দুর্বল করে ফেলেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজপথে বিএনপি ও তাদের শরিকদের মোকাবেলা করার যথেষ্ট শক্তি আওয়ামী লীগের রয়েছে। তা ছাড়া বরাবরই আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের সমর্থন বেশি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল হিসেবে এই দলটি জনসমর্থন অপেক্ষাকৃত বেশি পায় সব সময়ই। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াতের সঙ্গে জোট বহাল থাকায় ক্রমেই বিএনপির জনসমর্থন কমে গেছে। যদিও এবার জামায়াত বিএনপি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার একটি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন সময়ের ভোটের বিশ্লেষণে দেখা যায়, আওয়ামী লীগের নিজস্ব একটি ভোটব্যাংক রয়েছে, যা বিএনপির তুলনায় বেশি। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিএনপি মাত্র ১০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। বিএনপির নিজস্ব যে 'ভোটব্যাংক' আছে, সেই পরিমাণ ভোট এবং জনসমর্থন এখন তারা ধরে রাখতে পারেনি। এর পেছনে দুটি কারণ পাওয়া যায়। এক. আওয়ামী লীগ তথা সরকারি দল নিজেদের শক্তিকে কিভাবে বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। আর এ জন্য আওয়ামী লীগের কর্মী বাহিনী এবং জনগণের ভেতরে এক ধরনের সাংগঠনিক শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। দুই. বিএনপির দীর্ঘদিন থেকে তাদের নিজেদের উপদলীয় কোন্দল এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা।

বর্তমান সময়ে আমরা লক্ষ করছি যে বিএনপি নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের দাবি আদায়ের জন্য যে ধরনের জনমত গড়ে তোলা দরকার সেটি না করে অদূরদর্শী বক্তব্য প্রদানে ব্যস্ত রয়েছে। এই মুহূর্তে জনগণকে নিজেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে বিএনপির উচিত নিজস্ব কর্মসূচি ও দলীয় স্বার্থে নানাবিধ এজেন্ডা সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়া, যাতে জনসমর্থন এবং জনমত বিএনপির পক্ষে যায়।

বারবার ভুল সিদ্ধান্তে বিএনপিকে এখন চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। বিএনপির অভ্যন্তরেও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। অবস্থা বিচারে বলা যায়, বারবার ব্যর্থতার বেড়াজাল বিএনপিকে গ্রাস করেছে। কারণ দীর্ঘদিন থেকে হুঙ্কার-হুমকি-ধমকি দেওয়ার পরও কোনো কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্যভাবে সফলতার মুখ দেখতে পায়নি বিএনপি। তাদের সর্বস্তরের নেতাকর্মীর মধ্যে যেমন হতাশার সৃষ্টি করেছে, তেমনি সরকারি দলে তৈরি হয়েছে আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্র। অতীতের মতোই বিএনপির রাজনৈতিক পরাজয় আর 'ব্যাকফুটে' যাওয়ার ঘটনায় উজ্জীবিত করে তুলেছে শাসকদলের নেতাকর্মীকে।

যেকোনো পরিস্থিতিতে নির্বাচনে গিয়ে নিজেদের মজবুত অবস্থানে নেওয়াই বিএনপির চ্যালেঞ্জ। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ব্যাপক ফল বিপর্যয় হলেও অন্তত সংসদে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ধরেই নিতে হবে ২০১৮ সালের মতো আগামী নির্বাচনও নির্দলীয় সরকারের অধীনে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এমনকি পরিস্থিতি বিবেচনায় বলা যায়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্দলীয় সরকার ফিরে আসার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

সরকার রাজনৈতিকভাবে চাইতেই পারে বিএনপি টেনশনে থাকুক এবং তাদের হুটহাট ভুল সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক পরাজয় ঘটুক। আর সেই চিন্তাটি আমলে নিয়েই প্রতিপক্ষকে আগাতে হবে। শুধু উত্তেজনা এবং হুটহাট সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই বিজয় আনতে পারে না। কথায় আছে, রেগে যাওয়া মানে হেরে যাওয়া। বিএনপির ক্ষেত্রে অনেকটা এ রকমই হয়েছে।

তবে সব সময় সবার জন্য ভালো যায় না। আওয়ামী লীগকেও দীর্ঘদিন দুর্দিনের মধ্যে টিকে থাকতে হয়েছে। পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বিএনপির সেই পরিবেশও তৈরি হয়নি। না বললেই নয় যে বিএনপির জন্য বর্তমান সময়টা একটু খারাপ। কারণ তারা ভালো করেই জানে, কর্মসূচি দিলে সরকার সেটাকে বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নেবে। বর্তমান পরিস্থিতিতেও এর ব্যতিক্রম চিন্তা করা ঠিক হবে না।

সুতরাং বাস্তবতার নিরিখে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নমনীয়তাই উত্তম। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে নিজেদের কোনো অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি না করার মাধ্যমে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির প্রত্যয় নিয়ে বিএনপিকে মাঠে থাকতে হবে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগকেও সচেষ্ট হতে হবে নিজেদের সাংগঠনিক অবস্থা আরো মজবুত করে তোলার জন্য। বাংলাদেশের রাজনীতিতে যেন এমন কোনো পরিবেশ সৃষ্টি না হয়, যেখানে সাধারণ মানুষকে মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত হতে হয়।

লেখক: অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm





উৎসবমুখর পরিবেশে থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উদযাপন

(শেষের পাতার পর

)বৃহস্পতিবার ছিলো থ্যাঙ্কস গিভিং ডে বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন দিবস। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ব্যাপক আয়োজনে দিবসটি উদযাপিত হয়েছে। এসব আয়োজনে সর্বত্রই সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির পরিবেশ ছিলো লক্ষনীয়। উল্লেখ্য, প্রতি বছর নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার আমেরিকায় এবং অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সোমবার কানাডায় সরকারিভাবে এ দিনটি উদযাপিত হয়। এ দিনটিকে অনেকে 'দ্য টার্কি ডে' বলে থাকেন। ঐতিহাসিকভাবে থ্যাংকস গিভিং ডে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক একটা অনুষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারায় থ্যাঙ্কস গিভিং ডে'র যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে দিন দিন থ্যাঙ্কস গিভিং ডে'র গুরুত্ব এবং উদযাপন দুটোই বাড়ছে।

থ্যাংকস গিভিং ডে'র মূল উদ্দেশ্য, পরিবার, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবসহ সবাই এক হয়ে সবার জীবন এবং দেশ ও জাতির সাফল্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান। খাবারের তালিকায় থাকে টার্কি রোস্ট, ক্যানবেরি সস, মিষ্টি আলুর ক্যান্ডি, স্টাফিং, ম্যাশড পটেটো এবং ঐতিহ্যবাহী পামকিন পাই। টার্কি দেখতে ময়ূরের মতো বড় সাইজের বনমোরগ-এর মতো।

দিবসটিতে ধনী-গরীব সবাই মেতে ওঠেন ঐতিহ্যবাহী টার্কি ভোজে। পারিবারিকভাবে প্রতিটি ঘরেই চলে টার্কি লাঞ্চ আর ডিনার। নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বিভিন্ন সংগঠন ও পরিবার টার্কি পার্টির আয়োজন করে থাকে। গত বছর বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে কোথাও কোথাও ঘরোয়াভাবে পার্টির আয়োজন করা হলেও প্রকাশ্যে কোনো অনুষ্ঠান হয়নি। তবে এ বছর বিভিন্ন স্থানে টার্কি পার্টিও আয়োজন করা হয়। ফলে জমে উঠে পার্টিগুলো। বাংলাদেশী মালিকানধীন রেস্টুরেন্টগুলোও টার্কির অর্ডার গ্রহণ এবং কুক করা টার্কি সরবরাহ করে। একটি পূর্ণ টার্কির দাম ছিলো ১২০ থেকে ১২৫ ডলার। তবে করোনা মহ-ামারীর পর টার্কির দাম প্রকার ভেদে কিছুটা বেড়েছে বলে সংশ্লিস্টরা জানান।

এদিকে থ্যাঙ্কস গিভিং ডে'তে প্রতি বছর নিউইয়র্কে প্যারেড বের করে সুপার স্টোর মেসিজ। প্রতি বছর নিউইয়র্কের সাড়ে ৩ মিলিয়নেরও বেশি লোক এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ মি-লিয়ন লোক এই প্যারেড দেখেন। তারা সকলেই দৈত্যাকার বেলুন, এক ধরণের ভাসমান, আশ্চর্যজনক পারফরম্যান্স এবং আরও অনেক কিছু দেখার জন্য টিভি খুলে বসেন। বৈশিষ্ট্যযুক্ত পারফর্মারদের সঙ্গে থাকে যুক্তরাষ্ট্রে সেরা মার্চিং ব্যান্ড এবং পারফরম্যান্স গ্রুপ।

অপরদিকে থ্যাংকস গিভিং ডে উৎসব হিসেবে পালিত হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিষাদময় ইতিহাস। ১৬২০ সালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস একটি চার্চ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি সবাইকে ওই চার্চে রাজার প্রথানুসরণ করতে বাধ্য করতে শুরু করেন। কিন্তু অনেক ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানই এর বিরোধিতা করেন। তারা রাজার চার্চে না গিয়ে সাধারণ চার্চেই ধর্মচর্চা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু এক সময় তাদের নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। বাকিরা তখন বাড়িঘর



বিক্রি করে হল্যান্ডে পাড়ি জমান। কিন্তু সেখানেও তারা কিছু সমস্যার মুখোমুখি হন। এরপর তারা 'মে ফ্লাওয়ার' নামের একটি জাহাজে করে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ওই জাহাজে ১০২ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা যায়। তাদের বলা হতো 'পিলগ্রিমস'। ওই দলটিতে ৭০ জন নারী ও পুরুষ ছিলেন। বাকিরা ছিল শিশু। দলটির সবাই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন বলে জানা যায়। জাহাজে তাদের পানি ও খাবারের সংকটসহ নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ডিসেম্বরে তীব্র শীতের মধ্যে তারা ম্যাসাচুসেটসে (বর্তমান বস্টন) পৌঁছান। দলটিতে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক ও বিচারক থাকলেও কর্মী শ্রেণির মানুষ ছিল না। ফলে তারা ঠিকঠাকভাবে বাড়িঘর বানাতে পারেননি বলে জানান ইতিহাসবিদরা। শীতের তীব্রতায়, অসুস্থতায় অনেক পিলগ্রিমসই মারা যান। শেষ পর্যন্ত দলটির মাত্র ৫৪ জনই বেঁচে ছিলেন। তাদের বসতির কাছাকাছিই ছিল রেড ইন্ডিয়ানদের গ্রাম। তাদের কাছ থেকেই চাষবাস ও কাঠ কেটে বাড়ি বানাতে শিখে নেয় পিলগ্রিমসরা। এরপর গ্রীষ্মে তারা প্রচুর ফসল ফলাতে সক্ষম হয়। এরপরই মূলত তারা সবকিছুর জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাতে একটি উৎসবের আয়োজন করে। ওই উৎসবে তারা রেড ইন্ডিয়ানদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, উৎসবে রেড ইন্ডিয়ানদের ৯০জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। টানা তিনদিন ধরে চলেছিল উৎসব।

ইতিহাসবিদরা জানান, ১৬২১ সালের ২৬ নভেম্বর ছিল প্রথম থ্যাংকস গিভিং ডে। এরপর থেকে পলিমাউথ উপনিবেশবাদীরা এবং রেড ইন্ডিয়ানরা একে শরৎকালীন উৎসব হিসেবে পালন করতে থাকেন। তখন কোন নির্দিষ্ট দিনে উৎসবটি পালিত হতো না। নিজেদের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী তারা বছরের একটি দিনকে বেছে নিতেন। তবে ধীরে ধীরে নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবারেই উৎসবটি পালনের প্রথা শুরু হয়।

১৮৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন একটি জাতীয় ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা দিবস উদযাপন করার আহ্বান জানান। তিনি নভেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার 'থ্যাংস গিভিং ডে' হিসাবে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন।

'থ্যাংকস গিভিং ডে'র পরের দিনকেই 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে' বলা হয়ে থাকে। এই দিনের জন্য এক বছর ধরেই অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকেন আমেরিকার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষজন কম দামে ভালো একটা কিছু কেনার জন্য দিনটির জন্য অপেক্ষায় থাকেন। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে থেকেই টিভি ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয় তাদের পণ্যের মূল্যহ্রাসের তালিকা। শতকরা ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ মূল্যহ্রাস করা হয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির। তবে এই দিনে অনেকের চাহিদা ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্য। এর মধ্যে টিভি, ফ্রিজ, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, আইফোন, আইপ্যাড ইত্যাদি দ্রব্যের প্রতি মানুষের বেশি চাহিদা। বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকে দোকানের সামনে লাইন ধরে ভোর ৬টায় পর্যন্ত অপেক্ষা করেন দোকানে প্রবেশের জন্য। কিন্তু প্রতিবছরই ঘটে ব্যতিক্রম ঘটনা। ওইদিন রাত ১২টার পরিবর্তে রাত ৮-৯টা থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে যান হাজার হাজার মানুষ।

বাংলাদেশী কমিউনিটিতে থ্যাংকস গিভিং ডে উদযাপন

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা আর উৎসবমুখর পরিবেশে এবছর বাংলাদেশী কমিউনিটিতে থ্যাংকস গিভিং ডে উদযাপন হয়েছে। পরিবার, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধ ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে থ্যাংকস গিভিং ডে উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে টাকি ভোজ ছাড়াও ছিলো আড্ডা, শুভেচ্ছা বিনিময় আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ বরাবরের মতো এবছরও ব্যাপক আয়োজনে তার জ্যামাইকাস্থ বাসায় থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষ্যে টার্কি পার্টিও আয়োজন করেন। এতে কমিউনিটির সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অংশ নেন। নার্গিস অহমেদ প্রতিষ্ঠিত ড্রামা সার্কল-এর কর্মকতা ও সদস্যরা এতে যোগ দিয়ে ভিন্ন মাত্র যোগ করেন। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে এই পার্টি।

এদিকে আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাব (এবিপিসি) জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে থ্যাংকস গিভিং ডে উদযাপন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম।

'ইউএসএ ৯৭-৯৯' নামের ফেসবুক ভিত্তিক গ্রুপ গত ২৭ নভেম্বর নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের বেলরসের একটি রেস্টুরেন্টে থ্যাংক্স গিভিং নৈশভোজ পার্টির আয়োজন করে। অপরদিকে থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষ্যে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে হালাল চিকেন বিতরণ করে। গত ১৮ নভেম্বর শুক্রবার এস্টোরিয়ার আল-আমিন মসজিদ প্রাঙ্গনে এই সর্বস্তরের মানুষের মাঝে হালাল চিকেন বিতরণ করা হয়।

'আপু, তোমারে বইলা বুঝাইতে পারব না কষ্ট কাকে বলে!'

(শেষের পাতার পর)

বাসে-জিপে চড়ে, নদী সাঁতরে, জঙ্গল পাড়ি দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছেন স্বপ্নের দেশে। গুনে গুনে এগারোটা দেশ পাড়ি দিয়ে উনি এখন মেক্সিকো সীমান্তে।

গুয়াতেমালায় জঙ্গল পাড়ি দেবার সময় একটা ভিডিও করে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। ভিডিওটা দেখার পরে নিজের আবেগ সংবরণ করতে পারিনি। উনি তখন ওপরের কথাটা (আপু, তোমারে বইলা বুঝাইতে পারব না কষ্ট কাকে বলে!) বললেন।

ফুটবল সংগঠক বাবার কন্যা হওয়ায় বোঝার বয়স থেকে বিশ্বকাপ ফুটবলের সঙ্গে মিতালি। রাত জেগে খেলা দেখা, পোস্টার, ব্যানার, মুড়ি মাখা, ফ্ল্যাস্কে গরম চা- কত স্মৃতি-বিস্মৃতির উৎসব এই বিশ্বকাপ। সমর্থনের বেলায় শীর্ষে থাকতো দুটি দেশের নাম- ব্রাজিল আর ইতালি। দ্বিতীয় দেশটি এবার বিশ্বকাপে আসতে না পারলেও ব্রাজিল বরাবরের মতো দারুণ ফর্মে।

আমার তো ব্রাজিলকেই সমর্থন করার কথা ছিল! কিন্তু কেন যেন পারছি না! অনেকে হয়তো বলতে পারেন, খেলার সঙ্গে রাজনীতি-অর্থনীতিকে মেলানোর দরকার কি, কিন্তু যেন না মিলিয়ে পারি না! যে কারণে এবারের বিশ্বকাপে আমার প্রিয় দল- আমেরিকা! নুন খেয়ে অন্যের গুন গাওয়ার মতো স্মার্টনেস এখনও অর্জন করতে পারিনি।

এটা ঠিক যে বিশ্ব ফুটবলে আমেরিকা কোন কুলীন দল নয়। তারা এবারের বিশ্বকাপেও খুব বেশী দূর যাবে না। তাতে কিছু যায় আসে না! এবারের বিশ্বকাপে যতগুলি দেশ খেলছে, তাদের মধ্যে আমেরিকা একমাত্র দেশ যেখানে ফুটবলের জনপ্রিয়তা দলগত খেলার মধ্যে পঞ্চম। এমনকি আমেরিকার নারী ফুটবল দলও পুরুষদের চেয়ে বেশী জনপ্রিয়।

১৯৯৮ সালে আমেরিকা-ইরানের হাইভোল্টেজ ম্যাচে ইরানকে সমর্থন করেছিলাম। আজ করলাম আমেরিকাকে। শুধু আমেরিকা নয়, সব খেলাতেই আমি ইরানের বিররুদ্ধে। যে দেশ হিজাব না পরায় ২২ বছরের মাইশা আমিনিকে হত্যা করে, তাকে সমর্থন করতে আসা শত শত ছেলেমেয়ের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার করে, ইউক্রেনের নিরীহ জনগনের ওপর হামলায় আগ্রাসী রাশিয়াকে সাহায্য করে, সিরিয়ার স্বৈরাচারী সরকারকে সহযোগিতা করে, একের পর এক মিথ্যাচার করে, তারা কখনও সমর্থনের যোগ্য হতে পারেনা।

আমার সাবেক সহকর্মীর মতো বহু মানুষ জীবন বাজি রেখে আমেরিকা আসে নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য। এভাবে হয়তো ঘানা থেকে এসেছিল ১৯ বছরের ইউনুস মুসাহ। এই নিউইয়র্কের মানুষ ইউনুসের মতো অভিবাসীদের দিয়ে গড়া আমেরিকা ফুটবল দল। কেউ আফ্রিকান, কেউ হিসপ্যানিক, কেউ পূর্ব ইউরোপের- সবাই মিলে আমেরিকান।

ইউরোপের দলগুলির দিকে তাকালেও প্রায় একই চিত্র পাওয়া যায়। ক্যামেরুনের বিরুদ্ধে সুইজারল্যান্ডকে জেতাল ক্যামেরুনের এক অভিবাসী খেলোয়াড়। স্পেন-জার্মানীর মতো হাতে গোনা দুই একটি দেশ বাদ দিলে ইউরোপের ফুটবল দলগুলিতেও এখন অভিবাসীদের জয়জয়কার।

মেহজাবীন আর্জেন্টিনা নাকি ব্রাজিল?

(শেষের পাতার পর)

মাধ্যমে বেশ আলোচনা সহযোগে ঘুরছে। বলতে গেলে নেটিজেনরা অধীর আগ্রহে রয়েছেন এই প্রশ্নের উত্তরটি জানার জন্য। সম্প্রতি জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রী মডেল ও নৃত্যশিল্পী মেহজাবীন চৌধুরী ব্রাজিলের জার্সি ও লোগো সম্বলিত হলুদ রঙের পোশাক পরিধান করা ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেন। স্বাভাবিকভাবেই ভক্তরা ধরেই নেন তাদের প্রিয় অভিনেত্রী ব্রাজিল দলের সমর্থক।

শত হাজার ভক্ত তাঁকে অভিবাদনও জানায় কিন্তু...

গতরাতে মেহজাবীন সব সমীকরণ উল্টে দিলেন। কেননা এদিন তিনি আর্জেন্টিনার জার্সি পরে হাস্যোজ্জ্বল চেহারার একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন 'ভামোস।' স্প্যানিশ এই শব্দটির বাংলা হলো 'এগিয়ে যাও'।

এরপরেই ভক্তরা রীতিমতো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অনেকেই শুভ কামনা জানাচ্ছেন, আবার অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে মেহজাবীন আসলেই কোন দল সমর্থন করছেন।

শনিবার (৩ ডিসেম্বর) রাতে মেহজাবীন আর্জেন্টিনার জার্সি পরিহিত ছবি পোস্ট করে বিভ্রান্ত করেছেন ভক্তদের। এমনই অভিযোগ। ভক্তদের প্রশ্নের উত্তর জানতে মেহজাবীনের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি, ফলে জানা যায়নি আসলেই কোন দল সমর্থন করছেন ছোট পর্দার এই অভিনেত্রী।



রাজশাহীর বিভাগীয় গণসমাবেশে মির্জা ফখরুল

ভয়ে ঘুম হারাম হয়ে গেছে সরকারের

ঢাকা ডেস্ক: বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, নানা অত্যাচার-নির্যাতনের পরও বিভাগীয় সমাবেশে লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতি দেখে সরকার ভয় পাচ্ছে। ১০ ডিসেম্বর ঢাকার সমাবেশ নিয়েও তারা ভয়ে আছে। আমরা পরিষ্কার করে বলেছি, নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে চাই। কিন্তু সমাবেশ নিয়ে ওদের ঘুম নেই। ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তারা আতঙ্কে ভুগছে। নিজেরা নিজেরাই বলাবলি শুরু করছে ওইদিন নাকি তখতে তাউস উলটে যাবে। সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, নিজের প্রতি কোনো আস্থা নেই? জনগণের প্রতি আস্থা নেই বলেই তারা প্রতিমুহূর্তে ভয় পায়। বিএনপিকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে। এই বুঝি বিএনপি এলো।

গত ৩ ডিসেম্বর শনিবার রাজশাহীতে বিএনপির ৯ম বিভাগীয় গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এসব কথা বলেন। আগামী ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে বিএনপির সর্বশেষ বিভাগীয় গণসমাবেশ। এর আগে স্থানীয় ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো এই সমাবেশ। ধানের শীষের ঘাঁটি বলে পরিচিত এ এলাকায় ব্যাপক শোডাউন করে দলটি। নানা বাধা এবং শঙ্কা থাকলেও শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয় সমাবেশ। জ্বালানি তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, দলের নেতাকর্মীদের হত্যা ও খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১২ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমাবেশের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচি শুরু হয়।

বিএনপিকে সরকারকে ভয় পায় উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, সরকার ভাবে বিএনপিকে তারা এত পেটায়, এত মামলা দেয়, তারপরও নেতাকর্মীরা উঠে আসে কোত্থেকে? বিএনপি মাটি ফুটে বেরিয়ে আসে। ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠেছে। এটাই বিএনপি। এজন্য তারা ভয় পেয়েছে।

ঢাকার বিভাগীয় গণসমাবেশ প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব বলেন, এর আগে আমরা নয়াপল্টনে অনেক সমাবেশ করেছি। লাখ লাখ মানুষ হয়েছে। আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়া বক্তব্য দিয়েছেন। ওই সময় তো কোনো সমস্যা হয়নি। আজকে হঠাৎ সরকারের মাথায় সমস্যা আসছে কেন? কারণ, তারা জানে তারা অনেক খারাপ কাজ করেছে। সরকার দুটো ধুয়া তুলছে। একটা বলছে ফের নাকি জঙ্গি আসছে। জঙ্গি সরকার নিজেরাই তৈরি করে। যখন তাদের দরকার হয়, বিএনপিকে ধরতে হবে তখন জঙ্গি তৈরি করে। আরেকটা বলে অগ্নিসন্ত্রাস। ওরা নিজেরা নিজেরা বাস পোড়ায়, অগ্নিসন্ত্রাস করে আর বলে এটা বিএনপি করেছে। এই হচ্ছে আওয়ামী লীগ। বিএনপি অগ্নিসন্ত্রাস করে না। এটা ইতিহাসে নেই।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উদ্দেশে তিনি বলেন, অত্যাচার-নির্যাতন চালাবেন না। এই দেশের মানুষ কোনোদিন অন্যায় সহ্য করেনি। পরিষ্কার করে বলছি, আপনাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা নেই। আপনারা রাষ্ট্রের কর্মচারী, আমরা রাষ্ট্রের মালিক। আপনারা দেশের মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এটা করবেন না।

এদিকে রাজশাহীর গণসমাবেশকে কেন্দ্র করে নানা বাধার মুখে পড়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা। অন্য বিভাগীয় সমাবেশে দুদিন পরিবহণ ধর্মঘট ডাকা হলেও রাজশাহীতে তা ছিল তিন দিন। বন্ধ ছিল সিএনজিচালিত অটোরিকশা। তবে শহরে ব্যাটারিচালিত কিছু অটোরিকশা চলাচল করে। গণপরিবহণ বন্ধ থাকায় ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। যদিও সমাবেশ শেষ হওয়ার পর গণপরিবহণ চলাচল শুরু করে।

গণপরিবহণ বন্ধের পাশাপাশি গণসমাবেশকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও ছিল বেশ সতর্ক। শুধু শহরের প্রবেশপথে নয়, বিভিন্ন জেলায় বসানো হয় চেকপোস্ট। গ্রেফতার করা হয় অনেককে। সমাবেশে আসতে পথে পথে বাধা দেওয়া হয়। গণপরিবহণ বন্ধ আর চেকপোস্ট বসিয়েও নেতাকর্মীদের গণসমাবেশে আসা আটকাতে পারেনি। ট্রেনে, নৌকা, ভ্যানে, মোটরসাইকেল, হেঁটে যে যেভাবে পারছে সমাবেশে অংশ নেয়।

সমাবেশের তিন দিন আগ থেকেই নেতাকর্মীরা শহরে আসতে শুরু করে। সমাবেশের অনুমতির শর্তের কারণে কাউকে মাঠে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে নেতাকর্মীরা পাশে ঈদগাহ মাঠ ও সড়কে অবস্থান নেয়। সেখানে তাঁবু খাটিয়ে রাতযাপন করেন তারা। সেখানেই চলে রান্না আর খাওয়াদাওয়া।

শনিবার সকাল ছয়টায় নেতাকর্মীদের মাঠে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। শুরুতে সবাইকে চেক করে ঢোকানো হয়। কিন্তু দশটার পর নেতাকর্মীরা একযোগে মাঠে প্রবেশ করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে পুলিশ মাঠে প্রবেশের গেট খুলে দেয়। পরে আশপাশে থাকা নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে মাঠে প্রবেশ করে। সকালেই পুরো মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে নেতাকর্মীদের উপস্থিতি। দুপুর নাগাদ নেতাকর্মীদের উপস্থিতি আশপাশের সড়কে ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা বিকাল ৫টার আগেই সমাবেশ শেষ করে বিএনপি।

গণসমাবেশকে কেন্দ্র করে বেশ সতর্ক ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সমাবেশের মাঠের চারদিকে অবস্থান নেয় তারা। মাদ্রাসা মাঠের পাশের সড়কসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোতায়েন ছিল অতিরিক্ত পুলিশ। সাদা পোশাকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়।

বক্তব্যের শুরুতেই উপস্থিত নেতাকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, রাজশাহীর মাটি সংগ্রামের মাটি। অনেক বরেণ্য মানুষ এখানে জন্ম নিয়েছেন।

সরকারের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের শাসনামলে ৬০০ নেতাকর্মী গুম হয়ে গেছে। এর মধ্যে পাবনার ঈশ্বরদীতে জাকারিয়া পিন্টুসহ ৯ জনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ২৫ জনকে যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছে। এটাই এই সরকারের চরিত্র। এভাবে তারা বিরোধী দলকে নির্মূল করে দিতে চায়। এতে কি নির্মূল হয়েছে? রাজশাহীর মানুষ ভয় পেয়েছে? পায়নি। আরও উত্তালে জেগে উঠেছে। আওয়ামী লীগ আর কোনো রাজনৈতিক দল নেই জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, তারা একটা লুটেরা দলে পরিণত হয়েছে। নিজেরা লুট করে করে সম্পদের পাহাড় করেছে, সাধারণ মানুষকে গরিব করছে। কদিন আগে ২৫ জন কৃষককে ২৫ হাজার টাকা ঋণ নেওয়ার জন্য তাদের জেলখানায় নেওয়া হয়েছিল। আর হাজার কোটি টাকা লুট করে ব্যাংক খালি করে দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা হয় না। ইসলামী ব্যাংক থেকে ৯টা গায়েবি কোম্পানিকে টাকা দিয়ে ব্যাংক খালি করে দেওয়া হয়েছে। সরকার পরিকল্পিতভাবে অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমাদের রাজনৈতিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

মির্জা ফখরুল বলেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, সংবিধান অনুযায়ীই নির্বাচন হবে। কোন সংবিধান? যে সংবিধান তাদের ক্ষমতায় রাখার জন্য বারবার কাটাছেঁড়া করেছে। এই আওয়ামী লীগই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ১৭৩ দিন হরতাল করেছে। ওই সময় গানপাউডার দিয়ে একটা বাসেই ১১ জনকে হত্যা করেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৫টা নির্বাচন হয়ে গেল। এরা ক্ষমতায় আসার পরে কী করল? ওই ব্যবস্থা পালটে দিল। কেন, তারা কিছুদিন পর বুঝতে পারল জনগণ তাদের পছন্দ করছে না। তাই সেটা পালটে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, অন্যথায় এই দেশে কোনো নির্বাচন হবে না।

ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের সমালোচনা করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করা যাবে না, এমন দেশ আমরা চাইনি। সবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু আওয়ামী লীগ সেটা চায় না। আওয়ামী লীগের লক্ষ্য একটাই-যেমন করে পারে বন্দুক-পিস্তল নিয়ে ক্ষমতায় বসে থাকবে। আর দেশের জনগণকে তারা প্রজা ভাবে। এই দেশ কি তাদের? এই দেশ আমাদের, এই দেশ জনগণের।

দেশের অর্থনীতি তলানিতে চলে গেছে জানিয়ে তিনি বলেন, সরকার এমন অবস্থা তৈরি করেছে, এখন অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার মতো ডলারও আমাদের হাতে নেই। বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতিসহ দেশ থেকে লাখ লাখ কোটি টাকা পাচার করেছে।

রাজশাহী বিভাগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, এই আন্দোলন সামনের সারির পথিকৃৎ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন আপনারা। আজকে আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাই রুখে দাঁড়াতে হবে। নইলে একাত্তরের স্বাধীনতা টিকবে না। সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। পরিষ্কার কথা, এবার হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে। তরুণ-যুবকদের প্রতি আহ্বান রাখতে চাই, আপনারা জেগে উঠুন। দুর্বার গতিতে আসুন। এই ভয়াবহ সরকারের পতন ঘটাতে হবে।

রাজশাহী মহানগর বিএনপির আহবায়ক অ্যাডভোকেট এরশাদ আলীর সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব মামুন অর রশিদ ও বিএনপির কেন্দ্রীয় সহপ্রচার সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খান আলিমের সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, সেলিমা রহমান, গণসমাবেশের দলনেতা বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অধ্যাপক শাহজাহান মিঞা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান তালুকদার, হাবিবুর রহমান হাবিব, লে. কর্নেল (অব.) এমএ লতিফ খান, বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, গণসমাবেশের প্রধান সমন্বয়ক ও বিএনপির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাবেক এমপি নাদিম মোস্তফা, কেন্দ্রীয় নেতা শামসুজ্জোহা খান, বিএনপির রাজশাহী বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ শাহীন শওকত খালেদ, ওবাইদুর রহমান চন্দন, তাইফুল ইসলাম টিপু, রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শফিকুল হক মিলন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের এমপি আমিনুল হক, রাজশাহী জেলা বিএনপি আহবায়ক আবু সাঈদ চাঁদ, বগুড়ার এমপি জিএম সিরাজ, মোশাররফ হোসেন, সাবেক এমপি সৈয়দা আফিয়া আশরাফী পাপিয়া, মহিলা দলের আফরোজা আব্বাস, যুবদলের সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, স্বেচ্ছাসেবক দলের এসএম জিলানী, কৃষক দলের হাসান জাফির তুহিন, শ্রমিক দলের আনোয়ার হোসাইন, তাঁতী দলের আবুল কালাম আজাদ, জাসাসের হেলাল খান, উলামা দলের শাহ নেছারুল হক, রাজশাহীর আবু সাঈদ চান, নাটোরের সাবিনা ইয়াসমিন ছবি, জয়পুরহাটের শামসুল হক, নওগাঁর আবু বকর সিদ্দিক নান্নু, সিরাজগঞ্জের সাইদুর রহমান বাচ্চু প্রমুখ।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, গণসমাবেশে আসতে নানাভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে। বাস আটকে দেওয়া হয়েছে। চালকদের মারধর করা হয়েছে। তারপরও বিএনপি নেতাকর্মীদের আটকে রাখতে পারেনি আওয়ামী লীগ।

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, সরকার ও পুলিশ চার দিন থেকে পুরো রাজশাহী বিভাগকে অচল করে রেখেছে। বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও নির্যাতন চালিয়েছে। কিন্তু সরকারের রক্তচক্ষুকে আমরা ভয় পাই না। যতদিন এ দেশে ভোটের ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন আন্দোলন চলবে।

মিজানুর রহমান মিনু বলেন, রাজশাহীর উত্তাল ঢেউ ঢাকায় পড়বে। সামনে একটাই পথ। আর সেটি হলো শেখ হাসিনার সরকারের পতন। হাসিনার পতনের জন্য আজ বিএনপি নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ। দুর্বার আন্দোলনে অচিরেই এ সরকারের পতন ঘটবে।

রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু সমাবেশে উপস্থিত নেতাকর্মীর উদ্দেশে বলেন, আপনারা কী সরকারকে হলুদ কার্ড দেখাতে চান? এ প্রশ্নের জবাবে নেতাকর্মীরা হাত উঁচিয়ে বলেন, হ্যাঁ আমরা সরকারকে হলুদ কার্ড দেখালাম। তিনি বলেন, আমরা আগামী ১০ ডিসেম্বর ঢাকার মহাসমাবেশে সরকারকে লাল কার্ড দেখিয়ে বিদায় দেব।

সমাবেশের টুকিটাকি: বেলা দুইটার দিকে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট নাদিম মোস্তফার বক্তব্য চলাকালে যুবদলের দুই গ্রুপের মধ্যে হালকা সংঘর্ষ হয়। সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে দ্রুতই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সকাল ১০টা থেকে রাজশাহী শহরে ইন্টারনেট সংযোগ বিঘ্ন ঘটে। দীর্ঘদিন পর প্রকাশ্যে এসেছেন বিএনপির প্রবীণ নেতা সাবেক ভূমি প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কবির হোসেন। তিনি দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ রয়েছেন। দুপুর আড়াইটার দিকে তিনি মঞ্চে উঠলে বিএনপি নেতাকর্মীরা তাকে স্বাগত জানান।

গণসমাবেশ চলাকালে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে দলে যোগদান করেন মেজর জেনারেল (অব.) শরিফুল হক। শরিফুল হক সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী বিএনপির প্রভাবশালী নেতা প্রয়াত ব্যারিস্টার আমিনুল হকের আপন ভাই। তিনি আগামী সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসন থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী হিসাবে অংশ নেবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।



ম্যারাডোনার যে রেকর্ড ভাঙলেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক: মেক্সিকোর বিপক্ষে একক নৈপুণ্যে আর্জেন্টিনাকে জিতিয়ে স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন লিওনেল মেসি। গত ৩০ নভেম্বর বুধবার রাতে পোল্যান্ডের বিপক্ষে বাঁচা-মরার শেষ ম্যাচে গ্লানি থেকে অধিনায়ককে বাঁচালেন সতীর্থরা। প্রথমার্ধে মেসির পেনালটি মিসের পরও দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাক অ্যালিস্টার ও হুলিয়ান আলভারেসের গোলে পোল্যান্ডকে হারিয়ে গ্রুপসেরা হয়ে বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে উঠেছে আর্জেন্টিনা। তরুণ সতীর্থদের সৌজন্যে পেনালটি মিসের হতাশা ভুলে শেষ বাঁশি বাজার পর বাঁধনহারা উল্লাসে মেতে ওঠেন মেসি।

শুধু জয় নয়, দারুণ এক রেকর্ডও গড়েছেন মেসি। প্রয়াত কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনাকে (২১) পেছনে ফেলে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে সবচেয়ে বেশি ২২ ম্যাচ খেলার রেকর্ড এখন মেসির। উপলক্ষ্যটা জয়ে রাঙাতে পেরে উচ্ছ্বসিত আর্জেন্টিনা অধিনায়ক জানালেন, বেঁচে থাকলে তার সাফল্যে মহাখুশি হতেন ম্যারাডোনা, 'রেকর্ডের কথা কিছুদিন আগে জেনেছি। এ ধরনের রেকর্ড ভেঙে এগিয়ে চলা আনন্দের বিষয়। আমার মনে হয়, বেঁচে থাকলে মহাখুশি হতেন দিয়েগো। তিনি আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। আমার সবকিছু ভালোভাবে এগোলে তিনি খুশি হতেন।'

মেসির দাবি, তার পেনালটি মিস দলকে আরও উজ্জীবিত করে তুলেছিল। খেলোয়াড়দের মধ্যে বাড়িয়ে দিয়েছিল জয়ের তাড়না, 'পেনালটি মিস্ করে আমার এখনো রাগ হচ্ছে। তবে আমার ওই ভুলের পর দল আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সবার মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, আমরা জিততে পারব। যেকোনো মুহূর্তে গোল পাব। আর প্রথম গোলের পর আমরা যেভাবে চেয়েছি সেভাবেই ম্যাচ এগিয়েছে। দলের সবাই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। এটিই আমাদের দলের শক্তির জায়গা।'

শেষ ষোলোর প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়াকে হালকাভাবে নিতে নারাজ মেসি, 'ম্যাচটি খুবই কঠিন হবে। এখন যে কেউ যে কাউকে হারিয়ে দিতে পারে। সবাই এক্ষেত্রে সমান। প্রথম লক্ষ্য অর্জনের পর এখন এগিয়ে যেতে আরও ভালো প্রস্তুতি নিতে হবে।'

বিশ্বকাপে ২১ ম্যাচ খেলে আটটি গোল করেছেন ম্যারাডোনা। এর মধ্যে ১৯৮২ বিশ্বকাপে পাঁচ ম্যাচে দুটি গোল করেছিলেন তিনি। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে সাত ম্যাচে করেছিলেন পাঁচ গোল। সেবার ম্যারাডোনার নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা। ১৯৯০ বিশ্বকাপে সাত ম্যাচ খেলে একটিও গোল করতে পারেননি দিয়েগো। ১৯৯৪ বিশ্বকাপে দুই ম্যাচ খেলে একটি গোল করেছিলেন তিনি।

বিশ্বকাপের মাঝেই ডোপ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে আর খেলতে পারেননি ম্যারাডোনা।

বাংলাদেশ সফর শেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন লোকেশ রাহুল

স্পোর্টস ডেস্ক: বলিউড তারকা সুনীল শেটির মেয়ে আতিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই চুকিয়ে চুকিয়ে প্রেম করছেন ভারতীয় তারকা ওপেনার লোকেশ রাহুল। বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের বিয়ের গুঞ্জন চলছে। আতিয়ার বাবা সুনীল শেটি কিছুদিন আগে জানিয়েছেন, দুই জনের বিয়ে নিয়ে কথা চলছে। কিন্তু এখনও দিন চূড়ান্ত হয়নি। জানুয়ারীতে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হতে পারে।



বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে অংশ নিতে ১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকায় এসেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। ভারতীয় এই দলের অন্যতম সদস্য হলেন তারকা ওপেনার লোকেশ রাহুল। বাংলাদেশ সফর শেষ করেই ভারতে ফিরে গিয়ে আতিয়ার সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন রাহুল।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা যায়, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে এক সপ্তাহের ছুটি চেয়েছিলেন রাহুল। তাতে বোর্ড সম্মতি দিয়েছে। ফলে অনেকেই মনে করছেন, ওই সময়েই বিয়েটা করে ফেলবেন রাহুল। যদি তাই হয়, তাহলে ভারতীয় ওপেনারের বিয়ের মাত্র এক মাস বাকি।

টেস্টে ইংল্যান্ডের নতুন বিশ্ব রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক: চব্বিশ ঘণ্টা আগে অসুস্থতার প্রকোপে ইংল্যান্ড শিবির যেন পরিণত হয়েছিল হাসপাতালে। মাঠে নেমে সেই তাদের অন্য চেহারা। রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের প্রথমদিন ৫০০-র বেশি রান তুলেছে টসজয়ী ইংল্যান্ড। তা-ও খেলা কম হয়েছে ১৫ ওভার।

চার উইকেটে ৫০৬ রান তুলে প্রথম টেস্টে সফরকারীদের দুর্দান্ত সূচনা স্বাগতিক পাকিস্তানের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। এর আগে টেস্টের প্রথমদিন আর কোনো দল ৫০০ রান করতে পারেনি।

জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেটের সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ড পায়ের নিচে শক্ত মাটি পেয়ে যায়। উদ্বোধনী জুটিতে এ দুজন তোলেন ২৩৩ রান। এরমধ্যে ক্রলি ১১১ বলে ১২২ এবং ডাকেট ১১০ বলে ১০৭ রান করেন। সেঞ্চুরি হয়েছে আরও দুটি।

ওলি পোপ ১০৪ বলে ১০৮ এবং হ্যারি ব্রুক মাত্র ৮১ বলে ১০১ রান নিয়ে ব্যাট করছেন। ৩৪ রানে অপরাজিত অধিনায়ক বেন স্টোকস। দুটি উইকেট নেন জাহিদ মাহমুদ। একটি করে উইকেট পান মোহাম্মদ আলী ও হারিস রউফ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংস ৫০৬/৪ (জ্যাক ক্রলি ১২২, বেন ডাকেট ১০৭, ওলি পোপ ১০৮, জো রুট ২৩, হ্যারি ব্রুক ১০১*, বেন স্টোকস ৩৪*। জাহিদ মাহমুদ ২/১৬০)।





গ্রিজমানের গোল বাতিল কেলেঙ্কারি ফিফায় অভিযোগ ফ্রান্সের!

স্পোর্টস ডেস্ক: চলতি বিশ্বকাপে ভিএআরের সৌজন্যে বিস্ময়কর সব ঘটনার জন্ম হচ্ছে। প্রথম দুই ম্যাচে দাপটে জিতলেও তিউনিশিয়ার কাছে হেরে গেছে ফ্রান্স! সেই ম্যাচে ফরাসি তারকা আঁতোয়া গ্রিজম্যানের একটি গোল বাতিল হয়েছে। খেলা শেষ হওয়ার পর হঠাৎ করে রেফারির গোল বাতিলের সিদ্ধান্ত তারা মেনে নিতে পারেনি। ফ্রান্সের দাবি, রেফারি অন্যায়ভাবে তাদের গোল বাতিল করেছেন। এর বিরুদ্ধে ফিফার কাছে অভিযোগ করেছে ফ্রান্স।

গত ৩০ নভেম্বর বুধবারের ম্যাচে ফ্রান্সের বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়ের ম্যাচে অনবদ্য ফুটবল খেলেছে তিউনিশিয়া। ওয়াহাবি খাজরির গোলে তারা এগিয়ে যায়। শেষদিকে গোল 'পরিশোধ' করে গ্রিজম্যান যখন সতীর্থদের সঙ্গে উল্লাস করছেন, তখনই খেলার শেষ বাঁশি বেজে ওঠে। আসল ঘটনা ঘটে এরপর। ভিএআরের মাধ্যমে রেফারি ঘোষণা করেন, ফ্রান্সের গোল হয়নি! এরপর বৃহস্পতিবার (১ ডিসেম্বর) ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গ্রিজম্যানের গোল 'অযাচিতভাবে' বাতিল করা হয়েছে।

যোগ করা সময়ের অষ্টম মিনিটে অহেলিয়া চুয়ামেনি যখন পাস বাড়ান গ্রিজমান তখন অফসাইডে ছিলেন। বল সরাসরি তার কাছে আসেনি। তিউনিশিয়ার এক ডিফেন্ডারের হেড থেকে বল পেয়ে গ্রিজমান সেটি তিউনিশিয়ার জালে জড়ান। তবু রেফারির সিদ্ধান্তে গোলটি হয়নি! তা ছাড়া ম্যাচ শেষ করে দেওয়ার পর কিভাবে গোল বাতিল করে দেওয়া যায়, সেটা নিয়েই আপত্তি জানিয়েছে ফ্রান্স। উল্লেখ্য, ম্যাচ শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফিফার কাছে অভিযোগ জানানো যায়।

অনন্য এক ফুটবলশৈলী দেখল বিশ্ব

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই শেষ ষোলয় আর্জেন্টিনা, মেক্সিকোকে কাঁদিয়ে সঙ্গী পোল্যান্ডও

স্পোর্টস ডেস্ক: দীর্ঘ কয়েক যুগ পর টোটাল ফুটবলের এক অভূতপূর্ব ও অবিস্মরনীয় শৈলী দেখল সারা বিশ্ব। ফুটবল মানেই যে শুধু একক কোনো ফুটবলারের ব্যক্তিগত নৈপূণ্য নয়, সকল খেলোয়াড়ের টিম ওয়ার্ক যে দর্শকদের হৃদয় এবং চোখ উভয়কেই জুড়িয়ে দিতে পারে তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে থাকবে কাতার বিশ্বকাপের আর্জেন্টিনা-পোল্যান্ড ম্যাচটি।

শুরুতেই দলের সবাচইতে বড় তারকা লিওনেল মেসির পেনাল্টি মিসের পরও স্টেডিয়াম ৯৭৪-এ অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে একতরফা প্রাধাণ্য বিস্তার করে আর্জেন্টিনা ২-০ গোলে পোল্যান্ডকে হারিয়ে 'সি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শুধু শেষ ষোলতেই জায়গা করে নেয় নি, পাশাপাশি সারা পৃথিবীর শতশত কোটি ভক্তদের মনে আশাও জাগিয়েছে যে এবারের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার ভালো কিছু করার যোগ্যতা এবং সম্ভাবনা দুইই রয়েছে। প্রথমার্ধে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যলিস্টারের গোলে এগিয়ে যাবার পর দুবারের বিশ্চ্যাম্পিয়নদের হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান হুলিয়ান আলভারেজ।

এদিকে মেসিদের সঙ্গে হেরে গিয়েও গোলব্যবধানে এগিয়ে থেকে শেষ ষোলর টিকিট পেয়েছে পোল্যান্ডও। তাতে কিছুটা ভাগ্যের ছোঁয়াও পেয়েছে রবের্ত লেভান্দেভস্কিরা। লুসাইলে একই সময়ে হওয়া গ্রুপের অপর ম্যাচে সউদী আরবকে ২-১ গোলে হারিয়েও ছিটকে গেছে মেক্সিকো। আর একটি গোল করতে পারলেই পোল্যান্ডের জায়গায় নকআউটে জায়গা পেতে পারতো উত্তর আমেরিকার দেশটি।

এদিন রাস আবু আবুদের মাঠে বল কন্ট্রোল, নিখুঁত পাসিং, প্যানড অ্যাটাক ও কনিফেডেন্ট ডিফেন্স-সবকিছুতেই আর্জেন্টিনার মুন্সিয়ানা ছিল এক চেটিয়া। মেসি-ডি মারিয়াদের অপূর্ব ফুটবল শৈলী দেখে এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিল যেন এটা বাস্তবের মাঠের কোনো ফুটবল নয়, নতুন প্রজন্ম যেন কম্পিউটারে ভিডিও গেমসের ফুটবল খেলছিল। আর্জেন্টিনার ফুটবল নৈপূণ্যের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী পোল্যান্ড এতটাই পর্যুদস্ত ছিল যে পায়ে বল পাওয়া তো দূরের কথা যেন রেফারির শেষ বাঁশিটিই ছিল তাদের কাছে বেশি প্রতীক্ষিত। মেসিদের ৭৪ শতাংশের বীপরিতে পোল্যান্ডের দখলে বল ছিল যে কেবল ২৬ শতাংশ! নিখুঁত টাইমিংয়ে আলিবিসেলেস্তাদের পাসিং অ্যাকুরেসি ছিল ৯২%। বল নিয়ন্ত্রণেও দক্ষতার ছাপ রেখেছেন মেসি-মারিয়ারা। গোলমুখে শট নেওয়া ২৩টির ১২টিই ছিল লক্ষ্যে। বল দখলে না পাওয়া পোল্যান্ড শটই নিতে পেরেছে কেবল ৪টি, যার একটিও ছিলনা ঠিকানামুখে।

তবে ম্যাচের আগে সংশয় অবশ্যই ছিল, সঙ্গে বহু অঙ্ক-সমীকরণ মেলাতে হচ্ছিল আর্জেন্টিনাকে। আতঙ্ক কি একটুও ছুঁয়ে যায় নি? হয়ত বা গিয়েছিল দলটির ম্যানেজার লিওনেল স্কালোনিকে। যদি গোল হয়, যদি না হয়? গোল হলে দলের করণীয় কী হবে, না হলেই বা কোন কৌশলে যাবে। এই ধরনের হাজারটা হিসেব কষতে হচ্ছিল আর্জেন্টিনা দলকে। সেই সংশয় ছুঁয়ে যাচ্ছিল গোটা পৃথীবিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাখো-কোটি আর্জেন্টাইন সমর্থককে। নিজেদের ম্যাচের সঙ্গে



আরেক চোখ যে রাখতে হয়েছে অন্য ম্যাচের দিকেও। আরও কত গণিতের হিসেব আর ফুটবলীয় সমীকণ যে গুণতে হয়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল সংশ্লিষ্টদের, সে হিসেব হাতের কড়ে কি আর করে শেষ করা যাবে?

সেই সকল হিসেব নিকেষ শেষ হয়ে গেল ম্যাচ শুরুর পরই। দোহার ৯৭৪- স্টেডিয়ামে 'সি'গ্রুপের শেষ রাউন্ডে পরশুরাতে পোল্যান্ডের বিপক্ষে শুরু থেকেই আক্রমণের ফুলঝুরি সাজালো আলবিসেলেস্তারা। আরেকটু ঠিকঠাক করে বললে পোলিশরাই সেই রাস্তা বাতলে দিল। লেভান্দোভস্কিকে সামনে রেখে বাকি নয় ফুটবলারই নেমে গেলেন রক্ষণ সামলাতে। প্রতিপক্ষকে যখন এভাবে আক্রমণের নিমন্ত্রণ জানানো হয়-তখন যা আবশ্যক, তাই করলেন মেসি-আলভারেজরা। প্রথমার্ধে আলবিসেলেস্তারা এগিয়ে যেতে পারলো না মেসির পেনাল্টি মিসে। তবে সুই দুঃখ মোচন হয়ে যায় ম্যাক অ্যালিস্টারের মাধ্যমে। বিরতির পর এই মিডফিল্ডার মাত্র ১ মিনিট নিলেন গোল করতে। মিনিট বিশেক পর আলভারেসও জানিয়ে দিলেন অত সহযে লড়াই থামাচ্ছে না আর্জেন্টিনা।

আর্জেন্টিনা এদিন দেখালো অধিনায়ক মেসি পেনাল্টি মিস করলেও মাথা নিচু করে থাকার দিন শেষ। বুঝিয়েছে, বিশ্বজয়ের যে স্বপ্নটা গত চার বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন মেসি, সে স্বপ্নটার অকালমৃত্যু ঠেকাতে এখন এসে গেছেন আলভারেস-ম্যাক অ্যালিস্টার-ফের্নান্দেসের মতো তরুণরা। প্রথম ম্যাচে সউদী আরবের কাছে হুট করে হেরে যাওয়ার ব্যাপারটাকে যারা বিশ্বজয়ের পথে একটা ছোট্ট গতিরোধক হিসেবে প্রমাণ করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর!

তিন ম্যাচের মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন ফুটবল আর্জেন্টিনা গতপরশু রাতেই খেলেছে। তবে এর পেছনে পোল্যান্ডের রক্ষণনিভৃর কৌশলের দায় অনেক বেশি। শুরু থেকেই মেসি, এনজো ফার্নান্দেস, ম্যাক অ্যালিস্টার, মার্কাস আকুনিয়া, আলভারেস আর অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ারা পোল্যান্ডের ডি-বক্সের আশপাশ দিয়েই ঘুরঘুর করেছেন। তবে পোলিশ গোলকিপার সেজনির পেছনের জালটার ঠিকানা পায়নি। অপরপ্রান্তে লেভান্দোভস্কির চুপচাপ হতাশ হয়ে সতীর্থদের অসহায় রক্ষণ দেখা ছাড়া কাজ ছিল না কোনো। এমন অবস্থাতেই হুট করে গোলের সুযোগ এল আর্জেন্টিনার সামনে। তাও আবার পেনাল্টিতে। কর্নার থেকে আসা বল আটকাতে গিয়ে নাগাল পাননি শেজনি, বল মেসির মাথা খুঁজে পেলেও, সেজনির আঙুল ভুলক্রমে ছুঁয়ে গিয়েছিল মেসির মুখ-মন্ডল। তাতেই রেফারির মনে হল পেনাল্টি। সে পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারলেন না মেসি। টানা দুই বিশ্বকাপে এই নিয়ে পেনাল্টি মিস করলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। অসাধারণ শট ঠেকিয়ে দিলেন সেজনি।

আগের বিশ্বকাপে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে গ্রুপপর্বের ম্যাচটায় মেসির পেনাল্টি মিসের পর আর্জেন্টিনা আরও খাপছাড়া হয়ে গিয়েছিল। আর এখানেই চার বছর আগের আর্জেন্টিনার সঙ্গে চার বছর পরের দলটির সবচেয়ে বড় পার্থক্য। দলের সবচেয়ে বড় তারকার পেনাল্টি মিসের পর এবার দলটা খেই হারিয়ে ফেলেনি। ধৈর্য্যরে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়ে উল্টো পোল্যান্ডকে চেপে ধরেছে আরও আষ্টেপিষ্টে। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাইটব্যাক নাহুয়েল মলিনার ক্রসে অ্যালিস্টারের মাপা শটে করা গোলটা তারই উজ্জল দৃষ্টান্ত। পরে সেটি আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে ৬৭ মিনিটে। আলভারেস বুঝিয়েছেন, লাওতারো মার্তিনেসকে বসিয়ে তাঁকে খেলানোর সিদ্ধান্তটা নিছক ভুল ছিল না স্কালোনির! অথচ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ম্যানসিটি ফোয়ার্ডকে খেলানোর কারণে স্কালোনিকে শুনতে হয়েছিল গালি।

আর্জেন্টিনা জানত ড্র করলেও সমস্যা হবেনা, তবে তাদের জয়ই প্রয়োজন ছিল। ওদিকে মেক্সিকোর বিপক্ষে সউদী হার নিশ্চিত করেছে, ড্র করলেও আলবিসেলেস্তারা পরের রাউন্ডের টিকিট কাটত সেই কারণেই। সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাউন্ডেই সি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের মুখোমুখি হওয়া লাগত, যারা ২০১৮ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিদায়ী ফরমান এনেছিল দ্বিতীয় রাউন্ডেই। কিন্তু নিজের হাতে ভাগ্য গড়ার সুযোগ থাকলে আর্জেন্টিনা সে পথ মাড়াবে কেন? পোল্যান্ডকে 'নকআউট পাঞ্চ' মেরেই নকআউট-ট্রেনের টিকিট কাটল আর্জেন্টিনা।

১৯৮৬ সালে ডিয়াগো ম্যারডোনার আর্জেন্টিনার ফুটবল শৈলী বর্তমান আর্জেন্টিনার আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তার মূল উপাদান। দীর্ঘ প্রায় দুই যুগেরও বেশি সময় পর সেই ফুটবলই দর্শকরা দেখতে পেল মেসির আর্জেন্টিনার কাছে। এমন দ্যুতিময়, দুর্দান্ত আর্জেন্টিনাকেই তো দেখতে চায় গোটা বিশ্ব।

মেসির মিসও হয়ে ওঠে অনুপ্রেরণা!

ইমরান মাহমুদ: স্বপ্নের মতো এক ম্যাচই এদিন খেলেছে আর্জেন্টিনা। রাস আবু আবুদের মাঠে নিখুঁত লম্বা পাস, বাতাসে ভাসানো ক্রস, বল কন্ট্রোল, প্যানড অ্যাটাক ও কনিফেডেন্ট ডিফেন্স- সবকিছুতেই আর্জেন্টিনার মুন্সিয়ানা ছিল এক চেটিয়া। লিওনেল মেসি-ডি মারিয়াদের অপূর্ব ফুটবল শৈলী দেখে এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিল যেন এটা বাস্তবের মাঠের কোনো ফুটবল নয়, নতুন প্রজন্ম যেন কম্পিউটারে ভিডিও গেমসের ফুটবল খেলছিল। আর্জেন্টাইন ফুটবলে একসময় এমন পাসের ফুলই ফোটানো হতো। পাসের পর পাস খেলে খোলা হতো প্রতিপক্ষের গোলমুখ। সেই ধাঁচ আর্জেন্টাইন ফুটবল বেশ আগেই পেছনে ফেলে এসেছে।

লাতিন দেশটি এখন অনেক বেশি 'ডিরেক্ট ফুটবল' খেলে। তবে স্টেডিয়াম ৯৭৪-এ যে খাঁদের কিনারে দাঁড়িয়ে দল, দিতে হবে মরন কামড়! এমন সময় সেই পুরনো চালেই বাড়ল ভাত। শঙ্কা কাটিয়ে ২-০ ব্যবধানে পোল্যান্ডকে হারিয়েই আর্জেন্টিনা নিশ্চিত করল শেষ ষোলর মঞ্চ। তবে ম্যাচে চাঁদের কলঙ্ক হয়ে থাকল অধিনায়ক মেসির পেনাল্টি মিস। হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন। দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে দুটি পেনাল্টি মিস করলেন বিশ্ব ফুটবলের সবচাইতে বড় এই তারকা।

মুহূর্তটা নিশ্চয়ই স্তব্ধ করে দিয়েছিল আর্জেন্টাইন সমর্থকদের। কর্নার থেকে আসা বল আটকাতে গিয়ে নাগাল পাননি পোলিশ গোলকিপার ভয়চেক শেজনি। বিপদজনক জায়গায় উড়ে আসা বলটি খুঁজে পেয়েছিল মেসির মাথা। বিপদ বুঝে পাঞ্চ করে বসেন শেজনি। তাতেই বাধে বিপত্তি। তার গ্লাভসের কোনা আঘাত হানে মেসির চোখে। লুটিয়ে পড়েন মেসি। পেনাল্টি দেন রেফারি। স্টেডিয়া-মজুড়ে উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা। গোলমুখ বুঝি এবার খুলছেন মেসিই। সেজনির বাঁ দিকে শট নিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। সম্ভবত আগে থেকে বুঝতে পেরেই বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে দারুণ দক্ষতায় শটটি রুখে দেন সেজনি! স্তব্ধ হয়ে যায় ইস্পাতের স্টেডিয়াম-৯৭৪। হতাশায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন গত আসরেই পেনাল্টি মিস করা এই গোলমেশিন। নিজের ওপর রাগও করতে দেখা গেছে। কিন্তু আগের মতো চোখে-মুখে রাজ্যের অন্ধকার নামিয়ে ফেলেননি। বরং ক্ষণিকের জন্য পরিহাসের হাসিই ফুটিয়ে তুললেন মুখে। যে হাসিতে ছিল দ্রুতই নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা।

লিওনেল মেসি নিজেকে সামলেছেন, গোলের সুযোগ নষ্টের হতাশা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আর্জেন্টিনাও। কন্টকাপূর্ণ পথ পেরিয়ে আর্জেন্টিনা এখন শেষ ষোলয়। তবে ম্যাচের পর মেসির প্রতি অবধারিত প্রশ্ন ছিল সেই পেনাল্টি মিস নিয়েই। ২০১৮ বিশ্বকাপে আইসল্যান্ডের বিপক্ষেও পেনাল্টি মিস করেছিলেন। আর্জেন্টাইন সমর্থকদের আক্ষেপ, রাশিয়ায় মেসি সেদিন গোল করতে পারলে ১-১ সমতায় থাকতে হতো না আর্জেন্টিনার, গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে ফ্রান্সের সামনে পড়ে বিদায়ও নিতে হতো না।

এবার শেষ ষোলোয় ওঠার জন্য পোল্যান্ডের বিপক্ষে গোল যখন খুব প্রয়োজন, তখন মেসির আরেকটি পেনাল্টি মিস আবারও বিপদ ডেকে আনল কি না- এমন আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল টুইটার-ফেসবুকে। বিশেষ করে দলের বাকিরা যদি মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়তেন? মেসি



জানালেন, ঘটনা উল্টোটা ঘটেছে। পেনাল্টি মিসের পরই বরং গোলের জন্য দল আরও বেশি করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, 'পেনাল্টিটা মিস করে আমার এখনো রাগ হচ্ছে। তবে ওই ভুলের পরই কিন্তু দলের মনোবল বেড়েছে। সবার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে আমরা জিততে পারব। যে কোনো মুহূর্তে গোল চলে আসবে। আর প্রথম গোলটা চলে আসার ম্যাচটা আমরা যেভাবে চেয়েছি সেভাবেই এগিয়েছে।'

পেনাল্টি মিস করলেও ম্যাচটিতে অবশ্য ভালো অবদানই রেখেছেন মেসি। ৭০টির মধ্যে ৫৯টি পাস পৌঁছেছে জায়গামতো, শট নিয়েছেন ৭টি, সুযোগ তৈরি করেছেন ৫টি আর ড্রিবলও করেছেন ৬ বার। ১৯৬৬ বিশ্বকাপে ফুটবল পরিসংখ্যান হালনাগাদ করা অপটার তথ্য বলছে, ৩৫ বছর ১৫৯ দিন বয়সী মেসিই বিশ্বকাপের এক ম্যাচে ৫+ সুযোগ তৈরি এবং ৫+ ড্রিবল করা সবচেয়ে বেশি বয়সের খেলোয়াড়। এর আগের রেকর্ডটা ১৯৯৪ বিশ্বকাপে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে খেলা ডিয়াগো ম্যারাডোনার।

মেসির গোল বা গোলে সরাসরি সহায়তা না থাকা ম্যাচটিতে দুটি গোলই করেছেন দুই তরুণ। ম্যাক আলিস্টার এবং আলভারেস দুজনের এটি ছিল বিশ্বকাপে প্রথম গোল। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি জানান, তরুণদের দায়িত্ব নিতে পারাই তার দলের মূল শক্তি, 'শুরু থেকেই বলে আসছি, যারা দলে আসছে তারা জানে কী করতে হবে। সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই আসে ওরা। এটিই এই দলটির শক্তির জায়গা। ঐক্যবদ্ধ থাকা আর দরকারের সময় সাড়া দেওয়া।'

এমন এক দিনে একজন ঠিকই ফের জড়িয়ে থাকলেন মেসিদের ম্যাচে। এই ম্যাচ খেলে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা ম্যারাডোনার (২১) রেকর্ডটি নিজের করে নিয়েছেন মেসি (২২)। ম্যারাডোনার রেকর্ডটি সম্পর্কে কিছুদিন আগে জেনেছেন মেসি। চারটি বিশ্বকাপ খেলা কিংবদন্তিকে স্মরণ করে মেসি বলেছেন, 'এটা কিছুদিন আগে জেনেছি। এমন সব রেকর্ড ভেঙে এগিয়ে চলা আনন্দের বিষয়। আমার মনে হয় ডিয়েগো খুব খুশি হতেন। তিনি আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। আমার সবকিছু ভালোমতো এগোলে খুশি হতেন।'

বায়ুদূষণে বছরে ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে

(প্রথম পাতার পর)

ক্ষতি হচ্ছে ৩.৯ থেকে ৪.৪ শতাংশ। পাশাপাশি বায়ু দূষণে উল্লেযোগ্যভাবে শ্বাসকষ্ট, কাশি, নিম্ন শ্বাসনালীর সংক্রমণ এবং বিষন্নতার ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়া অন্যান্য স্বাস্থ্যগত অবস্থার ঝুঁকি বাড়ায় পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, বয়স্ক এবং সহজাত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ডায়াবেটিস, হার্ট বা শ্বাসযন্ত্রের অবস্থা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের একটি নতুন প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। রোববার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর ড্যান ড্যান চেন। এতে অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী এবং স্বাস্থ্য সচিব আনোয়ার হোসেন হাওলাদার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিশ্বব্যাংকের হেলথ স্পেশালিস্ট ওয়ামেগ আজফার রাজাসহ অনেক।

'ব্রিদিং হেভি : নিউ ইভিডেন্স অন এয়ার পলিউশন অ্যান্ড হেলথ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদনে ঢাকা ও সিলেটের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বহিরাঙ্গন বায়ু দূষণের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব কমানোর জন্য, প্রতিবেদনে জনস্বাস্থ্য পরিষেবা এবং প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়ার উন্নতি, বায়ু দূষণের ডেটা মনিটরিং সিস্টেমের উন্নতি, প্রারম্ভিক ওয়েমিং সিস্টেমে বিনিয়োগ এবং আরও গবেষণায় জড়িত করাসহ অবিলম্বে পদক্ষেপের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ঢাকা শহরে বড় নির্মাণ এবং ক্রমাগত যানবাহন চলাচলের এলাকায় বায়ু দূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। ঢাকায় বায়ু দূষণের অবস্থা হচ্ছে এয়ার কোয়ালিটি নির্দেশিকা থেকে গড়ে ১৫০ শতাংশ বেশি, যা প্রতিদিন প্রায় ১.৭ শতাংশ ধূমপানের সমতুল্য। মাত্রার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঘনত্ব বৃহত্তর ঢাকার ইটভাটার কাছে পাওয়া যায়, যা সহনীয় মাত্রার চেয়ে ১৩৬ শতাংশ বেশি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ইট ভাটাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় প্রধান নির্মাণ এবং যানজটের কাছাকাছি বসবাসকারী শিশুদের মধ্যে নিম্ন শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এছাড়া সিলেট বিভাগ, যেখানে দেশের সবচেয়ে বিশুদ্ধ বায়ু রয়েছে, সেখানেও ডব্লিউএইচও নির্দেশিত জিআই এম ডব্লিউ পিএম-২ ঘনত্বের মাত্রা ৮০ শতাংশ বেশি। এটি প্রতিদিন ১২টি সিগারেট খাওয়ার সমান। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর ড্যান ড্যান চেন বলেন 'বায়ুদূষণ একজন শিশু থেকে বয়স্ক সবাইকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। ২০১৯ সালে বায়ু দূষণ ছিল বাংলাদেশে মৃত্যু ও অক্ষমতার দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ।'

প্রতিবেদনে বলা হয়, সবচেয়ে দূষিত বিভাগ ঢাকা এবং সবচেয়ে কম দূষিত সিলেট। ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্বের দ্বিতীয় দূষিত শহর হিসাবে স্থান পেয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল (খুলনা ও রাজশাহী) পূর্বাঞ্চলের (সিলেট ওচট্টগ্রাম) চেয়ে বেশি দূষিত। ঢাকা বিভাগে স্থানীয় দূষণ ছাড়াও, মোট পিএমএস ঘনত্বের এক-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত আন্তঃ-সীমান্ত উৎস থেকে আসে।

ডব্লিউএইচও নির্দেশিত মাত্রার তুলনায় পিএমএএসএর সংস্পর্শে এক শতাংশ বৃদ্ধির ফলে একজন ব্যক্তির শ্বাসকষ্টের সম্ভাবনা ১২.৮ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে। ভেজা কাশি হওয়ার সম্ভাবনা ১২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং নিম্ন শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৮.১ শতাংশ বেশি হতে পারে। বায়ুদূষণ মানসিক স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে। গবেষণায় দেখা গেছে, ডব্লিউএইচও নির্দেশিত মাত্রার উপরে পিএম-২এর সংস্পর্শ এক শতাংশ বাড়লেই হতাশাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ২০ শতাংশ বেড়ে যায়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, জরুরি পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিরাময়মূলক যত্ন দেওয়ার জন্য জনস্বাস্থ্য পরিষেবা প্ল্যাটফর্মের উন্নতি এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রচার অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। বায়ু মানের ডেটার নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং আরও গবেষণা বায়ু দূষণের স্বাস্থ্যের প্রভাবগুলি মোকাবিলা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা তৈরি করতে সহায়তা করবে।

প্রথম রাউন্ডের অঘটন

(প্রথম পাতার পর)

আর্জেন্টিনাকেও হারিয়েছে। ইটালীতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ১৯৯০ এর উদ্বোধনী ম্যাচে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয়ী হয়েছিল আফ্রিকার এই দলটি। দ্বিতীয়ার্ধে দলের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেছিলেন ওমাম বিয়িক। সে বছর ক্যামেরুন বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌছেছিল। আর্জেন্টিনাও প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে ফাইনালে ওঠতে সমর্থ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জার্মানীর কাছে হেরে গিয়ে রানার্স-আপ হয়। দ্বিতীয় রাউন্ডে ক্যামেরুন কলম্বিয়াকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুললেও ৩-২ গোলে হেরে গিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়। বিশ্বকাপ ১৯৮৬ এর সর্বোচ্চ গোলদাতা গ্যারি লিনেকার সেই ম্যাচে দুটি গোল করে দু'দলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিয়েছিলেন। এই ম্যাচটি দেখার সময় কানাডা প্রবাসী এক বাংলাদেশী ছাত্র হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরন করেছিলেন। ঘটনাটি সে সময় বাংলাদেশের মিডিয়ায় যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। সেই বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের পর বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় দল হয়ে ওঠেছিল ক্যামেরুন। ক্যামেরুনের ওমাম বিয়িক, কানা বিয়িক, বেন্‌জামিন ম্যাসিং, রজার মিলারা সেই সময় তারকাখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এর আগে ১৯৮২ সালে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে এসে সবার দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল আফিকার এই দলটি। কোন ম্যাচে পরাজিত না হয়েও প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল তাদের। গ্রুপ পর্বে ইটালীর সাথে ১-১ গোলে এবং পোল্যান্ড ও পেরুর সাথে গোলশূণ্য ড্র করে। গ্রুপ পর্বে ইটালী ও ক্যামেরুন সমান পয়েন্ট অর্জন করলেও একটি গোল বেশী করায় ইটালী দ্বিতীয় রাউন্ডে সুযোগ পায়। পরবর্তীতে ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে ইটালী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়।

এবারের বিশ্বকাপের আরও একটি অঘটন হচ্ছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানীর গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায়। তুলনামূলকভাবে একটি সহজ গ্রুপে থেকেও প্রথম রাউন্ডের বৈতরনী পার হতে পারেনি ফ্রাঞ্জ ব্যাকেনবাউয়ারের দেশ জার্মানী। জাপান ও স্পেন এই গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডে কোয়ালিফাই করে। জার্মানী (তখন পশ্চিম জার্মানী) প্রথম বার বিশ্বকাপ জয় করে ১৯৫৪ সালে। দ্বিতীয় বার ২০ বছর পর ব্যাকেনবাউয়ারের নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালে। এরপর ১৯৯০ সালে ডিয়েগো ম্যারাডোনার দলকে হারিয়ে তৃতীয় বারের মত বিশ্বকাপ জয় করে। সর্বশেষ ২০১৪ সালে। জার্মানী ১৯৮২ সালে বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচেই হোচট খেয়েছিল আলজেরিয়ার কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়ে। সেখান থেকে কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগের নেতৃত্বে এই দলটি ফাইনাল পর্যন্ত যেতে সমর্থ হয়। ফাইনালে পাওলো রসির ইটালীর কাছে ৩-১ গোলে পরাজিত হয়েছিল। এই জার্মানী একমাত্র দল যারা গত এক যুগে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলকে নাকানিচুবানি খাইয়েছিল। আর্জেন্টিনাকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল ২০১০ বিশ্বকাপে এবং পরের বিশ্বকাপে ব্রাজিলকে ব্রাজিলের মাটিতে ৭-১ গোলে পর্যুদস্ত করে তাদের শিরোপা জয়ের স্বপ্ন নস্যাৎ করে দিয়েছিল। তাই নিষ্প্রভ শুরুর পরও ধারনা করা হয়েছিল যে ক্লাসিকাল ইওরোপিয়ান ফুটবল প্রদর্শন করে জার্মানী হয়তো এবারও ভালো করবে। কিন্তু সমর্থকদের হতাশ করে দিয়ে তারা ব্যর্থ হয়।

বদলাচ্ছে চীনের কোভিড নীতি

(প্রথম পাতার পর)

তাদের শহর থেকে অনেক কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ বুথ সরিয়ে নেয়ায় উল্লাস প্রকাশ করেছেন। যাতায়াতের জন্য যাত্রীদের এখন থেকে আর কোভিড পরীক্ষার ফল দেখাতে হবে না বলে জানিয়েছে শেনঝেন কর্তৃপক্ষও। খবর রয়টার্স'র।

এখন দৈনিক শনাক্ত রোগীর পরিমাণ মহামারী শুরুর পর থেকে দেখা সর্বোচ্চ সংখ্যার কাছাকাছি গেলেও অর্থনৈতিক দুর্দশা ও বিধিনিষেধ নিয়ে জন-অসন্তোষের কারণে চীন তাদের 'শূন্য কোভিড' নীতিকে আরো সুনির্দিষ্ট করার দিকে মনোযোগী হচ্ছে; এ কারণে বেশকিছু শহর এখন শনাক্তকরণ পরীক্ষার শর্ত এবং কোয়ারেন্টিনের নিয়মকানুনে ছাড় দেয়া শুরু করেছে।

দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর শেনঝেনের মতো চেংডু ও তিয়ানজিনের কর্তৃপক্ষও জানিয়েছে, যাত্রীদের এখন থেকে আর গণপরিবহন ব্যবহার বা পার্কে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোভিড পরীক্ষার নেগেটিভ ফল দেখাতে হবে না। রাজধানী বেইজিংয়ের অসংখ্য কোভিড শনাক্তকরণ বুথ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সুপারমার্কেটের মতো জায়গাগুলোতে প্রবেশের ক্ষেত্রে শনাক্তকরণ পরীক্ষার নেগেটিভ ফল দেখানোর বিধানও বাতিল হয়েছে। সোমবার থেকে শহরটির সাবওয়েতে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম কার্যকর হতে যাচ্ছে। তবে বেইজিংয়ের অনেক ভেন্যুতে প্রবেশের ক্ষেত্রে এখনো শনাক্তকরণ পরীক্ষার ফল দেখানোর বিধান বলবৎ আছে। বেইজিংয়ের কর্মীরা ক্রেনের সাহায্যে একটি শনাক্তকরণ বুথকে ট্রাকে তুলছেন- এমন একটি ভিডিও শুক্রবার চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে ভাইরাল হয়ে যায়।

এক ব্যবহারকারী বলেছেন, 'এগুলো আগেই সরিয়ে নেয়া উচিত ছিল।' আরেকজন লিখেছেন, 'ইতিহাসে নির্বাসিত হলো।' ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করতে পারেনি রয়টার্স। তবে অনেক বুথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যেগুলো খোলা আছে সেগুলোতে বাসিন্দাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। মহামারীর তিন বছরে চীন বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো না করে নিজেদের নেয়া কঠোর 'শূন্য কোভিড' নীতির মাধ্যমে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মোকাবেলার পথে হেঁটেছে। এই নীতিতে হুটহাট লকডাউন কার্যকর এবং নিয়মিত শনাক্তকরণ পরীক্ষায় অংশ নেয়ার বিধান ছিল। জীবন বাঁচাতে এবং স্বাস্থ্য খাতের ওপর চাপ এড়াতে এ ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বেইজিং দীর্ঘদিন ধরে বলেও এসেছে। তবে গত মাস থেকে চীনা কর্মকর্তাদের মান-সিকতায় পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছিল, তারা বিভিন্ন এলাকার কর্তৃপক্ষকে বিধিনিষেধের আওতাধীন এলাকা ছোট করে আনার নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। প্রথম দিকে তাদের এ নির্দেশনা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, পাশাপাশি কঠোর লকডাউনে থাকা শহরগুলোকেও দৈনিক শনাক্তের ঊর্ধ্বগতিতে লাগাম টানতে হিমশিম খেতে দেখা যায়।

এরই এক পর্যায়ে দূর পশ্চিমের উরুমশি শহরে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে অগ্নিকান্ড ১০ জনের প্রাণ কেড়ে নিলে চীনের একাধিক শহরে বিধিনিষেধ বিরোধী বিক্ষোভ দানা বাঁধে। ২০১২ সালে শি জিনপিং প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর চীনের মূল ভূখন্ডে এমন নজিরবিহীন প্রতিবাদ আর দেখা যায়নি। চীন শিগগিরই দেশজুড়ে শনাক্তকরণ পরীক্ষায় অংশ নেয়ার শর্ত কমাচ্ছে এবং শনাক্ত রোগী ও তাদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট কিছু শর্তের আওতায় ঘরেই আইসোলেশনে রাখার সুযোগ দিতে যাচ্ছে বলে বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র কয়েক দিন আগেই রয়টার্সকে জানিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার বেইজিংয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে শি-ও দেশব্যাপী তরুণদের বিক্ষোভের পেছনে বছর কয়েকের কোভিড-১৯ মহামারী থেকে উদ্ভূত হতাশাকে দোষারোপ করেছেন। এই মুহূর্তে করোনাভাইরাসের সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ধরন ওমিক্রন বিধিনিষেধ কমানোর রাস্তা করে দিয়েছে, শি এমনটা বলেছেন বলেও জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকর্তারা।

চীনের কর্মকর্তারা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ওমিক্রনের বিপদ যে কম তা বলা শুরু করেছেন; কোভিড নিয়ে ব্যাপকভাবে আতঙ্কে থাকা দেশটির ক্ষেত্রে একে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবেই দেখা হচ্ছে। শুক্রবার বেইজিংয়ের অনেক এলাকাকেই শনাক্তকরণ পরীক্ষায় 'পজিটিভ' ফল আসা রোগীদের কিভাবে বাড়িতেই কোয়ারেন্টিনে রাখা যায় সে সম্পর্কিত নির্দেশনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করতে দেখা গেছে। এর আগে চীনের সরকারি নির্দেশনায় শনাক্ত রোগীকে কেন্দ্রীয় কোয়ারেন্টিন ব্যবস্থাপনায় পাঠানোর কথা বলা ছিল। অবশ্য কড়াকড়ি কমার সাথে সাথে কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি এমন গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ে উদ্বেগও বাড়ছে।

অনেক বিশ্লেষক বলছেন, খানিকটা শিথিল হলেও আগামী বছরের অন্তত মার্চের আগে চীনে বিধিনিষেধের বেশির ভাগ তুলে নেয়ার সম্ভাবনা দেখছেন না তারা। বয়স্ক ব্যক্তিদের টিকাদানের যে কর্মসূচি দেশটি কেবলই শুরু করেছে তার ইতিবাচক ফলও দরকার বলে মনে করছেন তারা।

চীন যদি তড়িঘড়ি সব বিধিনিষেধ তুলে নেয় তাহলে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা ১৩ লাখ থেকে শুরু করে ২০ লাখও ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ধারণা অনেকের। তবে বেইজিং যদি টিকাদানে আরো বেশি মনোযোগী হয়, তাহলে মৃতের এই সংখ্যা অনেকখানি কমতে পারে, বলছেন তারা। দেশটি শুক্রবার নতুন ৩২ হাজার ৮২৭ জনের দেহে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করার কথা জানিয়েছে। এই সংখ্যা আগের দিনের ৩৪ হাজার ৭৭২-এর তুলনায় খানিকটা কম। মহামারী শুরুর পর শুক্রবার পর্যন্ত চীন কোভিডে ৫ হাজার ২৩৩ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে; এ সময়ের মধ্যে দেশটিতে উপসর্গধারী মোট ৩ লাখ ৩১ হাজার ৯৫২ রোগী শনাক্ত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায়

(প্রথম পাতার পর)

যাবেন। সোমবার পর্যন্ত তিনি (দু'দিন) কক্সবাজারে কাটাবেন বলে নিশ্চিত করেছে ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাস। স্টেট ডিপার্টমেন্টের ঘোষণা মতে, শনিবার থেকে বাংলাদেশ সফর শুরু করেছেন আমেরিকান এই সহকারী মন্ত্রী। মিয়ানমারে মানবিক বিপর্যয়ের বিষয়টি বিবেচনা করে রোহিঙ্গা ও অন্য শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে উদারতার পরিচয় দেয়ায় ফ্যালস নয়েস বাংলাদেশ সফরকালে এখানকার সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে ধন্যবাদ জানাবেন। স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এদেশে আশ্রয় পাওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থী ও জনবহুল দেশটির স্থানীয় জনগণকে সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার তুলে ধরতে তিনি বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংগঠনগুলোর কর্মকর্তাদের সঙ্গেও দেখা করবেন ৭ ডিসেম্বর আমেরিকান সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করবেন।

জুলিয়েটা ভ্যালস নয়েস ২০২২ সালের ৩১শে মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের জনসংখ্যা, শরণার্থী ও অভিবাসন বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে, ২০১৮ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনি ফরেন সার্ভিস ইনস্টিটিউটের ডেপুটি ডিরেক্টর ও অ্যাক্টিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, বিভিন্ন কাজে দক্ষ অর্ধশতাধিক রোহিঙ্গাকে স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে পুনর্বাসনের প্রস্তাব দিয়েছে ওয়াশিংটন। বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের ওই নাগরিকরা বর্তমানে কক্সবাজারের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে বাংলাদেশের মানবিক আশ্রয়ে রয়েছেন। সুনির্দিষ্টভাবে নাম-পরিচয়ের বিস্তারিত জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পুনর্বাসনে সম্মত অর্ধশতাধিক রোহিঙ্গার একটি তালিকাও সম্প্রতি ঢাকাকে শেয়ার করা হয়েছে।

বাস্তুচ্যুতির ৫ বছরেও রাখাইনে প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দুনিয়া কিছু রোহিঙ্গাকে স্থায়ীভাবে তাদের দেশে পুনর্বাসনের চিন্তা করছে। এ নিয়ে আমেরিকা, কানাডা এবং ইউরোপে অনেক দেশের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এবং তালিকা রয়েছে। তবে বাংলাদেশ সরকার এখনো তৃতীয় দেশে রোহিঙ্গাদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়নি। বাংলাদেশ সফরে আসা মার্কিন সহকারী মন্ত্রী জুলিয়েটা ভ্যালস নয়েসের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তার সফরে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি, রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট নানামুখী সংকট বিশেষত: বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের কোর ইস্যুগুলো ছাড়াও রোহিঙ্গা সংকটের রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে কথা হবে বলে আভাস দিয়েছে সেগুনবাগিচা।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে আশা

(প্রথম পাতার পর)

অর্জনগুলো উদ্‌যাপনের গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। তিনি আশা করেন, এ উৎসব নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারতের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। আসামের কাছাড় জেলার শিলচর পুলিশ গ্রাউন্ডে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী (০২-০৩ ডিসেম্বর ২০২২) শিলচর-সিলেট উৎসবের প্রথমদিন (শুক্রবার) সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মোমেন এসব কথা বলেন। সরকারি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তি মতে, ভারতের সঙ্গে বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভৌগলিকভাবে পাশাপাশি অবস্থান, ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক বন্ধন, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য, রন্ধন ঐতিহ্য ও দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্কের মতো বহুবিধ কারণে দু'দেশের সুসম্পর্ক পর্যায়ক্রমে আরও সুদৃঢ় হচ্ছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তার সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকরভাবে প্রয়োগের ফলে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে সার্বিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে যা ভারতীয় নেতৃত্বের দ্বারাও স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। ড. মোমেন বলেন, 'আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারলে দু'দেশের জনগণ উপকৃত হবে। অনুষ্ঠানে অপর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতি, পর্যটন ও উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- আসাম সরকারের পরিবহন, আবগারি ও মৎস্যমন্ত্রী পরিমল শুক্লাবাইদিয়া এবং ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মুস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন- মিজোরামের গভর্নর কম্ভামপতি হরি বাবু। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্ব শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অন্যান্যের মধ্যে মহিবুর রহমান মানিক, এমপি, ইকবালুর রহিম, এমপি, গাজী মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ, এমপি, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমসের মবিন চৌধুরী, সিলেটের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, প্রথমবারের মতো আয়োজিত শিলচর-সিলেট উৎসবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করছে।

প্রতিনিধিদল শুক্রবার সকালে সড়ক পথে সিলেটের শেওলা সীমান্ত দিয়ে ভারতের সুতারকান্দি আইসিপিতে পৌঁছালে সেখানে ভারতের বিএসএফ'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্বাগত জানান। পরে সেখান থেকে তারা আসামের শিলচরে পৌঁছেন। শিলচরে বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং বঙ্গবন্ধু গার্ডেন উদ্বোধন: এদিকে ভারতের আসামে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এনআইটি), শিলচরে ভারত রত্ন ড. এ পি জে আব্দুল কালাম লার্নিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টারে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' এবং লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু গার্ডেন উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি এবং এনআইটি শিলচরের ডাইরেক্টর প্রফেসর রজত গুপ্ত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' এবং 'বঙ্গবন্ধু গার্ডেন' উদ্বোধন করেন বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এনআইটি, শিলচরে বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং বঙ্গবন্ধু গার্ডেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে সেন্টারের ভূপেন হাজারিকা অডিটরিয়ামে আয়োজিত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মোমেন বঙ্গবন্ধু কর্নার গড়ে তোলার জন্য ভারত সরকারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ভারত সরকারের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তথা দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ডিজিটাল লাইব্রেরিতে মুজিব কর্নার স্থাপন করায় এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের সংগ্রাম, তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন সম্পর্কে আরও বেশি জানার সুযোগ সৃষ্টি হলো। একইসঙ্গে তারা বাংলাদেশের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস এবং ভারত সরকার কীভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে সেগুলোও জানতে পারবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে সেসব তথ্যও তারা জানার সুযোগ পাবে। মন্ত্রী বলেন, আমাদের উভয় দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা মোট-ামুটি একইরকম। সেদিক থেকে আমাদের নাড়ির বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। আমরা ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি, গোষ্ঠী সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে মানুষ হচ্ছে সব থেকে বড়- এতে আমরা বিশ্বাস করি। আর মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক থাকলে কোনো কিছু আর আমাদের মাঝে বাধা হয়ে থাকবে না। বঙ্গবন্ধু কর্নার আমাদের সেই প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এনআইটি, শিলচরে স্থাপিত মুজিব কর্নারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন তার লিখিত ও সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের উন্নয়ন বিষয়ক কিছু বই উপহার দেন। মুজিব গার্ডেন উদ্বোধনের পর সেখানে তিনি গাছের চারা রোপণ করেন।



ডাচদের বিপক্ষে লড়াই করেও হার যুক্তরাষ্ট্রের

নেদারল্যান্ডস ৩-১ যুক্তরাষ্ট্র

স্পোর্টস ডেস্ক: কাতার বিশ্বকাপের জমজমাট লড়াই শনিবার (৩ ডিসেম্বর) শুরু হয়েছে। খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে নকআউট পর্বের প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি টোটাল ফুটবলের দেশ নেদারল্যান্ডস। পুরো ম্যাচে আধিপত্য বিস্তার করেও পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শেষ যুক্তরাষ্ট্রের। ম্যাচে মেমফিস, ব্লিন্ড ও ডামফ্রিসের গোলে যুক্তরাষ্ট্রকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম দল হয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে একটি গোল শোধ করেন হাজি রাইট।

ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই লিড নেয়ার সুযোগ এসেছিল যুক্তরাষ্ট্রের সামনে। ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক সহজ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। সরাসরি বল চলে যায় নেদারল্যান্ডস গোলরক্ষক আন্দ্রেস নোপার্টের হাতে। যুক্তরাষ্ট্র মিস করলেও ডাচরা প্রথম সুযোগ ঠিকই কাজে লাগান। ম্যাচের ১০ মিনিটে দুর্দান্ত এক গোল করে মেমফিস ডিপাই এগিয়ে নিয়ে যান ডাচদের। গোল হজম করে পরিশোধে মরিয়া যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণের গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পোস্টে শট নিতে ব্যর্থ তারা। বল দখলে যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে থাকলেও অতিরিক্ত সময়ে (৪৫+১) দ্বিতীয় গোল হজম করে বসে যুক্তরাষ্ট্র। ড্যালি ব্লিন্ডের গোলে ২-০ ব্যবধানে লিড নিয়ে বিরতিতে যায় নেদারল্যান্ডস।

দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে এসে আরো উজ্জীবিত যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ শানাতে থাকে ডাচ রক্ষণভাগে। ম্যাচের ৫০ মিনিটে ম্যাককেনিয়ের হেড ডাচ গোলরক্ষক নোপার্ট রুখে দেন। ৫১ মিনিটে আত্মঘাতী গোল থেকে রক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের। ম্যাচের ৬১ মিনিটে ডিপের শট কর্নার করে রক্ষা করেন যুক্তরাষ্ট্রের গোলরক্ষক টার্নার। মুহূর্মুহু আক্রমণে সফলতাও আসে ম্যাচের ৭৬ মিনিটে। হাজি রাইটের গোলে ব্যবধান কমায় যুক্তরাষ্ট্র। বাঁ পাশ থেকে পুলিসিকের ক্রস থেকে পা ছুঁয়ে ব্যবধান কমান তিনি। কিন্তু এই গোলের আনন্দ বেশিক্ষণ ছিল না। ম্যাচের ৮১ মিনিটে মেমফিসের বাম দিক থেকে আসা বলে বাম পায়ের চমৎকার প্লেসিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জালে বল জড়ান ডেঞ্জেল ডামফ্রিস। ৩-১-এ এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ম্যাচ জয়েরও কাছাকাছি চলে যায় ডাচরা।

ম্যাচের ইনজুরি সময়ে তটস্থ হয়ে পড়ে নেদারল্যান্ডসের রক্ষণভাগ। একের পর এক আক্রমণেও আর কোনো গোল আদায় করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলের জয়ে কাতার আসরের প্রথম দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডস।

COMPUTER IT TRAINING & JOB PLACEMENT

MyTechUSA

"YOUR DREAM BECOME TRUE"

Why "MyTechUSA"

- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION, ENGINEERING

Microsoft, SQL Server, ORACLE, Azure, mongoDB, NoSQL



Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com



Khalil Biryani House

খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট



সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884

1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840

www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
October 19, 2019	October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
November 16, 2019	November 26, 2019

www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

YOUR DREAM HOUSE

No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35, Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserves

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইউনিভার্সিটিজ



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক
ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

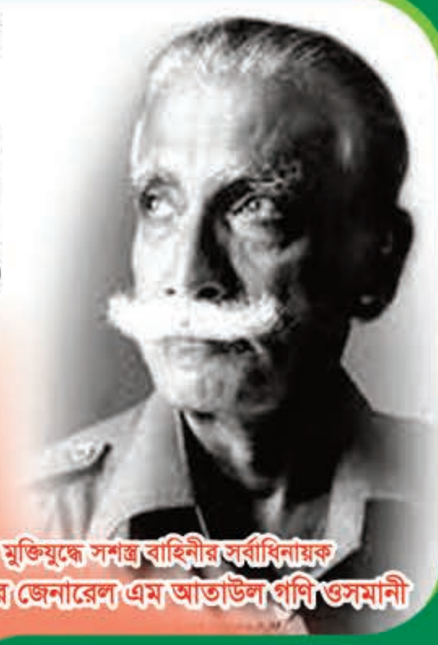
জয় বাংলা, জয় বাংলাদেশ

বিজয়ের বয়ান

১৬ ডিসেম্বর ২০২২

স্থান: গুলশান ট্যারেস
Gulshan Terrace
59-15 37th Ave, Woodside, NY 11377

সময়: বিকাল ৫টা - রাত ১২টা



মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
বঙ্গবীর জেনারেল এম আতাউল গণি ওসমানী



স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান নেতা
সিরাজুল আলম খান



বিএলএফ নেতা
কাজী আরেফ আহমেদ



বিএলএফ নেতা
আব্দুর রাজ্জাক



২ মার্চ ১৯৭১ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও জয় বাংলা
বাহিনীর প্রধান ডাকসু ভিপি আসম আব্দুর রব
স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন

মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারগণ



মেজর জিয়াউর রহমান বীর উত্তম



মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম



মেজর খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম



মেজর কে এম শফিউল্লাহ বীর উত্তম



মেজর সি আর দত্ত বীর উত্তম



মেজর বীর শওকত আলী বীর উত্তম



উইং কমান্ডার খন্দকার বশার বীর উত্তম



মেজর নাজমুল হক বীর উত্তম



মেজর এম এ মঞ্জুর বীর উত্তম



মেজর এম এ জলিল বিএ বীর উত্তম



মেজর আবু তাহের বীর উত্তম



মেজর আবু ওসমান চৌধুরী বীর উত্তম



সাংস্কৃতিক পরিবেশনা :
রিজিয়া পারভীন, চন্দন চৌধুরী, প্রিয়া ডায়েস ও টনি ডায়েস



আহ্বায়ক
বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ
Tel: 646-769-0966
Email: netlake111@gmail.com
অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব
বাংলাদেশী ইউনিভার্সিটিজ

শুধুমাত্র আমন্ত্রিত
অতিথিদের জন্য

BANGLA CDPAP

ALEGRA HOME CARE INC.

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইন্‌ক
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইন্‌ক

banglacdpap.com
alegracare.com
888-212-3237 (Toll Free)

কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২২

যে জয় শুধু কষ্টই বাড়িয়েছে

স্পোর্টস ডেস্ক: কারো শুরু জয়ে। কারো শেষটা জয়ে। তবে বেশ কয়েকটি দল এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলে শেষ ম্যাচে জিতে আনন্দের বদলে কষ্টই পেয়েছে। গালভরা হাসি আর মাঠ মাতানো উল্লাসের বদলে চাপা কান্না নিয়েই তাদের মাঠ ত্যাগ এবং অতঃপর বাড়ি ফেরা। কাতার বিশ্বকাপে তেমনই প্রচন্ড কষ্ট জাগানিয়া শেষ ম্যাচে জয় মেক্সিকো, জার্মানি, উরুগুয়ে, তিউনিসিয়া ও ক্যামেরুনের। এই জয় তারা আরো আগে পেলে ছাড়পত্র পেত নক আউট রাউন্ডের। কিন্তু বিলম্বিত এই জয় তাদের সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি।

চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানি। কাতারের মাঠে 'ই' গ্রুপে প্রথম ম্যাচেই তাদের হার জাপানের কাছে। এরপর স্পেনের সাথে ড্র করে আশা জিইয়ে রাখা। শেষ ম্যাচে স্পেন জিতে গেলে ও নিজেরা কোস্টারিকাকে হারাতে পারলে জার্মানি চলে যেত দ্বিতীয় রাউন্ডে। জার্মানি ঠিকই ৪-২ গোলে জয় পেয়েছে কোস্টারিকার বিপক্ষে। কিন্তু জাপানের কাছে স্পেনের হারই আশাহত করেছে জার্মানদের। স্পেনের সাথে তাদের পয়েন্ট সমান ৪ হলেও গোল পার্থক্যে পিছিয়ে ছিল স্প্যানিশদের চেয়ে। তাই রাশিয়া বিশ্বকাপের মতো কাতার থেকেও গ্রুপ পর্বে বিদায় নিলো চারবারের কাপ জয়ীরা।

দুইবারের বিশ্বকাপ এবং ১৫ বারের কোপা আমেরিকা জয়ী দেশ উরুগুয়ে। বিশ্বকাপে তাদের সর্বশেষ সাফল্য ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে সেমিফাইনালে খেলা। এবার তারা 'এইচ' গ্রুপের প্রথম ম্যাচে ড্র করে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে। পরের খেলায় হার রোনালদোর পর্তুগালের কাছে। ফলে শেষ খেলায় তাদের জয়ের বাধ্যবাধকতা ছিল ঘানার বিপক্ষে। শুক্রবার (২ ডিসেম্বর) রাতে ঘানার আন্দ্রে আইয়ুর পেনাল্টি মিসের সুবাদে ২-০ গোলের জয় ঠিকই ধরা দেয় উরুগুয়ানদের হাতে। তবে সেই জয়ের আনন্দের চেয়ে কষ্টই হয়েছে বেশি। কেননা এই জয় তাদের দ্বিতীয় রাউন্ডে নিতে পারেনি। অপর ম্যাচে যে দক্ষিণ কোরিয়া ২-১ গোলে হারের লজ্জা দেয় পর্তুগালকে। এতে উরুগুয়ে ও দক্ষিণ কোরিয়া উভয় দলেরই পয়েন্ট ৪ এ দাঁড়ায়। গোল ব্যবধানও শূন্য। কিন্তু কোরিয়ানরা বেশি গোল দেয়ায় ল্যাতিন দেশটিকে টপকে দ্বিতীয় রাউন্ডে এশিয়ান দেশটি। লুইস সুয়ারেজরা ২ গোল দিয়ে খেয়েছে দুইটি। অন্য দিকে দক্ষিণ কোরিয়ার দেয়া ও খাওয়া গোলের সংখ্যা চার করে।

প্রথম ম্যাচে পোল্যান্ডের সাথে ড্র। এরপর আর্জেন্টিনার কাছে ০-২ গোলে হার। নক আউট পর্বে যেতে তাই সৌদি আরবের বিপক্ষে জয় ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না মেক্সিকোর। সাথে আর্জেন্টিনাকে হারতে হতো পোল্যান্ডের কাছে। এশিয়ার দেশটি বিপক্ষে ৫৪ মিনিটে ২-০তে লিড নিয়ে ৯৪ মিনিট পর্যন্ত তা ধরে রাখেও শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জয়। কিন্তু পোল্যান্ডকে আর্জেন্টিনা হারিয়ে দেয়ার ফলে আশা শেষ হয়ে যায় মেক্সিকোর। তবে আর্জেন্টিনা ৪-০তে পোলিশদের হারালে কপাল খুলতো কনকাকাপ অঞ্চল থেকে আসা দলের। তাহলে গোল ব্যবধানে পরের রাউন্ডে যেত ১৯৭০ ও ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপের আয়োজকরা। তা হয়নি বলে শেষ ম্যাচের জয় তেমন কোনো আনন্দই দেয়নি জেরার্ডো মার্টিনোর দলকে। পয়েন্টের সাথে যদি পোল্যান্ড ও মেক্সিকোর গোল সমান হতো তাতেও লাভ হতো না মেক্সিকোর। কারণ তারা বেশি হলুদ কার্ড পেয়েছিল।

এবারে বিশ্বকাপের আরেক চমক ছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের বিপক্ষে তিউনিসিয়ার জয়। দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়ার চান্স টিকিয়ে রাখতে তাদের জয়ই দরকার ছিল। এ জন্য 'ডি' গ্রুপের অপর ম্যাচে ডেনমার্ককে ১-০তে জিততে হতো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। আর তিউনিসিয়াকে ২-০তে জিততে হতো ফ্রান্সের বিপক্ষে। উত্তর আফ্রিকান দেশটি ১ গোলের বেশি দিতে পারেনি। অন্য দিকে ডেনমার্ক হেরে বসে সকারুজদের কাছে। ফলে দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারানোর সান্ত্বনা নেয়া ছাড়া আর কিছুই পায়নি তিউনিসিয়া।

'জি' গ্রুপের শেষ ম্যাচে ব্রাজিলের বিপক্ষে ক্যামেরুনের ঐতিহাসিক জয়ও বেদনা উদ্রেগ করা। গোল দেয়ার পর গোলদাতা ভিনসেন্ট আবু বকর জার্সি খুলে উল্লাস করতে গিয়ে লাল কার্ডও পান। তাদের এই জয় এসেছে ২০ বছর পর। রজার মিলার দেশের আগের জয়টি ছিল ২০০২ সালে সৌদি আরবের বিপক্ষে। কিন্তু গত শুক্রবারের জয়টি তাদের পরের ধাপে নিতে পারেনি অন্য ম্যাচে সার্বিয়া ৩-২ গোলে সুইজারল্যান্ডকে হারানোর ফলে।

আবার শেষ ম্যাচে জয় দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার সুযোগের আনন্দ দিয়েছে আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, মরক্কো, সেনেগাল,অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্রকে।

রাজনীতিবিদরা রাজনীতিকে খেলায় পরিণত করেছেন

ঢাকা ডেস্ক: সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজনের সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, রাজনীতি একটি মহান ও জনকল্যাণমূলক পেশা হলেও রাজ-নীতিবিদরা এটিকে খেলায় পরিণত করেছেন। এই খেলা নিয়ে বর্তমানে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তা গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটি একটি নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের পূর্বাভাস বা প্রতিফলন। শনিবার (৩ ডিসেম্বর) বিকালে রংপুর আরডিআরএস প্রাঙ্গণে সংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের ভোটের অধিকার, বাক-স্বাধীনতা, সংগঠন করা, প্রতিবাদ করা, মিটিং-মিছিল করার স্বাধীনতা হলো গণতান্ত্রিক অধিকার। এগুলোকে করতে না দিয়ে এখন বলা হচ্ছে খেলা হবে। এছাড়া দেশের পুলিশ চরম দলীয়করণের শিকার হয়েছে। এ কারণে বিদেশি শক্তিরা আমাদের দেশকে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র বলছে। এ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের বিগত দু'টি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশন ব্যর্থ হয়েছে। এর একটি একতরফা নির্বাচন, অপরটি জালিয়াতির নির্বাচন হয়েছে। দেশে আরেকটি ব্যর্থ নির্বাচন হলে আমাদের জন্য তা চরম অকল্যাণ বয়ে আনবে। আমরা আশা করবো কমিশন যেন জনগণের স্বার্থে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। গাইবান্ধার নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গাইবান্ধার উপ-নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন ইতিহাস রচনা করেছে। এর মধ্যে প্রথম ইতিহাস হলো- ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, দ্বিতীয়ত: নির্বাচন বাতিল করা, তৃতীয় ইতিহাস হলো ভোটে অনিয়মের তদন্ত করা। কিন্তু তদন্তের পরও রাঘব-বোয়ালরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকায় উষ্মা প্রকাশ করে তিনি বলেন, তদন্তে দুর্নীতির বিষবৃক্ষকে বাদ দিয়ে তার ডালপালা ছেঁটে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষমতাধর রাঘব-বোয়ালরা অন্যায় করলেও তারা পার পেয়ে যাবেন।

ইভিএম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইভিএম একটি দুর্বল ও জালিয়াতির যন্ত্র। নির্বাচন কমিশন যে ফলাফল চায় এ যন্ত্র দিয়ে সেটি করা সম্ভব। ইভিএম দিয়ে নির্বাচনে যাচাই-বাছাই, অডিট কিংবা পুনঃগণনা করা সুযোগ নেই।





নাসির আহমেদ-এর দুটি কবিতা

অবয়বহীন

একজন ভাস্করকে জানি- যে মাটি, কাঠ
এমনকি পাথর কুঁদে তৈরি করে শিল্পের সুন্দর!
আমার বারান্দা থেকে দেখা যায় তার সৃষ্টি-কর্মশালা;
আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি আর ভাবি : সৌন্দর্য-পিপাসা!

আমার ব্যক্তিগত অনেক দুঃখতাপ- নিঃসঙ্গতার দহন
কেমন নিভে যায় তার এইসব আশ্চর্য সুন্দর শিল্প দেখে!
আমার শূন্য উদ্যান ভরে ওঠে সবুজে-শ্যামলে, ফুল ফোটে।
আমি অদৃশ্য ফুলের সেই ঘ্রাণে বুঁদ হয়ে বসে থাকি বারান্দায় একা।

ভাস্কর গড়েছে এক আশ্চর্য প্রতিমা সুন্দরীর!
কী অপূর্ব স্তনের লাবণ্য ওই প্রাণহীন কাঠ থেকে ঝরে!
চোখের তারার নীলশোভা : বোবা দৃষ্টি কথা বলে ওঠে!
ঘুমের ভেতরে আমি ওই নারীর সঙ্গে হাঁটি জ্যোৎস্নার উঠোনে।

একজন ভাস্কর তার প্রেম দিয়ে শিল্পে প্রাণ করেছে সঞ্চার
অতঃপর জেনে যাই কী আনন্দ দূরে থেকে যৌথ যাপন!

ফিরে আসতে হয়

চলে গেছি অনেক দূরে ছেলেবেলার উঠোন ছেড়ে একা
কলমিলতা-ঝোপের পাশে সোনালু ফুল উঁকি দেয়া ডাল
সেই যে আমার পোষা টিয়ের খাঁচা কিংবা ঘুঘুর বাসা

এসব ছেড়ে অনেক দূরে বৃথাই আমার অচিন পথে যাওয়া।
সেই যে বাউল চৈত্রমাসে একতারাতে সুরের মায়ায়
ভুলিয়েছিল খুব। সেই সুরে ডুব দিতো আমার কত দুপুর-রাত
কোথায় আমি সেই বাউলের খোঁজ পাবো আজ আর!
ভুল ভ্রমণে হারিয়ে গেল সব।

নির্জনতায় পাখির বাসা, ভরদুপুরের তালপাতাদের শো-শো সুরের গান!
সেসব ছবি কবির মতো মন-গহণে হাহাকারের চিত্র আঁকে রোজ।
কেউ কখনো পাবে কি তার খোঁজ!
কে যে কোথায় কী হারিয়ে ফতুর হয়ে যায়!

নবান্নের শিশির

মিসির হাছনাইন

শীত আসলেই আমার যেন কি হয়
একাকী নির্জনে চলে যেতে ইচ্ছে করে,
যেখানে একসাথে উড়ে যায় কতগুলো সাদা বক
আরো দূরে হৃদয়ের যে গহীনে নক্ষত্রে
দেখি, জীবন বাবুর ধূসর পান্ডুলিপিতে
অবহেলার ধূলায় নাকবন্ধ নিঃশ্বাসে বন্দি,
গোধূলির সমস্ত বিষণ্নতায় দুঃখ জেনেও
কাউকে খুব করে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে,
ইচ্ছে করে কাউকে শাড়ি পড়িয়ে চোখের সামনে
পাঠ করি- প্রেমের কবিতায় হারিয়ে যাওয়া নূপুর
গাছের ডালে উড়ে যাওয়া পাখির চোখের পলক,

শীত আসলেই আমার যেন কি হয়! নবান্নের শিশির
ঝরে..এক মায়াবী দুঃখের সুর বাজে বুকের ভেতর
করুণ চাহনির গোলগাল প্রিয় হরিণী'র কচি মুখ
এমন কাউকে খুব করে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে..।

শিরোনামহীন

ফারুক ফয়সল

অসামান্য হয়ে ওঠার কোন গল্প নেই আমার
সাফল্যকে মুঠোবন্দী করতে মোটিভেশনাল
পড়ার পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছি বরাবর
বর্জ্যগুলি নাকি আজো সেরা কাটতি বইমেলার

ব্যর্থতায় ব্যথাদীর্ণ হওয়ার কোন স্মৃতি অ্যালবামে নেই
একে অপরের কোমর বেড়ে, জোর করা হাসি ঠোঁটে ধরে
যারা বিকোয় রঙিন মলাটের ভিতরে প্রাগৈতিহাসিক শব্দ কিছু ভরে
ফেস বুক আর টুইটারে হাজার দেড়েক শব্দ ঠাসছে প্রতিদিন

ব্যাঙাচির লেজ খসার মতো ওরাও দিয়েছে ফেলে লজ্জার লেজ
বানের জলে ভেসে যায় আত্মপ্রশংসার নিরেট নির্বোধ ভাষা
দিন মাস বছর যায়, ভুল ব্যাকরণের প্রকরণ মিশিয়ে সাহিত্য নামে পত্রিকায়
হেমন্তের হরিদ্রাভ পত্রের মতো ঝরে যায় নিষ্করুণ কবিতা হায়

আহত পাখির মতো কবিগণ যান নির্বাসনে
ভাবের ঘরে শব্দেরা অস্থির যন্ত্রণায় কাতর
পুরোহিত মশাই নৈবেদ্য সাজায় সরস্বতীর সাধনায়
চকচকে জামার উদার পকেট ডাক পায় প্রসাদের স্বর্ণথালায়!

সামান্য বলেই আমার কণ্ঠ প্রায়ই ম্রিয়মান, স্বর বড় নিম্নগামী
আমার ভীত শান্ত শব্দগুলির আছে প্রগাঢ় মান্যিগণ্যি জ্ঞান
মায়ের পরণের ডুরে শাড়ি হয়ে থাকে ঘরের কোণে
কখনো জোর হাওয়া দিলে, শব্দগুলি ছাতা ধরে নিরীহ পাঠকের মাথা বাঁচায়

রহস্যের গন্ধ

সোমা মুৎসুদ্দী

কোন আইডিই আর জমকালো হয়না রমণীর ক্যানভ্যাস ছাড়া
যেমন জমে না সাহিত্য পাড়া লুণ্ঠিত উপমার স্বর্গে
হরিপদের সংগ্রামী জীবনের কবিতা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে
বাতিল করা পান্ডুলিপির দলে।
সৌদামিনীর মুখে সেই ভয় ও রহস্যের গন্ধ
সৌদামিনীই তবে সৌমেন রায়ের ছায়া!
হয়তো জীবনের কাছে হেরে গিয়ে
রাষ্ট্রের কাছে হেরে গিয়ে
প্রকাশক পাড়ায় হেরে গিয়ে
সৌমেন রায় আজ সৌদামিনী চট্টোপাধ্যায়।

জীবনপোড়া গল্প

সাজ্জাদুর রহমান

থেমে যাওয়া বাঁশির আয়ু বিক্রি করে চলে সংসার
দুস্থ গলার কাঁটা মাঝরাতে এফোঁড় ওফোঁড় হলে
ঘুম চলে যায় গোরস্তানে অচেনা পাখি
আর মেঘের আত্মীয়তার কাছে।

পথ বদলে যায়-
উড়ন্ত বলাকার নাভিমূলে ঝুলে থাকে দূরন্ত শৈশব
দূরের চটকলের চিমনি থেকে ভেসে আসে
ধোঁয়া কুন্ডলীর শ্বাপদ ঘ্রাণ।

এইতো দ্যাখো রোদপোড়া মিছিলের উত্তপ্ত শ্লোগান
বিপর্যয়ের পাশে বিপর্যস্ত বিবস্ত্র শ্রমিক
ক্ষুধার্ত ভ্রুণে বপন করে আশু যুদ্ধের প্লাকার্ড
জীবনপোড়া গল্পে মুমূর্ষু বিবেক,
শুষে নেয় ভাতশূণ্য হাঁড়ির ঘ্রাণ।

অথচ তখনও নিস্তরঙ্গ উষর মরুতে
মূদ্রণ হয় তৃতীয় বিশ্বের কয়েক টুকরো দীর্ঘশ্বাস!

নবান্নের মৌসুমটা আগেভাগে আসুক

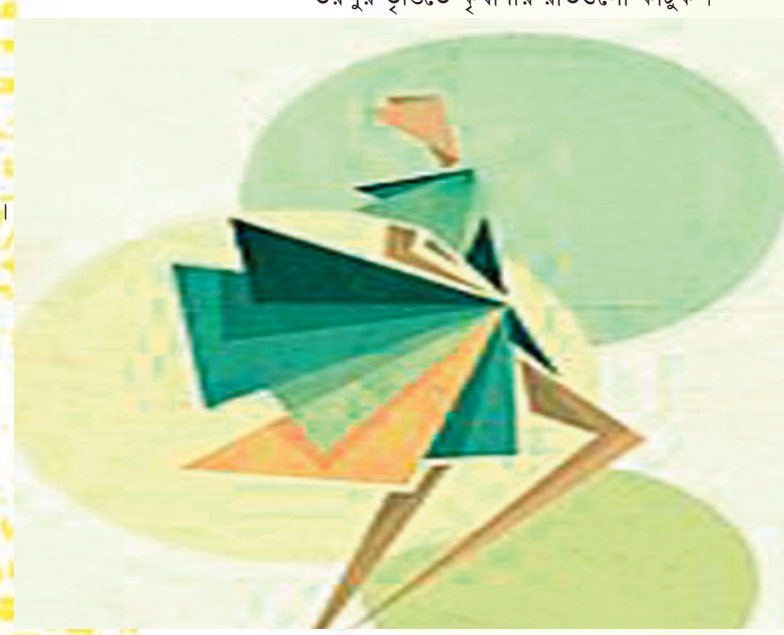
হোসেইন আহমদ চৌধুরী

স্বৈরিণী রাতের সাথে প্রেম হলে মেজাজী দিনের
চরাচরে নেমে আসে ঘাতক সময়,
নিরন্নের পেট তখন চৈত্রের চৌচির জমিন।

জলপাই রঙ শাড়ি শোভা পায় বণিকের দোকানে
ভাঁজ খুলে কে করে শ্রমের অপচয়!
লোলুপ চোখ ফাঁকে দেখে কৃষাণীর গতর।

প্রতীক্ষার চাতক দৃষ্টি বাঁধা থাকে শস্যের মাঠে
জাগে না যে ক্লিষ্ট শরীর, আহত মন
কৃষক-কৃষাণীর রাত কাটে দুপাশ ফিরে।

নবান্নের মৌসুমটা এবার আসুক আগেভাগে
কৃষকের পেশীগুলো উঠুক নড়েচড়ে
ভরপুর তৃপ্তিতে কৃষাণীর রাতগুলো কাটুক।



Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

সে আমাকে শারীরিক-মানসিক সব দিক থেকেই টর্চার করেছে: সারিকা

বিনোদন ডেস্ক: প্রথম বিয়ে টেকেনি সারিকার। নাটক ও মডেলিংয়ের জনপ্রিয় এই মুখ পাঁচ বছর পর আবারও বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ক্যালেন্ডার ঘেঁটে শুভদিন দেখেই বিয়েটা করেছিলেন সারিকা। ০২.০২.২২, মানে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২ তারিখ। ভেবেছিলেন, মিলে যাওয়া সংখ্যার মতো জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বাকি পথটা মিলেমিশেই চলতে পারবেন। কিন্তু তা আর হচ্ছে কই!



বিয়ের বছন না ঘুরতেই দ্বিতীয় সংসারও ভাঙনের দ্বারপ্রান্তে। স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন সারিকা। নায়িকার অভিযোগ স্বামী তাকে চর্টার করত। এখন আলাদা থাকছেন তারা। সংসার জীবনে অতিষ্ট সারিকা বিচ্ছেদের পথেই হাঁটছেন।

স্বামী নির্যাতন করত জানিয়ে এই নায়িকার ভাষ্য, সে (স্বামী) আমাকে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক-সব দিকেই টর্চার করেছে। আমি তার স্ত্রী, আমি একজন শিল্পী, আমাকে সে যেভাবে টর্চার করেছে তা সহ্য করার মতো নয়। আমাদের বিয়ের সময় ২০ লাখ টাকা দেনমহর ধার্য করা হয়। আমার পরিবারের পক্ষ থেকে ২৫ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার, আসবাবসহ সাংসারিক জিনিসপত্র দেওয়া হয়। বিয়ের কয়েকদিন যেতে না যেতেই সে আমার কাছে ৫০ লাখ টাকা দাবি করে। আমার পরিবার থেকে তার জন্য টাকা আনতে বলে। আমি রাজি হইনি বলে সে আমাকে অকথ্য গালাগাল করে, মারধর করে। এ জন্যই আমি মামলা করেছি।

এ ঘটনার কারণে সংসারের ইতি টানছেন নাকি–এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমি আমার ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে মামলা করেছি, সেটির বিচার আদালত করবেন। আদালতের রায়ের অপেক্ষায় আছি। আদালত বিচার করার পর ইতি টানা বা অন্য কিছু নিয়ে ভাবব।

সাত বছর চুটিয়ে প্রেম করে ২০১৪ সালের ১২ আগস্ট পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের বাসিন্দা মাহিম করিমকে বিয়ে করেছিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী সারিকা। সেই ঘরে একটি মেয়েও আছে তার। কিন্তু ২ বছরের মাথায় সারিকার সেই সংসার ভেঙে যায়।

ডিভোর্সের পর কিছুটা ছন্নছাড়া হয়ে পড়েন সারিকা। অভিনয় থেকে কিছু সময় দূরে ছিলেন। নতুন করে কোনো সম্পর্কেও জড়াননি। পাঁচ বছর পর বিয়ে করেছিলেন।



অন্তঃসত্ত্বা স্বস্তিকা, প্রকাশ করলেন বেবিবাম্পের ছবি!

বিনোদন ডেস্ক: নিজের কর্মকান্ড নিয়ে বরাবরেই আলোচনায় থাকেন টালিউড অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। সাম্প্রতিক 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপন দিয়ে নেটদুনিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছিলেন এ অভিনেত্রী। এবার প্রকাশ করলেন নিজের 'বেবি বাম্প'র ছবি।

টালিপাড়ায় আপাতত বিয়ের মৌসুম চলছে। এরই মধ্যে জানা গেল জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় নাকি গর্ভবতী? এমন ছবি শেয়ার করলেন সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বস্তিকা। যেখানে দেখা গেল 'বেবি বাম্প' নিয়ে মিরর সেলফি তুলেছেন তিনি। আর তা পোস্টও করেছেন। আপাতত সেই পোস্টেই এখন শুভেচ্ছার বন্যা।

একজন কমেন্টে লিখলেন– 'বাবা কে?' আরেকজন লিখলেন– 'এখন তো দেখছি মা হওয়ার হিড়িক লেগেছে। সোনম-আলিয়া-বিপাশার পর আপনিও! শুভেচ্ছা রইল।' অন্যজনের মনে প্রশ্ন– 'আমি তো জানতাম স্বস্তিকা ডিভোর্সি। কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'তবে কি সত্যি সত্যি মা হতে চলেছেন স্বস্তিকা? আসলে বিষয়টি বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। 'বেবি বাম্প'র এ ছবিটি মূলত অভিনেত্রীর আসন্ন ওয়েব সিরিজ 'কালা' থেকে নেওয়া। ঊর্মিলা চরিত্রে এই সিরিজে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন লুকে ধরা দেবেন স্বস্তিকা। যেখানে গর্ভবতী লুকেও দেখা যাবে 'তাসের ঘর' তারকাকে। ১ ডিসেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পায় 'কালা'।

ভালোবাসার অভিজ্ঞতা নিয়ে যা বললেন পরীমনি



বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা পরীমনি। তীক্ত অতীত পেছনে ফেলে বর্তমানে সিনেমা ও পুত্রসন্তান শাহীম মুহাম্মদ রাজ্যকে নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটছে তার। তবে এসবের বাইরে মাঝে মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় দেখা যায় এই অভিনেত্রীকে।

পরীমনি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই সংসার ও ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন আনন্দঘন মুহূর্ত শেয়ার করেন। এতে সহজেই ভক্ত-শুভাকাঙ্খীদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন তিনি। শুভাকাঙ্খীরাও প্রিয় তারকাকে নিয়ে কৌতূহল মেটাতে পারেন। এবার তিনি ভালোবাসা নিয়ে দীর্ঘ একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন ব্যক্তিগত ফেসবুক প্রোফাইলে।

গত ২৯ নভেম্বর মঙ্গলবার রাত ১২টায় ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন পরীমনি। যেখানে তিনি লেখেন– 'যদি একজন মানুষ গভীরভাবে এবং পাগলের মতো আপনাকে ভালোবাসে, তা হলে তাকে আপনার থেকে কেউ চুরি করতে পারবে না। যদি তার চোখ দুটোয় শুধু আপনি থাকেন, তা হলে অন্য কোনো নারী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না।'

'একজন মানুষ যদি আপনাকে সত্যিই ভালোবাসে এবং আপনার মনকে তার নিজের মনে করে, তা হলে সে কখনোই হতাশ করবে না আপনাকে। সে কখনোই আপনার সঙ্গে অসৎ আচরণ করবে না এবং প্রতারণা করবে না। তিনি যদি সত্যিই আপনাকে ভালোবাসেন, তবে আপনার কষ্ট বুঝবেন এবং তার ভালোবাসা দিয়ে নিরাময় করবেন আপনাকে।'

তিনি লেখেন, 'সেই মানুষটি যদি আবেগতাড়িত থাকেন এবং আপনার অনুভূতির প্রতি যত্নবান হয়ে থাকেন, তা হলে তিনি কখনোই এমন কিছু করবেন না, যা কাঁদায় আপনাকে। তিনি কখনোই ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করবেন না আপনাকে এবং কখনোই আপনাকে চোখে অশ্রু নিয়ে বিছানায় যেতে দেবেন না।'

সবশেষ অভিনেত্রী লেখেন– 'একজন মানুষ সত্যিই ভালোবাসলে সে চিরদিন আপনার পাশে থাকবে এবং পৃথিবীর কোনো কিছুই আপনার প্রতি থেকে তার অনুভূতি ও ভালোবাসা পরিবর্তন করতে পারবে না।'

সেই জল্পনাই সত্যি হতে চলেছে এখনো মুখ খোলেননি জয়া

বিনোদন ডেস্ক: দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তিনি ভারতের অস্কারখ্যাত ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন। তবে জল্পনা ছিল, ঢালিউড-টালিউড ছাড়িয়ে এই অভিনেত্রী বলিউডেও আলো ছড়াবেন। এবার সেটাই যেন সত্যি হতে চলেছে। জানা গেছে, 'করক সিং' নামে একটি হিন্দি সিনেমায় অভিষেক হতে যাচ্ছে জয়া আহসানের। এটি নির্মাণ করবেন অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী। এতে জয়ার সঙ্গে দেখা যাবে বলিউড অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠীকে। সিনেমাটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকা এ খবর প্রকাশ করেছে।

খবরে বলা হয়েছে- ছবিতে অন্যতম মুখ্য চরিত্রে দেখা যেতে পারে জয়া আহসানকে। সেই হিসেবে এটি হবে জয়ার প্রথম হিন্দি ছবি। তবে এ বিষয়ে অভিনেত্রী এখনো মুখ খোলেননি। ছবিতে জয়া-পঙ্কজ ত্রিপাঠী ছাড়াও অভিনয় করবেন 'দিল বেচারা' খ্যাত অভিনেত্রী সানজানা সাংঘি। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন অভিনয়শিল্পীকে দেখা যাবে এই ছবিতে। এ সিনেমায় প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের অভিনয় করার কথা ছিল বলে জানা গেছে।

আনন্দবাজারের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- 'করক সিং' ছবিটি মূলত আর্থিক কেলেঙ্কারির একটি ঘটনা নিয়ে নির্মিত হবে। তবে ছবির গল্প বাস্তব থেকে নেওয়া কিনা, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ছবির শুটিং হবে কলকাতা ও মুম্বাইয়ে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুম্বাইয়ে শুরু হয়ে কলকাতায় টানা ২০ থেকে ২৫ দিনের শিডিউল রয়েছে।



দিল্লিতে শবনম ফারিয়ার সফল অস্ত্রোপচার



বিনোদন ডেস্ক: ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম ফারিয়ার নাকে সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৮ নভেম্বর সোমবার রাতে দিল্লির একটি হাসপাতালে তার নাকে অস্ত্রোপচার করা হয়।

ঐদিন অভিনেত্রী ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। তবে ব্যথানাশক ও অ্যানেস্থিয়ার প্রভাবে মাথা এখনো ঘুরছে।' তিনি আরও লিখেছেন, 'আমাকে যারা দোয়া করেছেন ধন্যবাদ তাদের। আমার প্রতি আপনাদের শুভ কামনা জানানোকে সত্যিই সম্মান জানাই, জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা।'

শ্বাসকষ্ট সমস্যার কারণে গত অক্টোবর থেকে দেশে এবং দেশের বাইরে অনেক জায়গায় চিকিৎসা করিয়েছেন ফারিয়া। প্রথমে ভেবেছিলেন কার্ডিয়াক সমস্যা। পরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানতে পারেন, তার কার্ডিয়াক সমস্যা নেই। নাকে জটিলতা রয়েছে।

অস্ত্রোপচার শেষ হওয়ার কথা জানিয়ে এই অভিনেত্রী গণমাধ্যমকে বলেন, আমার চিকিৎসক ডা. কে কে হান্ডার কথা অনুযায়ী এক দিন পরেই আমার ব্যান্ডেজ খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু আগামী ৭ থেকে ১০ দিন আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকবে। একবার এটা সম্পন্ন হলেই বাড়ি ফিরে যেতে পারব। প্লিজ! আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন।



ময়মনসিংহ আ.লীগের সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের

খেলা হবে হাওয়া ভবন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি বলেছেন, হুমকি দিয়ে সরকার পতন করা যাবে না। আগামী নির্বাচনে খেলা হবে হাওয়া ভবনের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, খেলা হবে লুটপাটের বিরুদ্ধে। ওবায়দুল কাদের বলেন, খেলা হবে এই ডিসেম্বর বিজয়ের মাসে। আন্দোলন হলে রাজপথ, জনপথ, শহর, পাড়া-মহল্লা, ইউনিয়ন ও জেলা পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অবস্থান নেবে। তিনি বলেন, রাজশাহীতে বিএনপির বি-ভাগীয় সমাবেশ হচ্ছে, জনসমাগম নেই। মাঠ ফাঁকা। আর ময়মনসিংহে একটি মাত্র জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের সম্মেলন। সেখানে জনতার ঢল। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। লাখো মানুষের ঢল নেমেছে ময়মন-সিংহ জেলা ও মহানগরের সম্মেলনে।

ওবায়দুল কাদের এমপি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ফখরুল সাহেব, খেলা হবে। দেখা যাবে 'কত ধানে কত চাল।' অপেক্ষা করুন, ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস, স্বাধীনতার মাস, মুক্তিযুদ্ধের মাস। ডিসেম্বর মাস বঙ্গবন্ধুর মাস, শেখ হাসিনার মাস, মুক্তিযোদ্ধাদের মাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাস, মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাস।

শনিবার (৩ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় ঐতিহাসিক সার্কিট হাউজ মাঠে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ময়মনসিংহ জেলা ও মহানগর শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়। উদ্বোধন শেষে সম্মেলনের শুরুতেই প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওবায়দুল কাদের এমপি এসব কথা বলেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি বলেছেন, বাংলার ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস, সংগ্রামের পাশাপাশি, এই বাংলার ইতিহাস ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। সংগ্রাম, ষড়যন্ত্র, বীরত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা এই দুই মিলে বাংলাদেশ-বাঙালির ইতিহাস। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী পলাশীর মীরজাফরের জায়গায় খন্দকার মোশতাক, খুনি মোশতাক। পলাশীর সেনাপতি এআর লতিফের জায়গায় সেনাপতি জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান ১৫ আগস্টের মাস্টারমাইন্ড আর তার পুত্র হাওয়া ভবনের যুবরাজ তারেক রহমান। তিনি বলেন, ২১ আগস্ট শেখ হাসিনাকে হত্যাচেষ্টা এবং আইভি রহমানসহ ২৩ জনের প্রাণহানির প্রধান নায়ক তারেক রহমান। তার নির্দেশে হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি হান্নান গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিল। সেই যুবরাজ ২০০৮ সালে আর রাজনীতি করবে না বলে মুচলেকা দিয়েছে। তিনি বলেন, ফখরুলের বর্তমান নেতা পাড়ি জমিয়েছে টেমস নদীর পারে লন্ডনে, সেই থেকে পলাতক। আর ওখানে বসে বসে হুঙ্কার ছুড়ে সরকার পতনের। তিনি বলেন, ফখরুল সাহেব, এই তারেক রহমান গতকালও ঢাকায় একজন ক্যাডারের সঙ্গে কনভারসেশান করেছে। কনভারশেসনে তারেক বলেছে, হাসিনা পালানোর পথ খুঁজছে, হাসিনার মন্ত্রীরা পালানোর পথ খুঁজছে। তোমরা রাস্তা ছাড়বে না। সেখান থেকে বলছে, ঢাকা সিটি রাস্তা আমাদের দখলে থাকবে।'

ওবায়দুল কাদের বিএনপির সমালোচনা করে বলেন, ফখরুল সাহেব, রাস্তা বন্ধ করবেন? রাজশাহীতে দেখলাম, এখন আবার ঢাকায়। কবে দশ তারিখ, তার আগেই নয়াপল্টন এলাকায় তাঁবু বানিয়েছে। শুধু তাঁবু গাড়েনি, হান্ডিপাতিল, বিছানা-বালিশ, কম্বল সঙ্গে মশার কয়েল সব নিয়ে আসছে। সাত দিন আগে থেকে এসেছে ঢাকায়, কোথা থেকে পেলেন এই টাকা?

সেতুমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতির রহস্য পুরুষ কামাল হোসেন। তারেক রহমানের পাচার সুইজ ব্যাংকের টাকা কারা রেখেছে, অর্থ পাচার কারা করেছেন, তারা যে দলেরই হোক, সবার অর্থের উৎস খোঁজা হচ্ছে এবং এদের শাস্তি পেতে হবে। এটা শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে এই বার্তা দিয়ে গেলাম। তিনি বলেন, কুমিল্লার বিএনপির সমাবেশ থেকে ৭১টি মোবাইল চুরি গেছে। এজন্য ৭টি মামলা করেছে বিএনপির বিরুদ্ধে বিএনপি।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট জহিরুল হক খোকার সভাপতিত্বে এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহিত উর রহমান শান্তর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি, দলের যুগ্ম সম্পাদক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি, দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, মির্জা আজম এমপি ও শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল এমপি, সদস্য মারুফা আক্তার পপি ও রেমন্ড আরেং, গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এমপি, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদ, অ্যাডভোকেট মোসলেম উদ্দিন এমপি, বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজিম উদ্দিন আহমেদ এমপি, ফাহমি গোলন্দাজ বাবেল এমপি, জুয়েল আরেং এমপি, কাজিম উদ্দিন আহমেদ ধনু এমপি, মনিরা সুলতানা মনি এমপি, সিটি মেয়র ইকরামুল হক টিটু প্রমুখ নেতা।

এদিকে সম্মেলনকে সফল করতে সকাল থেকেই নেতাকর্মীরা ব্যানার, ফেস্টুন ও মিছিল নিয়ে দলে দলে সভাস্থলে যোগ দেন। বেলা ১২টায় সম্মেলনস্থল খন্ড খন্ড মিছিলে জনসমুদ্রে পরিণত হয়।



ছাত্রলীগের সম্মেলন ৬ ডিসেম্বর, আলোচনায় এক ডজন প্রার্থী

বয়স জালিয়াতিতে জড়িত ৩ নেতার খোঁজে গোয়েন্দারা প্রাধান্য পাবে অঞ্চল

ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৩০তম জাতীয় সম্মেলন ৬ ডিসেম্বর। এখান থেকেই নতুন দায়িত্ব দেওয়া হবে। এজন্য গত কয়েকটি সম্মেলনের মতো এবারও বয়সসীমা অনূর্ধ্ব ২৯ বছর। এই বয়সসীমার মধ্যেই নেওয়া হচ্ছে প্রার্থীদের খোঁজখবর। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, নেতৃত্বের গুণাবলি, পারিবারিকভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত কি না-এসব দেখা হচ্ছে। নেতৃত্ব নির্বাচনে বিতর্কমুক্তদের বেছে নেওয়া হবে। এই যোগ্যতায় আলোচনায় আছেন প্রায় এক ডজন পদপ্রত্যাশী। এদিকে ছাত্রলীগের শীর্ষ পদে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার মধ্যে তিন নেতা বয়স জালিয়াতি করেছেন বলে জানা গেছে। যাদের খোঁজখবর নিচ্ছেন গোয়েন্দারা।

জানা যায়, ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে সদস্যদের বয়সসীমা রয়েছে অনূর্ধ্ব ২৭ বছর। কিন্তু নিয়মিত সম্মেলন না হওয়ায় গত তিনবার বয়সসীমা দুই বছর বাড়িয়ে অনূর্ধ্ব ২৯ বছর করা হয়। সভাপতি হিসাবে আল নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে লেখক ভট্টাচার্য দুই বছর ১১ মাস দায়িত্ব পালন করছেন। করোনাভাইরাসের কারণে তারা যথাসময়ে সম্মেলন করতে পরেননি। ফলে এবারের সম্মেলনেও বয়স বাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়।

কিন্তু বৃহস্পতিবার বয়সের ব্যাপারটি অনানুষ্ঠানিকভাবে স্পষ্ট করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি অন্য নেতাদের জানিয়ে দেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বয়সের ব্যাপারে তার আলোচনা হয়েছে। এবারও বয়সসীমা হবে ২৯ বছর। এটা বাড়ানো হবে না। অন্যদিকে আল নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্যও দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে। তিনিও বয়সসীমা ও ছাত্রত্বের ব্যাপারে খোঁজ নেন। এ সময় তিনি গত সম্মেলনে ২৯ হওয়া বয়সসীমার প্রতি সমর্থন জানান।

বয়সসীমার এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হওয়ায় এবার নেতৃত্বের দৌড়ে এগিয়ে আছেন প্রায় এক ডজন পদপ্রত্যাশী। এদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। অনেকেই ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে প্রত্যক্ষভাবে মাঠে ছিলেন। এমন প্রার্থীদের মধ্যে আছেন চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষা ও পাঠচক্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ লিমন। তিনি এর আগে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং তার আগে একই হলের কর্মসূচি ও পরিকল্পনাবিষয়ক সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

বরিশাল অঞ্চল থেকে আছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপসম্পাদক সবুর খান কলিন্স ও উপগণশিক্ষাবিষয়ক উপসম্পাদক সোলাইমান ইসলাম মুন্না। সবুর খান কলিন্স সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসম্পাদক ও ফজলুল হক মুসলিম হলের নাট্য ও বিতর্কবিষয়ক সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আর সোলাইমান ইসলাম মুন্না ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের সাধারণ সম্পাদক, জহুরুল হক হলের দপ্তর সম্পাদক এবং তার আগে বরিশাল মহানগরের ১০নং ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পারিবারিকভাবেই তারা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

এছাড়া এই অঞ্চলের আরেক প্রার্থী শেখ ইনান বর্তমান ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বে রয়েছেন। তিনিও সংগঠনটির শীর্ষ পদে লড়ছেন। মাদারীপুর অঞ্চল-ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক খন্দকার জামি উস সানি ও হাজী মুহাম্মদ মহসিন হলের সভাপতি শহিদুল হক শিশির। জামি উস সানি এর আগে বুয়েট ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। যদিও আবরার হত্যাকাণ্ডের পর বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ রয়েছে।

অন্যদিকে, শিশির হল সংসদের সাবেক ভিপি এবং হলের সাবেক ছাত্রলীগের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। উভয়ের পরিবারই পারিবারিকভাবে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

খুলনা অঞ্চল-কেন্দ্রীয় মানবসম্পদবিষয়ক সম্পাদক নাহিদ হাসান শাহিন, যিনি সূর্যসেন হল ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য। এছাড়া একই অঞ্চলের রয়েছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের উপবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক খন্দকার আহসান হাবিব।

এছাড়া ময়মনসিংহ থেকে রয়েছেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক উপসম্পাদক রাশিদ শাহরিয়ার উদয়। তিনি কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসম্পাদক এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের ত্রাণ ও পুনর্বাসনবিষয়ক সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। একই অঞ্চলের ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহসম্পাদক রাকিব সিরাজীও শীর্ষ পদের আলোচনায় রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলোচনায় রয়েছেন আল আমিন শেখ। তিনি কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের উপপ্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

এর বাইরে আরও আছেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি তিলত্তমা শিকদার, মুক্তিযোদ্ধা ও গবেষণাবিষয়ক উপসম্পাদক রনক জাহান রাইন। পারিবারিকভাবেও তারা আওয়ামী লীগ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নির্বাচনে আঞ্চলিকতার প্রাধান্য থাকেই। সেক্ষেত্রে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের প্রার্থীদের প্রাধান্য এবারও থাকতে পারে। গত কয়েকটি কমিটির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই অঞ্চলের প্রার্থীরাই এগিয়ে থাকেন।

বয়স জালিয়াতদের খোঁজে গোয়েন্দারা: ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে লড়ছেন বয়সসীমার বাইরে থাকা একাধিক প্রার্থী। যারা আগেই সংগঠনটির শীর্ষ পদের জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

ছাত্রলীগের একটি সূত্র জানায়, তাদের মধ্যে তিনজন প্রার্থীর বয়স সার্টিফিকেট অনুযায়ী ৩০ বছর হওয়ায় তারা বয়স জালিয়াতি করেছেন। এই তিনজনের ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থাকে জানানো হয়েছে। তারা বিভিন্নভাবে খোঁজখবর নিচ্ছেন। বয়স জালিয়াতির বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। যারা এটি করবে, তাদের ব্যাপারে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সার্বিক বিষয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় বলেন, ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নির্বাচনে বয়সের ব্যাপারে গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট বিধান রয়েছে। বিভিন্ন কারণে সেটি বাড়ানো হয়ে থাকে। গত কয়েকটি সম্মেলনে বয়স ২৯ বছর করা হয়েছে। এছাড়াও প্রার্থীর একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন, পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড, বিতর্কমুক্ত কি না-এসব ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হবে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

ইসলামী ব্যাংকসহ তিন ব্যাংক

ঋণ নিয়ে কেলেঙ্কারির অভিযোগ অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ

ঢাকা ডেস্ক: ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ নিয়ে কেলেঙ্কারির অভিযোগ অনুসন্ধান করে চার মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) , পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। অনুসন্ধানে কিছু পেলে জড়িতদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাও জানাতে বলা হয়েছে। আগামী বছরের ৫ এপ্রিল শুনানির পরবর্তী দিন রেখেছেন আদালত।

প্রথম আলোসহ তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন নজরে আসার পর আজ রোববার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত রুলসহ এ আদেশ দেন।

ইসলামী ব্যাংকে 'ভয়ংকর নভেম্বর' শিরোনামে গত ২৪ নভেম্বর প্রথম আলোতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ইসলামী ব্যাংকের ৭,২৪৬ কোটি টাকা ঋণের তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক শিরোনামে গত ২৯ নভেম্বর ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারে এবং এস আলম গ্রুপ একাই আইবিবিএল থেকে ত্রিশ হাজার কোটি টাকা ঋণ তুলেছে শিরোনামে গত ৩০ নভেম্বর ইংরেজি দৈনিক নিউ এজে পৃথক প্রতিবেদন ছাপা হয়।

পৃথক প্রতিবেদন আদালতের নজরে আসে। আদালতে দুদকের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী খুরশীদ আলম খান ও রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিন শুনানিতে ছিলেন।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে ওঠা অভিযোগের সত্যতা বিষয়ে এবং ঋণ নেওয়া সংক্রান্ত নথি আদালতে দাখিল করতে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঋণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাদের নামের তালিকা আদালতে দাখিল করতেও নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

রুলে অভিযোগে জড়িতদের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি হবে না এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। অর্থ সচিব, দুদক, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএফআইইউ ও সিআইডিসহ বিবাদীদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ভুয়া ঠিকানা ও কাগুজে দুই কোম্পানি খুলে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল) থেকে দুই হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছে একটি অসাধু চক্র।

সব মিলিয়ে নানা উপায়ে ইসলামী ব্যাংক থেকে প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। আটটি প্রতিষ্ঠানের নামে চলতি বছরেই এ অর্থ নেওয়া হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ তুলে নেওয়া হয় চলতি মাসের ১ থেকে ১৭ নভেম্বর। যার পরিমাণ ২ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা। এ জন্যই ব্যাংকটির কর্মকর্তারা চলতি মাসকে 'ভয়ংকর নভেম্বর' বলে অভিহিত করছেন।

একইভাবে বেসরকারি খাতের সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক (এসআইবিএল) ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকেও ২ হাজার ৩২০ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে এ কোম্পানিগুলো। ফলে এ তিন ব্যাংকের কাছে প্রতিষ্ঠানগুলোর সুদসহ দেনা বেড়ে হয়েছে সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা। এমন সময়ে এসব অর্থ তুলে নেওয়া হয়, যখন ব্যাংক খাতে ডলার-সংকটের পর টাকার সংকট বড় আলোচনার বিষয়। ব্যাংক তিনটির নথিপত্র পর্যালোচনা করে এ সব তথ্য মিলেছে।

ডেইলি স্টারে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভাষ্য, এ বছর ৯ প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী ব্যাংকের ৭ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের মাধ্যমে বড় আকারে ব্যাংকিং আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু বাংলাদেশ ব্যাংক।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম প্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com



ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

www.sonalibank.com.bd

আতঙ্কে ৫০ হাজার কোটি টাকা তোলেন গ্রাহকরা

ঢাকা ডেস্ক: আগামী দিনে জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) প্রবৃদ্ধি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে। যেসব উপাদানের ওপর ভিত্তি করে এতদিন প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে সেগুলো এখন কাজ করছে না। বর্তমানে প্রবৃদ্ধি কিভাবে হচ্ছে সে বিষয়ের বড় অংশ জানার বাইরে রয়ে গেছে। ব্যাংকে টাকা নেই এমন আতঙ্ক ছড়ানোয় এখন পর্যন্ত ৫০ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন গ্রাহকরা। অবশ্য বুঝতে পেরে তারা আবার ব্যাংকে টাকা জমা দিচ্ছেন।

গত ৩ ডিসেম্বর শনিবার বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা সম্মেলনের শেষ দিনে বক্তারা এসব কথা বলেন। রাজধানীর লেকশোর হোটেলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের দুই অধিবেশনে নানা বিষয় তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, ২০৩০ সালে উচ্চমধ্যম আয় এবং ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের দেশে যেতে হলে বর্তমানকালের ব্যবস্থাপত্র কাজে লাগবে না। এ অবস্থায় তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এগুলো হলো- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ানো এবং কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো। পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতে সংস্কার, নগরায়ণ সংস্কার, রপ্তানি প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। রপ্তানিতে শুল্ক-অশুল্ক বাধা দূর করতে হবে। একই সঙ্গে খেলাপি ঋণকে বর্তমান সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে।

একটি অধিবেশনে দুটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। এগুলো হলো-গ্রোথ, এমপয়মেন্ট অ্যান্ড প্রভার্টি এবং এসকাপিং দ্য ফ্যামিলি স্যাডো, ইন্টার জেনারেশনাল মবিলিটি ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিস। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিলুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ইউএসএ'র কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহ ইমন, বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন, বিশ্বব্যাংকের কনসালট্যান্ট-নোরা ডিহেল, গায়েত্রী কোলওয়াল এবং বিশ্বব্যাংকের জিওগ্রাফার লন্ডার বোস। আরেক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএস'র মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন এবং গবেষক ড. কাজী ইকবাল।

গবেষণাপত্রের বিষয়ে ড. হোসেন জিলুর রহমান বলেন, এতদিন যে ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে দেশের অর্থনীতি এগিয়েছে, এখনো কি সেই রকমই চলবে। নাকি নতুন ফ্রেমওয়ার্ক দরকার। যেমন কৃষিতে বোরো ধানের অবদান অনেক বেশি। এখনো কি সেটি থাকবে কিনা সেটি বড় প্রশ্ন। দেখা গেছে, ৯০ দশকে বাংলাদেশে ইনোভেশন অনেক হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে সেটি ব্যাপক কমেছে। এর কারণ বের করতে ব্যাস্টিক, সামষ্টিক অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশেষণ করা দরকার। একইসঙ্গে সামাজিক বিশেষণও জরুরি। ড. জাহিদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি যেসব বিষয় দিয়ে চলছে, তা একটা সময় গিয়ে আর কাজ করবে না। উচ্চ আয়ের দেশে যেতে হলে এখানে পথ পরিবর্তন করতে হবে।

১৩০টি উন্নয়নশীল দেশের ওপর পর্যালোচনা করে তৈরি করা গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি অর্জনের হাতিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগসহ বিভিন্ন সূচকগুলো হিসাব করে দেখা হয়। ১৯৯০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ব্যাপক সংস্কার হয়েছিল। যেমন আর্থিক খাত সংস্কার, রপ্তানি, এক্সচেঞ্জ রেট, অবকাঠামোসহ নানা ক্ষেত্রে সংস্কার হয়েছে। কিন্তু ২০০৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সংস্কারের ভূমিকা কমেছে।

গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৪ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত অতীতের সংস্কারের প্রভাব হিসাবে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে। কিন্তু ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে সংস্কার প্রভাবের ভূমিকা পাওয়া যায়নি। বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে আগামী ২০-৩০ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ হারে হতে পারে। কিন্তু তারপর কমে গিয়ে ৫ শতাংশের ঘরে যাবে। এ অবস্থায় উচ্চ মধ্যম আয় এবং উচ্চ আয়ের দেশে যাওয়া কঠিন হবে। এক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

ড. বিনায়ক সেন বলেন, বিগব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরে আসতে হবে। আমাদের অন্য পথে যেতে হবে। যেসব সমস্যার সামাধান করা সম্ভব নয় বা কঠিন সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। এছাড়া যে সমস্যার সমাধান সম্ভব, সেগুলোর সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে। ড. কাজী ইকবাল বলেন, পরিবারের মধ্যে যদি বাবা-মা শিক্ষিত ও অর্থশালী হয় তাহলে তার পরবর্তী জেনারেশনও শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ পায়। এতে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়ছে। এজন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকেই এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে শিক্ষায় বৈষম্য কমে যায়।

অপর একটি উপস্থাপনায় বলা হয়, বাঁধ নির্মাণ থেকে সরে আসার কথা অনেকেই বলেন। কিন্তু সেটি করা যাবে না। বরং এক্ষেত্রে উন্নত নানা পদ্ধতির ব্যবহার করে পুরোনো বাঁধ সংস্কার এবং নতুন বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। সেটি করা না গেলে নিম্ন আয়ের দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সংস্কারের তাগিদ : করোনা পরবর্তী অবস্থা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের বাজেট ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনায় সংস্কার আনা জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেন, তৃতীয় ও চতুর্থ জেনারেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় লক্ষ্যগুলো সংস্কার করতে হবে।

বিআইডিএস'র মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। আলোচক ছিলেন-বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব শরিফা খান, পরিকল্পনা সচিব মামুন-আল-রশীদ প্রমুখ।

ড. মসিউর রহমান বলেন, খেলাপি ঋণ বর্তমানে একটি সিরিয়াস ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। এর ফলে অন্যদের ঋণ গ্রহণের সুযোগ কমে যাচ্ছে। কম সুদের হার যে কোনো ভুল বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে পারে। তাই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে।

তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেন, ভর্তুকির প্রয়োজন আছে। যেমন বিদ্যুতের ভর্তুকি কার্যকর হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে উন্নত অনেক দেশও ভর্তুকি দিচ্ছে। সালমান এফ রহমান বলেন, দীর্ঘ মেয়াদে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা ভালো নয়। বর্তমানে ৯ শতাংশ সুদের উর্ধ্বসীমা ঠিকই আছে। কেননা শিল্প কারখানাগুলো এখন ধুঁকছে। তিনি বলেন, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের যে অবস্থা হয়েছে সেটির মূল কারণ বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে না পারা।

ড. আহমদ কায়কাউস বলেন-তেল, ডাল এবং গমের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সমস্যা আছে। এছাড়া চাল, মাছ ও মাংসে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ আছি। সুতরাং এত দুশ্চিন্তার কিছু নেই। মানুষ আতঙ্ক ছড়িয়েছে-ব্যাংকে টাকা নেই। ফলে এখন পর্যন্ত ৫০ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন গ্রাহকরা। পরে বুঝতে পেরে আবার তারা ব্যাংকে টাকা জমা দিচ্ছেন। তপন কান্তি ঘোষ বলেন, এখন তিন ধরনের ধাক্কা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কোভিড, যুদ্ধ ও মূল্যস্ফীতি। তবে যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে বাণিজ্য শুল্ক সুবিধা ছাড়াই আমরা ভালো করছি। ভবিষ্যতে অন্যসব স্থানেও ভালো করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, এ সময় সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা জরুরি। মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে সমন্বিত একটা পলিসি থাকা দরকার। কৃষি যেহেতু বিপদে আমাদের ভরসার জায়গা। তাই এখানে ভর্তুকি রাখতে হবে।

এফবিসিসিআই সভাপতি জসিম উদ্দিন বলেন, বর্তমানে এনবিআর'র সংস্কার, অবকাঠামো, লজিস্টিক এবং জ্বালানি সহায়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী বলেন, শিল্পের কাঁচামাল, গ্যাস, ট্রেড ব্যালেন্স, মূল্যস্ফীতি, রেমিট্যান্স, রিজার্ভ এবং জ্বালানি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এনবিআর'র কারণে ভয়ে মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখতে চাচ্ছে না। বালিশের নিচে টাকা রাখছে। সিপিডি'র ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আগামী ২-৩ বছরের জন্য উত্তরণকালীন প্যাকেজ করা উচিত। বক্তব্য দেন সিপিডির ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বিআইজিডির ফেলো ইমরান মতিন, পিআরআই চেয়ারম্যান ড. জাইদী সাত্তার প্রমুখ।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেড ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাভার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

আলিশান বাড়ির মালিক যখন 'ভূমিহীন'

দুই উপজেলায় খাসজমি বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম * অনেক ভূমিহীন বঞ্চিত, জমি পেয়েছেন বিত্তবান

ঢাকা ডেস্ক: হোসেন মৃধা বাড়ির সামনে হাতল লাগানো চেয়ারে বসে ছিলেন। তাঁর বয়স প্রায় ৮০ বছর। পাশাপাশি তিনটি পাকা বাড়ি তাঁর তিন ছেলের। বড় ছেলে আবদুস সালাম মৃধা দুবাইয়ে, মেজ ছেলে আলাউদ্দিন মৃধা ও ছোট ছেলে মহিউদ্দন মৃধা সৌদি আরবপ্রবাসী। ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার কৈলাইল ইউনিয়নের চর দড়িকান্দা মৌজার এই গ্রামের নামও হোসেন মৃধার নামে, হোসেনপুর। গ্রামের পাকা সড়কের ওপরেই বাড়ি। সড়কের ওপারে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ। হোসেন মৃধা জানান, মাঠেও তাঁদের পৈতৃক জমি রয়েছে। তবে তাঁর তিন ছেলেই খাসজমি বরাদ্দ পেয়েছেন। অথচ খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করার সরকারি নির্দেশ রয়েছে।

সম্প্রতি এক বিকেলে হোসেনপুরে গিয়ে কথা হয় হোসেন মৃধার সঙ্গে। তিনি কিছুটা অসুস্থ। তাঁকে কথা বলতে সহায়তা করছিলেন তাঁর তিন পুত্রবধূ শারমিন, ফাতেমা ও উম্মে হানি। তাঁরা জানান, তাঁদের স্বামীদের নামে উপজেলা ভূমি অফিস থেকে খাসজমি বরাদ্দ হয়েছে। দলিলও সম্পন্ন হয়েছে। তবে জমির পরিমাণ বা কীভাবে তাঁরা খাসজমির বরাদ্দ পেলেন, তা তাঁরা জানেন না।

আরেক দিন পাশের উপজেলা দোহারের মাহমুদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (সদ্য সাবেক) তোফাজ্জল হোসেনের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, সড়কসংলগ্ন প্রাচীরঘেরা বিশাল পাকা বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান ও সবজিখেত। প্রায় ৭০ বিঘা জায়গা নিয়ে তাঁদের এই পারিবারিক বাড়ি। তবে ভূমিহীন হিসেবে তাঁর ছেলে, মেয়ে, জামাই, ভাইসহ মোট ২০ জন খাসজমির বরাদ্দ পেয়েছেন। বরাদ্দপ্রাপ্তির কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন।

সরেজমিনে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, নবাবগঞ্জ ও দোহারে কৃষি খাসজমি বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। সম্প্রতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাসজমি বিতরণ করা হয়েছে বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে। যাঁরা খাসজমির বরাদ্দ বা ইতিমধ্যে দলিলের মাধ্যমে মালিকানা পেয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগই সৌদি আরব, দুবাই, কাতার, কুয়েত, ইরাক, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশে চাকরি করছেন। কেউ অনেক বছর প্রবাসে চাকরি শেষে দেশে ফিরে ব্যবসা করছেন। তাঁদের প্রায় সবারই গ্রামে একতলা বা দোতলা বাড়ি। গাড়িবারান্দায় লাল টালির ছাউনি, দোতলার খোলা ঝুলবারান্দায় বাহারি ফুলের গাছ লাগানো।

এ ছাড়া ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, রাজনীতিক, ব্যবসায়ীরা বরাদ্দ পেয়েছেন খাসজমি। বাদ পড়েননি সাংবাদিকেরাও। অথচ যাঁদের এসব জমি পাওয়ার অগ্রাধিকার, সেই নিঃস্ব মানুষেরাই বঞ্চিত হয়েছেন। প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে নবাবগঞ্জের হায়াতকান্দা গ্রামের অটোচালক আবুল কালাম বলছিলেন, 'যাদের টাকা আছে, তারাই জমি পায়। যাদের টাকা নাই, তাদের জমিও নাই।' সড়কের মোড়ে টিনের ছাপরায় থাকেন তিনি। খাসজমির জন্য আবেদন করেছিলেন; তবে পাননি। তাঁর মতো নিঃস্ব অনেকেই অভিযোগ করেছেন, ভূমি অফিসের একশ্রেণির অসাধু লোকের সঙ্গে যোগসাজশ করে প্রভাবশালীরাই খাসজমি বরাদ্দ নিয়েছেন।

পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীর ভাঙনের কারণে এই দুই উপজেলায় বহু মানুষ তাঁদের ঘরবাড়ি ও ফসলি জমি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তবে তাঁদের মোট সংখ্যা জানা যায়নি। খাস কৃষিজমি বরাদ্দের বিষয়ে সরকারি নীতিমালায় ভূমিহীনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'যে পরিবারের বসতবাড়ি ও কৃষিজমি কিছুই নেই কিন্তু পরিবারটি কৃষিনির্ভর, তাই ভূমিহীন। এ ছাড়া যে পরিবারের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাড়ি আছে কিন্তু কৃষিজমি নেই, সেই পরিবারও ভূমিহীন গণ্য হবে। তবে বসতবাড়ির সঙ্গে কৃষিজমি থাকলে তারা ভূমিহীন হিসেবে খাসজমি পাবে না।'

নীতিমালা অনুসারে, থানার সহকারী কমিশনার (ভূমি) খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সদস্যসচিব হবেন। তাঁর নেতৃত্বে কমিটি সরেজমিনে যাচাই করে প্রকৃত ভূমিহীনদের খাসজমি বরাদ্দ দেবে; কিন্তু বাস্তবে এই দুই উপজেলায় তা করা হয়নি বলে অভিযোগ।

জেলা প্রশাসকের নির্দেশে পাওয়া গেল নবাবগঞ্জের তালিকা

নবাবগঞ্জে খাস কৃষিজমি বরাদ্দ নিয়ে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পেয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবদুল হালিমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন প্রথম আলোর এই দুই প্রতিবেদক। খাসজমি বরাদ্দে অনিয়ম করা হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। খাসজমি বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা চাইলে আবদুল হালিম রেগে ওঠেন। তিনি বলেন, 'খাসজমি যাদের পাওয়ার কথা, তারাই পেয়েছে। সাংবাদিকদের এই তালিকার দরকার কী?' তিনি জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে তালিকা নিতে বলেন।

এরপর জেলা প্রশাসক শহিদুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি নবাবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মতিউর রহমানকে খাসজমি বরাদ্দের তালিকা দিতে নির্দেশ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস থেকে দুটি তালিকা দেওয়া হয়। এর একটিতে ৪৪ জন ও অপরটিতে ২৪ জন, মোট ৬৮ জনের নাম রয়েছে।

ওই তালিকা ধরে নবাবগঞ্জের খাসজমি বরাদ্দপ্রাপ্ত ৩৩ জনের বাড়িতে যান এই দুই প্রতিবেদক। তাঁরা সবাই সচ্ছল। পাকা বাড়ি ও অনেকের যথেষ্ট জমিজমা আছে। জমি বরাদ্দ পেতে কোনো আর্থিক লেনদেন করতে হয়েছে কি না, জানতে চাইলে কেউ কেউ বলেন, কোনো টাকা লাগেনি। আবার কেউ বলেন, কিছু খরচ তো আছেই। যেমন মানিকগঞ্জ সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত সোনাবাজু গ্রামের হিউবার্ট গমেজ, রোমিও শিমুল গমেজ ও চার্লস ক্লাউস গমেজ খাসজমির বরাদ্দ পেয়েছেন। সোনাবাজু বাজার থেকে খানিকটা সামনেই প্রধান পাকা সড়কসংলগ্ন তাঁদের টিনের প্রাচীরঘেরা বাড়ি। খাসজমির বরাদ্দ ও অন্য জমিজমার কাগজপত্র ঠিক করতে কিছু খরচ করতে হয়েছে বলে তাঁরা জানান।

ধলেশ্বরী নদীর পারে কৈলাইল ইউনিয়নের দৌলতপুর গ্রাম। এই গ্রামের খান পরিবার ধনে-জনে সুপরিচিত। অনেক বড় জায়গা নিয়ে তাঁদের পাকা বসতবাড়ি। একটি উঠানের সামনে বাড়িগুলো সারিবদ্ধভাবে তৈরি। বাগানবাড়ির মতো সুদৃশ্য বাড়ি করেছেন কেউ। সামনে টিনের ছাউনি দেওয়া গবাদিপশু পালনের জায়গা।

খান পরিবারের ভাইভাতিজা মিলিয়ে ১১ জন খাসজমির বরাদ্দ পেয়েছেন। তাঁরা হলেন আলী আকবর, মো. রিয়াজুল, মো. শামিম খান, মো. নূরুজ্জামান, নূর আলম খান, জহিরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম খান, মো. ফারুক, মো. আনছার, আনোয়ার হোসেন খান ও মনির খান। তাঁদের মধ্যে এখন পাঁচজন সৌদি আরব, কুয়েত ও দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত। তাঁদের পরিবারের পক্ষে বড় ভাই আবদুর রহিম খান জানান, চরের প্রায় ছয় বিঘা খাসজমি তাঁরা বরাদ্দ পেয়েছেন। অনেক দিন ধরে ওই জমি তাঁদের দখলে রয়েছে। তাঁরাই চাষাবাদ করছেন।

গ্রামের বাসিন্দারা জানান, ধলেশ্বরীর চরে বেশ কিছু খাসজমি রয়েছে। সেসব জমির দখল নিয়ে ভূমিহীন ও প্রভাবশালীদের মধ্যে বহুবার দাঙ্গা হয়েছে। ঘটেছে হতাহতের ঘটনা।

শোল্লা ইউনিয়নের হায়াতকান্দা গ্রামের প্রয়াত আস্কর মোল্লা এলাকায় সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর নাম বলতেই লোকজন বাড়িটি দেখিয়ে দেন। দেয়ালে নীল রঙের টাইলস। বাড়ির সামনে অনেকটা জায়গায় মেহগনিগাছের বাগান, বাঁশঝাড়। সেসব পেরিয়েই মোল্লাবাড়ি যেতে হয়। সেদিন দুপুরে বাড়িতে গৃহস্থালির কাজ করছিলেন আস্কর মোল্লার স্ত্রী রহিমা বেগম। তিনিই খাসজমি বরাদ্দ পেয়েছেন। তিনি জানান, জমি কীভাবে পেয়েছেন, তা বলতে পারবেন না। এই জমি অনেক দিন থেকেই তাঁদের ভোগদখলে আছে। কাগজপত্র তৈরি করেছেন তাঁর দুই ছেলে আসলাম মোল্লা ও কামাল মোল্লা। তাঁরা ১০ বছর ধরে সৌদি আরবে চাকরি করছেন।

কৈলাইলের দড়িকান্দা গ্রামের ব্যাপারীবাড়ি এলাকায় বেশ পরিচিত। সেই বাড়ির হিরু ব্যাপারীর দুই ছেলে মো. জুয়েল ও ফারুক হোসেন এবং তাঁদের আরেক ভাই মো. আরিফও খাসজমির বরাদ্দ পেয়েছেন। জুয়েলের স্ত্রী সোহাগী জানান, জুয়েল তাঁর মাকে নিয়ে ওমরাহ করতে গেছেন। তাঁদের পরিবারের অনেকেই সৌদি আরব ও মালয়েশিয়ায় চাকরি করেন। প্রত্যেকের আলাদা পাকা ঘরবাড়ি। সামনে গরুর খামার। মাঠেও জমিজমা রয়েছে। নিজেরাই কৃষিশ্রমিক দিয়ে চাষাবাদ করেন। কিছু খাসজমির বরাদ্দ তাঁরা পেয়েছেন, তা জানেন। এর বেশি কিছু জানেন না বলে তিনি জানান।

নবাবগঞ্জের শোল্লা ইউপি চেয়ারম্যান ও নবাবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, ভূমি বরাদ্দ দিয়েছেন উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তিনি এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তিনি চেয়ারম্যান হওয়ার আগেই বেশির ভাগ ভূমিহীনকে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া কৈলাইল ইউপি চেয়ারম্যান বশির আহমেদ স্বীকার করেন, তাঁর ইউনিয়নের দৌলতপুর এলাকায় ভূমিহীনদের ভূমি বরাদ্দের বিষয়ে কিছুটা অনিয়ম হতে পারে। এতে কয়েকজন বিত্তশালী ও প্রবাসীর পরিবার জমি বরাদ্দ পেতে পারে।

এখন তিনি বিব্রত

দোহার উপজেলায় গত তিন বছরে ১০৯ জনকে ভূমিহীন হিসেবে খাসজমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যে জমির দলিল বুঝে পেয়েছেন। অনেকে দলিল পাননি, প্রক্রিয়া চলছে। প্রথম দফায় বরাদ্দ পাওয়া ৬৭ জনের তালিকা খতিয়ে দেখা গেছে, অনেকেরই স্থাবর সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পাকা ঘরবাড়ি রয়েছে।

দোহারে মাহমুদপুর ইউনিয়নের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান তোফাজ্জল হোসেনের তিন ছেলে, এক মেয়ে, ছোট ভাই ও তাঁর স্ত্রী, চার ভাতিজা ও তাঁদের স্ত্রী, তিন ভাগনে ও তাঁদের স্ত্রীসহ মোট ২০ জন খাসজমি বরাদ্দ পেয়েছেন। তোফাজ্জেল জানান, তাঁর পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা খাসজমির বরাদ্দ পেলেও এখনো দলিল বুঝে পাননি।

তাঁর এই বিশাল বাড়ি সম্পর্কে জানতে চাইলে তোফাজ্জেল বলেন, 'এটি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি।' তাহলে কেন খাসজমির জন্য আবেদন করেছেন? জবাবে তিনি বলেন, 'এই বাড়ির জায়গা খাস খতিয়ানভুক্ত হয়ে গেছে।' এরপর বলেন, এই বাড়ি এখন তাঁর, কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়ে, ভাইভাতিজাদের নামে কোনো সম্পত্তি নেই। সে কারণে তাঁরা খাসজমি পেতে পারেন।

এক প্রশ্নের জবাবে তোফাজ্জেল হোসেন জানান, মাহমুদপুর ও আশপাশের এলাকায় পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীর ভাঙনকবলিত পরিবারের সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। তাহলে এত বিপুলসংখ্যক ভূমিহীন লোক থাকতে তিনি নিজ পরিবারের এত সদস্যের জন্য খাসজমি বরাদ্দের সুপারিশ করলেন কেন? এর জবাব দিতে গিয়ে তিনি কিছুটা বিব্রতবোধ করেন। একসময় তিনি স্বীকার করেন, কাজটি নৈতিকভাবে ঠিক হয়নি। এরপর থেকে যেন প্রকৃত ভূমিহীনেরা খাসজমি পান, সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন।

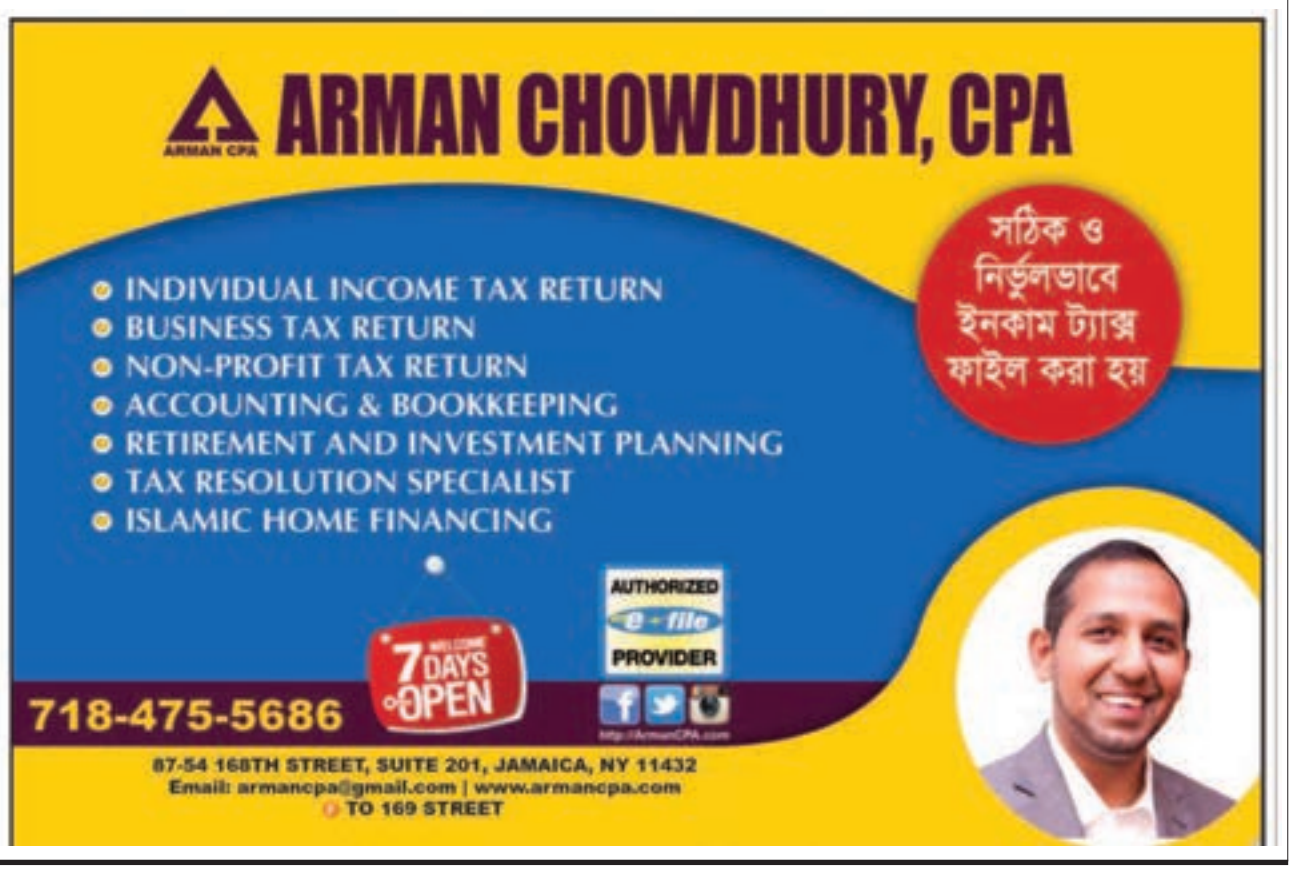
সরেজমিনে দেখা গেছে, দোহার এলাকায় এই চেয়ারম্যানের পরিবার ছাড়াও অনেক বিত্তবান ব্যক্তি খাসজমি পেয়েছেন। এ ছাড়া দোহারে টিভি চ্যানেল ও জাতীয় দৈনিকের চার সাংবাদিক খাসজমি পেয়েছেন, যাঁদের সবার বাড়ি ও স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে।

দোহারে সরেজমিনে খোঁজ নিতে গিয়ে অবশ্য খাসজমি পাওয়া বেশ কয়েকটি পরিবার পাওয়া গেছে, যারা প্রকৃতই ভূমিহীন। এসব পরিবারের মধ্যে বড় ইকরাশী গ্রামের পাঁচ ভাই বাবুল হোসেন, বেলাল হোসেন, চান মিয়া, মোতালেব হোসেন ও শরিফুল রয়েছেন। বড় ভাই বাবুল জানান, তাঁরা সবাই দিনমজুর। দেখা গেল, বরাদ্দ পাওয়া জমিতে টিনের ছাপরা তুলে তাঁরা মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করেছেন। খাসজমি বরাদ্দ পাওয়া আরও কয়েকজন ভূমিহীন বলেন, বরাদ্দ পেতে কোনো টাকা খরচ করতে হয়নি।

খাসজমি বিতরণে অনিয়মের বিষয়ে দোহারের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোস্তাফিজুর রহমান জানান, সবে তিনি এই উপজেলায় বদলি হয়ে এসেছেন। এখনো তিনি কোনো খাসজমি বরাদ্দ অনুমোদন করেননি। কেউ অনিয়মের বিষয়ে অভিযোগ করেনি। অনিয়ম পাওয়া গেলে উচ্চপর্যায়ে জানাবেন।

নবাবগঞ্জের ৩৩ জন ও দোহারের অন্তত ২৫ জনের খাসজমি বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কে জানালে জেলা প্রশাসক শহিদুল ইসলাম বলেন, যদি নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটে, তবে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেবেন, যেন কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সভা করে বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা নতুন করে পর্যালোচনা করা হয়। অনিয়ম পাওয়া গেলে বরাদ্দ বাতিল করা হবে।





sunman express
global money transfer

রেমিট্যান্স পাঠাতে ফি নিচ্ছে না সানম্যান এক্সপ্রেস

(শেষের পাতার পর)

গ্রাহকরা এই সুবিধা পাবেন। উল্লেখ্য, সানম্যান এক্সপ্রেস বিগত ২৫ বছর ধরে বৈধভাবে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে আসছে। বাংলাদেশের ৯টি ব্যাংকের সাথে সানম্যানের রেমিট্যান্স পার্টনার আছে। ব্যাংকগুলো হচ্ছে, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার ব্যাংক লিমিটেড, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড। উল্লেখিত ব্যাংকগুলোর সকল শাখা, উপশাখা এবং এজেন্ট লোকেশন থেকে সানম্যানের গ্রাহকরা ভোটার আইডি দিয়ে ক্যাশ পিকআপ বা নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। এছাড়া বাংলাদেশে সকল ব্যাংক একাউন্টে টাকা পাঠাতে পারবেন। সানম্যান থেকে গ্রাহকরা বৈধ পথে ভালো রেটে বিকাশ এবং উপায় থেকে ২.৫% প্রণোদনাসহ টাকা পাঠাতে পারবেন। এছাড়া সানম্যানের মাধ্যমে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে টাকা পাঠালে গ্রাহকরা অতিরিক্ত .৫০% ভাগ বেশী প্রণোদনা পাবেন, পাশাপাশি থাকছে বিশেষ উপহার।

সানম্যান এর সিইও মাসুদ রানা তপন বলেন, বৈধপথে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সানম্যান বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় সানম্যান এর সকল শাখা থেকে রেমিট্যান্স পাঠাতে কোন ফি লাগছে না। তিনি প্রবাসী সবাইকে বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠাতে অনুরোধ জানান। বলেন, গ্রাহকদের বেশি সুবিধা দিতেই আমরা এটি চালু করেছি।

রোদ পোহানোর উপকারিতা

(শেষের পাতার পর)

আর শীতকালে ২০ থেকে ৩০ মিনিট গায়ে রোদ লাগানো উচিত।

রোদ পোহালে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যায়। রোদ গায়ে লাগালে হাড় খুব সহজেই ক্যালসিয়াম শুষে নিতে পারে। ফলে হাড় মজবুত হয়।

ব্রণ, সোরিয়াসিস ও অ্যাকজিমা প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সূর্যের আলো।

সূর্যের প্রখর তাপ ত্বকের ক্ষতি করে। তবে দিনের নির্দিষ্ট ভাগে ত্বকে রোদ লাগালে শরীরে ভিটামিন 'ডি'র ঘাটতি পূরণ হয়। রোদ গায়ে লাগালে মন প্রফুল্ল থাকে এবং কাজে উদ্দীপনা ফিরে পাওয়া যায়।

সূর্যের আলো রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। স্কটল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব এডিনবরার একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২০ মিনিট সূর্যের আলো গায়ে লাগালে পরবর্তী এক ঘণ্টা রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে।

মেসির সঙ্গে মার্টিনেজও নায়ক

(শেষের পাতার পর)

তারকা। তার ম্যাজিকে লিড পেল আর্জেন্টিনা। একক প্রচেষ্টায় তিন ডিফেন্ডারকে ফাঁকি দিয়ে গোল করলেন। এটি মেসির ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে হাজারতম ম্যাচে ৭৮৯তম গোল। যে গোলে বিশ্বকাপে মেসি ছাড়িয়ে গেলেন ডিয়াগো ম্যারাডোনাকেও। আল রাইয়ানের আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়ামে মেসির পর গোল করলেন হুলিয়ান আলভারেজ। শেষ দিকে আত্মঘাতী গোলে শুধু ব্যবধানই কমিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। শেষ মুহূর্তে আর্জেন্টিনাকে বাঁচিয়েছেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। এই গোলরক্ষকের দক্ষতায় নির্ধারিত সময়েই অস্ট্রেলিয়াকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ আটের টিকেট কাটলো আর্জেন্টিনা। আগামী ৯ ডিসেম্বর লুসাইল স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।

উরুর চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একাদশ ছিলেন না আনহেল ডি মারিয়া। তার পরিবর্তে দলে সুযোগ পেয়েছেন সৌদি আরবের বিপক্ষে প্রথম একাদশে থাকা পাপু গোমেজ। ম্যাচের আগে আর্জেন্টিনাকে ভয় না পাওয়ার কথা বলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ গ্রাহাম আরনল্ড। ম্যাচ শুরুতেও ছিল সেই ছাপ। পোল্যান্ডের মতো নিচে নেমে না এসে মাঠে নিজেদের পজিশন ধরে রেখেই খেলা শুরু করে তারা। আর্জেন্টিনার পাসের পর পাস দিয়ে চেষ্টা করছিল জায়গা বের করে আক্রমণে যেতে। তবে মনোযোগ ধরে রেখে অস্ট্রেলিয়া খুব বেশি সুযোগ দিচ্ছিল না আর্জেন্টাইনদের। শুধু লিওনেল মেসিদের ঠেকিয়ে রাখায় নয়, আক্রমণেও চোখ ছিল তাদের। কয়েকবার আক্রমণে গিয়ে আর্জেন্টানই রক্ষণের পরীক্ষাও নিয়েছিল তারা। আর অস্ট্রেলিয়ার কৌশলের কারণে আর্জেন্টিনা চাইলেও অলআউট আক্রমণে যেতে পারছিল না। ম্যাচের প্রথম ৩০ মিনিটে ৬১ শতাংশ বলের দখল রাখলেও, একটি বেশি শট নিতে পারেনি আর্জেন্টিনা। সেই শটটিও অবশ্য লক্ষ্যে ছিল না। ম্যাচে প্রথম কর্নার পায় অস্ট্রেলিয়া। তবে ২৩তম মিনিটে ওই কর্নানের ফায়দা তুলে নিতে পারেনি তারা। ২৮তম মিনিটে সকারুদের দ্বিতীয় কর্নারটিও ব্যর্থ হয়। প্রথমার্ধে নিজের ছায়া হয়েই থেকেছেন লিওনেল মেসি। ৪-৪-২ ফরমেশনে খেলা অস্ট্রেলিয়ার চারজন কখনই বক্সের খুব একটা উপরে উঠেনি। উইং এবং মিড দুই দিক থেকেই আক্রমণে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার রক্ষণ ভাঙার চেষ্টা করছিলেন মেসিরা। তবে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাক লাইনে চিড় ধরাতে পারছিল না তারা। শেষ পর্যন্ত ৩৫ মিনিটে মেসিকে এগিয়ে এসেই ভাঙতে হলো অস্ট্রেলিয়ার ডিফেন্স। ফ্রি-কিক থেকে তার প্রচেষ্টা অস্ট্রেলিয়ান গোলরক্ষক ফিরিয়ে দিলেও, সেই আক্রমণেই ডিবক্সে ভেতর থেকে দারুণ এক মাটি কামড়ানো শটে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। এটি বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে মেসির প্রথম গোল। এর আগে বিশ্বকাপে ৮ গোলের সবকটিই ছিল গ্রুপপর্বে। তবে নকআউটে ৪টি গোলে সহায়তা করেছিলেন মেসি। গতকাল নকআউট পর্বে প্রথম গোলের সুবাদে কয়েকটি রেকর্ডে নাম লেখিয়েছেন এই আর্জেন্টাইন তারকা। বিশ্বকাপে ছাড়িয়ে গেছেন দিয়েগো ম্যারাডোনাকে। বিশ্বকাপে ম্যারাডোনার গোল আটটি, মেসির নয়টি। ১০ গোল নিয়ে এখন মেসির সামনে শুধু গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা। দ্বিতীয়ার্ধে খোলস থেকে বেরিয়ে আসে আর্জেন্টিনা। অস্ট্রেলিয়াও গোল পরিশোধে মরিয়া হয়ে খেলতে থাকায় সুযোগ বাড়ে আর্জেন্টিনার। ম্যাচের ৫৭ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ার গোলরক্ষক ম্যাট রায়ানের ভুলে হুলিয়ান আলভারেজ লিড বাড়ান আর্জেন্টিনার। তবে শেষ দিকে আর্জেন্টিনাকে চেপে ধরে সকারুরা। ৭৭তম মিনিটে ক্রেইগ গুডউইনের শট এনজো ফার্নান্দেজের মুখে লেগে দিক পরিবর্তন করে ঢুকে যায় আর্জেন্টিনার জালে। ৮২তম মিনিটে সমতাসূচক গোলটি প্রায় পেয়েই গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। শেষ মুহূর্তে আজিজ বেহিকের শট কোনোমতে ঠেকিয়ে আর্জেন্টিনাকে রক্ষা করেন দলি খেলোয়াড় লিসান্দ্রো মার্টিনেজ। ম্যাচের ৮৯তম মিনিটে মেসির বাড়ানো বলে লাওতারো মার্টিনেজ ফাঁকায় পেয়েও বাইরে মারেন। যোগকরা সময়েও প্রায় একই রকম মেসির পাস নষ্ট করেন এই ফরোয়ার্ড। বাকি সময়ে মেসি চেষ্টা করেছেন ব্যবধান বাড়াতে। তবে শেষ দিকে ভাগ্য সহায়তা না করায় গোল পাননি এই ফুটবল জাদুকর। রেফারির শেষ বাঁশি বাজানোর আগমুহূর্তে আর্জেন্টিনাকে রক্ষা করেন গোলরক্ষক মার্টিনেজ। ওয়ান টু ওয়ানে ম্যাকলানের শট অসাধারণ দক্ষতায় রক্ষা করে দলকে কোয়ার্টার ফাইনালে তোলেন মার্টিনেজ।

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

(শেষের পাতার পর)

আলোচনা সন্ধ্যা ৬টায় জুইস সেন্টারে।

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সভা ১২ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৫টায় (বাদ মাগরিব) ওজনপার্কেও দেশী সিনিয়র সেন্টারে)

দিনাজপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র ২০২৩-২০২৪ সালের নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান ১৭ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় ১৭৮-৩৬ ওয়েক্সফোর্ড ট্যারেক্স, জ্যাইকা, নিউ-ইয়র্ক ১১৪৩২

ব্যাংক সমাচার

(শেষের পাতার পর)

চলছে কাউবয় বা তস্কর রাজত্ব। আইন শৃংখলার বালাই নেই। লুটপাট ডাকাতি ধরমারকাট, যারা যত অস্ত্র আছে সে তত ক্ষমতাশালী। বিচারআচার হতো প্রকাশ্য গণসমাবেশে। অপরাদিকে মাঝখানে রাখা হতো, চার পাশে জড়ো হওয়া জনতা সমস্বরে চীৎকার করে উঠতো 'কিল হিম' বা 'হ্যাং হিম'। সঙ্গে সঙ্গে গুলী করে অভিযুক্তকে মেরে ফেলা হতো। এই জনতাকে বলা হতো লিঞ্চিং মব।

এইরকম একটা আইয়ামে জাহলিয়াতের যুগে আমেরিকায় ব্যাংকের গোড়াপত্তন। এবং মজার ব্যপার হচ্ছে এই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা নাকি ডাকাতদের হাত ধরে! সে আমলে ডাকাতি ছিনতাই লুট খুন খুবই সাধারন ব্যপার ছিল। লুটেরা বা ডাকাতরা এরওর বাড়ি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যখনতখন ডাকাতি করে সর্বস্ব নিয়ে যেতো। এ সময় গোলাগুলি খুনখারাপিও হতো। তাতে ডাকাতদেরও কেউ কেউ মারা যেতো। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে এক সময় মানুষ বাড়তি সতর্কতা নিতে থাকে, ফলে ডাকাতদের পক্ষে লুটপাট কঠিন হয়ে ওঠে। ততদিনে আইনশৃংখলা রক্ষায় শেরিফ ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। কথিত আছে, এই রকম অবস্থায় ডাকাতরা তাদের আয় রোজগার নিয়ে বিপদে পড়ে যায়। শেষে বহু ভেবে একটা বুদ্ধি বের করে। কয়েক ডাকাত মিলে নিজেরা কিছু টাকা দিয়ে একটা ব্যাংক বানায়। পাবলিককে আহ্বান জানায় তাদের টাকাও সেখানে জমা রাখতে। টাকা নিরাপদ থাকবে আবার মাস শেষে সুদও পাওয়া যাবে। প্রথম প্রথম কথামত লাভও দেওয়া হতো। এক পর্যায়ে যখন দেখা যেতো ব্যাংকে ভাল টাকা জমা হয়েছে, একদিন ডাকাতরা মানে ব্যাংকের মালিকরা সব টাকা মেরে দিয়ে লাপাত্তা হয়ে যেতো বা অন্য কোন বড় শহরে গিয়ে বিলাশী জীবন কাটাতো বা অন্য ধান্ধা শুরু করতো। তখন তো সিঙ্গাপুর ছিল না হয়তো এলএ ডিসি নিউ ইয়র্ক মায়ামিতে গিয়ে সেটেল হতো। ব্যাংক বানিয়ে গ্রাহকদের টাকা মেরে দেওয়ার এই ব্যবসায় ডাকাতদের অনেক সুবিধা ছিল। প্রথমমত: বাড়ী বাড়ী গিয়ে ডাকাতি করতে হতো না, পাবলিকের হাতে ধরা পড়ে মারা যাওয়ার ভয় ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা সব বাড়ীর টাকা এক জায়গায় জমা হতো, একটা দানেই কারবার শেষ! হাল আমলের দেশীয় চালচিত্র দেখে ঘোরে পড়ে গেছি, আমরা তাহলে কোন যুগে আছি!

১ কোটি ৮০ লাখের বেশি ইঁদুর!

(শেষের পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘাঁটি গেঁড়েছে ইঁদুর। সামলাতে নাজেহাল হতে হচ্ছে প্রশাসনকে। তাই এবার শহর থেকে ইঁদুর দূর করার মিশনে নেমেছে নিউইয়র্ক প্রশাসন। নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের অফিস থেকে এই মর্মে একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শহরব্যাপী ইঁদুর নিধন কর্মকান্ডের জন্য একজন 'ডিরেক্টর' চাই। সর্বোচ্চ বেতন বছরে প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় যা প্রায় ১ কোটি ৭৪ লাখ টাকারও বেশি। যিনি ওই পদে চাকরি করবেন তাকে ইঁদুরের 'জার' বা 'স্ম্রাট' বলে ডাকা হবে বলেও দাবি করা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে।

বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শহরের ইঁদুরগুলো 'অত্যন্ত চালাক এবং মারাত্মক পেটুক। নিজেদের রক্ষা করতেও অত্যন্ত দক্ষ।'

নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের এই শহরে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখের বেশি ইঁদুর রয়েছে। সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস স্বীকার করে নিয়েছেন বিজ্ঞাপন ও পুরস্কারের কথা। তিনি জানিয়েছেন, যিনি এই কাজ করবেন, তার ইঁদুরের প্রতি কোনো দয়ামায়া থাকলে চলবে না। অক্টোবর মাসেও অ্যাডামস সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছিলেন, শহরকে অপরাধমুক্ত করা যত জরুরি, ইঁদুরমুক্ত করাও ততটাই জরুরি। সূত্র: ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।



লন্ডনের চিঠি

(প্রথম পাতার পর)

উঠছে দেশটি। যদিও একটা রাজনৈতিক অসিস্থতিশীলতার ছায়া বিরাজ করছে সর্বত্র। তবুও সাধারণ মানুষ মেতে উঠেছে ক্রীসমাসের আনন্দে। রাস্তাঘাট, বিপনী বিতান, বিমানবন্দর সর্বত্র সাজানো হয়েছে ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে। কেনা কাটা শুরু হয়েছে। দোকানে দোকানে সর্বত্র একটা উৎসবের আমেজ।

রাতের লন্ডন এবং ডালিম মাখানো ভাত

আমার হিলটন হোটেলের রিসেপসনের মুসলিম ছেলেটি বল্লো, স্যার একটা ভালো টার্কিশ হালাল রেস্টুরেন্ট আছে। মুসলিম দ্বারা পরিচালিত। খাবার এনজয় করবেন। টেক্সি ডেকে দিচ্ছি চলে যান। সে ডাকলো আরেকজন পাকিস্তানী টেক্সি ড্রাইভারকে। বিল দিতে হলো ২১ পাউন্ড। কার্ড নেবেনা, ডলার নেবেনা। পাউন্ড দিতে হবে। তাই সই। দোকানটির নাম Fees BBQ. তার্কিস রেস্টুরেন্টস

ঠিকানাঃ Barnfield Road, Northgate,Crawly RH 108DS, London

অনেক ওয়াইড স্পেস নিয়ে রেস্টুরেন্ট টি। মাঝেই ইয়া বড় একটা বার।

একপাশে তিনজন সঙ্গীত শিল্পী কোরাস গেয়ে গ্রাহকদের মনোঞ্জন করছে। আর এক পাশে হুল্লোর নাচ চলছে। ড্রামের শব্দে কান ঝালা পালা। শনিবার রাত বলেই হয়তো উদ্দামতা বেশী।

তার্কিস চমৎকার ওয়েটার ছেলেটা এক পাশে যত্ন করে বসাল। মেনু নিয়ে এলো। খাবার চয়েস করতে সাহায্য করলো। নানা পদের কাবাব। চিকেন কারি। ভাত, রুটি ইত্যাদি। সালাদ চাটনি কয়েকপদ। সবচেয়ে মনে রাখার মত একটি বিশেষ সালাদ। টমেটো, শশা, লতা পাতা তো আছেই। তবে যা চোখে পরার মতো তা হলো সালাদে ডালিমের লাল লাল রসালো বিচি। সালাদে ডালিমের ব্যবহার ইতোপূর্বে পৃথিবীর আর কোথাও আমার চোখে পরেনি। ভাতের সাথে মজাদার সালাদ, সাথে ডালিমের বিচি-অপূর্ব লাগলো। খেয়ে রাস্তায় বের হলাম।

পাশে অন্য একটি রেস্টুরেন্ট। নাম-The Raj Tandoiri-2

তার মানে আরো একটা রেস্টুরেন্ট আছে। এটি জমজ ভাই। ঢুঁ মারলাম।

রিসেপসানে সাদা একজন মহিলা। ভেতরে বাংলা কথা শোনা যাচ্ছে।

একজনকে ডাকলাম। আসলেন। তিনি খাঁটি বাংলাদেশী। লম্বা দাড়ি। বললেন, সরি ভাই, আমরা শুধু টেক আউট করি। বসানোর ব্যবস্থা নেই।

পাশে টার্কিশ রেস্টুরেন্ট আছে। সব হালাল খাবার। জানালাম ওখান থেকেই খেয়েই বেরিয়েছি।

তিনি জানান, সামনে পাঁচ মিনিট হাঁটলে বেঙ্গল স্পাইসি রেস্টুরেন্ট আছে। খাঁটি বাংলাদেশী খাবার পাবেন।

বল্লাম, আজ পেট ভর্তি। অন্য একদিন এলে খেয়ে যাবো।

আবারও পথ চলা.....

এবার চোখে পড়লো- নর্থ গেট ফিস বার।

সব মাছের আইটেম। বসার আরামপ্রদ ব্যবস্থা নেই।

মাছ তো একটা নির্দোষ খাবার। তার সাথে আবার বার নামটা যুক্ত কেন বুঝলাম না।

রাত বাড়ছে। আমরা লন্ডনের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। শনিবারের উদ্দাম রাত। ক্রীসমাসের রাত।

যখন হোটেলে ফিরলাম তখন মাঝরাত পাশ ফিরে শুয়েছে।

লন্ডনে 'বাংলা টাউন' গেট ও 'মাটির টান' দেয়ালচিত্র।

আমরা আজ এসেছি লন্ডনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত ঐতিহ্যবাহী ব্রিক লেনে। লন্ডনের পাতাল রেলের অলগেট ইস্ট স্টেশনে নেমে মিনিট কয়েক হাঁটলেই ব্রিক লেন। এখানে এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেশ কয়েক দশক ধরে প্রবাসী বাঙালীরা বসবাস করছেন। বাংলাদেশী অভিবাসী অধ্যুষিত ব্রিক লেনকে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় কাউন্সিল 'বাংলাটাউন' বলে ঘোষণা দেয়। রাস্তার পাশের ফলকগুলোতে ইংরেজি চিহ্নের নিচে বাংলায় লেখা নাম, বাংলাদেশী পতাকা অনুসরণ ল্যাম্পপোস্টেও লাল-সবুজ রং দেওয়া।

ব্রিক লেনের বাঙালী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য কেবল যে বাংলাদেশী, তা নয়। তাদের একটি বিশেষত্ব হলো তারা বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে আগত, আর সেটি হলো সিলেট। ষাটের দশকে তারা পূর্ব লন্ডনে আসেন এবং ব্রিক লেনের আশপাশের ইহুদি মালিকানাধীন টেক্সটাইল কারখানাগুলোতে কাজ শুরু করেন।

এখানে গত মার্চ মাসে উদ্বোধন করা হয়েছে 'বাংলা টাউন' গেট ও 'মাটির টান' নামের একটি দেয়ালচিত্র।

বাংলাদেশী খাবার, দেয়ালচিত্র ও ঐতিহ্যবাহী পোশাক পণ্যের জন্য বিখ্যাত ব্রিক লেন। এর আশপাশের এলাকা 'বাংলা টাউন' নামে পরিচিত। ব্রিক লেনে বহু আগে থেকেই একটি গেট ছিল। সেটি সংস্কার ও বাংলা অক্ষরে 'বাংলা টাউন' নামটি যুক্ত করে পুনরায় স্থাপন করা হয়েছে।

'বাংলা টাউন' গেটের পাশের ভবনের দেয়ালে আঁকা হয়েছে একটি দেয়ালচিত্র। সেখানে স্থান পেয়েছে নদীর বুকে মাঝির দাঁড় টানার দৃশ্য। এর একপাশে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী কিন সেতু। নিচের অংশে চায়ের পাতা সংগ্রহে ব্যস্ত এক নারীর চিত্র শোভা পাচ্ছে।

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত চিত্রশিল্পী মোহাম্মদ আলী দেয়ালচিত্রটি এঁকেছেন।

দুপুরের খাবার খেলাম ব্রিক লেনের একটি জনপ্রিয় রেস্তোরা 'গ্রাম বাংলা'য়। এর সত্বাধিকারী আতিকুর রহমান জনপ্রিয় টিভি রাধুঁনি। অতিথিদের তিনি নতুন নতুন পদ্ধতিতে খেতে উৎসাহিত করেন। আমাদের কথা শুনে এক ঘন্টা ড্রাইভ করে ছুটে এলেন। আমরা ততক্ষণে খাওয়া শেষ করেছি। তার পরও তার অনুরোধে দই মিস্টি খেতে হলো।

লন্ডন ব্রীজ

আজ আমাদের প্রোগ্রাম ছিলো লন্ডন সিটি সাইট সিয়িং। প্রথম গন্তব্য লন্ডন ব্রীজ, পরে বাঙালী পাড়া ব্রিকলেন এবং শেষে কোন একটা মলে কেনাকাটা। এখন মাত্র ব্ল্যাক ফ্রাইডে শেষ হয়েছে। চলছে ক্রিসমাসের কেনা কাটার ধুম। এসময় ইউরোপের বিপনি









বিতানগুলোতে আকর্ষনীয় মূল্য ছাড় দেয়া হয়।

আমাদের দলে লোকসংখ্যা ৭। উবার কল দিতে গিয়ে দেখলাম ৬ সিটের চেয়ে বড় গাড়ী নেই। লন্ডন ব্রীজের ভাড়া দেখাচ্ছিলো ১০১ পাউন্ড। ভাড়া রিজনেবল।

হোটেল রিসেপসানে গেলাম। তারা কল দিলো গাড়ীর জন্য। ৭ সিটের ভ্যান পাওয়া যাবে। তবে ভাড়া হাঁকলো ১৭৮ পাউন্ড। বড্ড বেশী মনে হচ্ছিলো।

আমাদের হোটেলের পাশেই রেল স্টেশন। ওখানে গেলাম। টিকিট কাউন্টারের পাশে সাহায্য করার জন্য লোক আছে। জানতে চাইলো আজকে ঘোরার পরিকল্পনা কি। বল্লাম। উনি বল্লেন সারা দিনের জন্য ডে পাস কিনে নাও। বাস ট্রেন সারা দিন ভ্রমণ করা যাবে।

রাজী হলাম। ৭ জনের সারা দিনের ডে পাস লাগলো মাত্র ৫৬ ডলার যা বলা যায় জলের দাম।

অল্প সময়ে ট্রেন আমাদের পৌছে দিল লন্ডন ব্রীজ স্টেশনে।নেমে মিনিট পাঁচের হাঁটতেই দেখা মিললো ব্রীজের।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক নান্দনিক, ব্যতিক্রমী ও বিচিত্র ব্রিজ থাকলেও যুক্তরাজ্যের লন্ডন ব্রিজের মতো খ্যাতি আর কোনো ব্রিজের নেই। বছরের পর বছর ধরেই সমগ্র বিশ্বেই আলাদা একটি আবেদন ও আবহ তৈরি করে রেখেছে লন্ডনে অবস্থিত এ ব্রিজটি। ব্রিজের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো এর ওপর রয়েছে বিশাল আকৃতির দুটি টাওয়ার।

লন্ডনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নগরীর পূর্বাংশ যখন জনবহুল হয়ে পড়ে তখন নগরীর বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ কমাতে অপরপাশে লন্ডনকে বাড়াতে ১৮৮৬ সালে ব্রিজটির নির্মাণ শুরু হয়। আট বছরের নির্মাণ কাজ শেষে ১৮৯৪ সালে ব্রিজটি সর্বসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। ব্রিজের উদ্বোধন করেছিলেন রাজা এডওয়ার্ড-৪ ও রানী আলেকজান্ডারা। ব্রিজটি নির্মাণে সেই সময় ব্যয় করা হয়েছিল ১১ লাখ ৮৪ হাজার পাউন্ড।

হাজার হাজার দর্শনার্থী দূর-দূরান্ত থেকে দেখতে আসে এ ব্রিজ। এর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি মাঝ বরাবর আলাদা হয়ে উপরের দিকে উঠে যেতে পারে যাতে করে বড় আকারের কোনো জাহাজ এর নিচ দিয়ে চলে যেতে পারে। টেমস নদীর ওপর অবস্থিত এ ব্রিজটির দৈর্ঘ্য ২৬৯ মিটার এবং প্রস্থ ৩২ মিটার। এ ব্রিজটি ১৯৭৩ সালের ১৭ মার্চ সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

লন্ডন ব্রিজের উপর দিয়ে অনেক দুর্যোগ গেছে। বিভিন্ন কারণে এই ব্রিজটি ধ্বংসের উপক্রমও হয়েছে একাধিকবার। দশ শতকে ভাইকিং জলদস্যুরা একবার এই ব্রিজ ধ্বংস করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডেও এই ব্রিজ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে একের পর এক দুর্যোগের কারনে ব্রিজটি পাথর দিয়ে নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পাথর দিয়ে প্রথম ব্রিজের পরিকল্পনা করেন পিটার ডি কোলচার্চ। তার ডিজাইনে দীর্ঘ ৩৩ বছরের পরিশ্রমে ১১৭৬ সালে নির্মিত হয়ে লন্ডন ব্রিজ। এই সময়ই এটি ৬০ ফুট লম্বা ও ৩০ ফুট প্রশস্ত ছিল। এতে একটি টাওয়ার ও দরজা ছিল। ১৩ শতকে এই ব্রিজের উপর ১৪০টি বিভিন্ন রকমের দোকান ছিল। এখানে সোনা-রূপা বিক্রির কথা ছড়াটিতে উল্লেখ আছে। ১৬৬৬ সালে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল লন্ডন ব্রিজ। কিন্তু এর খিলান ও ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৮২০ সালে লন্ডন ব্রিজটি নতুন করে নির্মানের উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৮৩১ সালে এটি সবার জন্য খুলে দেয়া হয়। এই সময় পুরাতন ব্রিজটি সরিয়ে ফেলা হয়। এই ব্রিজটি টুকরো টুকরো পাথরে ভাগ করে আমেরিকার অ্যারিজোনায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে লেক হাবাসুতে এই ব্রিজটি স্থাপন করা হয়।

গত দু'দিন ধরেই লন্ডনের আকাশ ছিলো মেঘলা। টিপ টিপ বৃস্টি ঝরছে সারাদিন। রেইন কোট, ছাতা নিয়ে চলতে হচ্ছে। অবশ্য লন্ডনের আকাশের চরিত্রই এরকম। মনে দুঃখ নিয়ে লাভ নেই।

শহীদ আলতাব আলী পার্ক

এডলার স্ট্রীট ইস্ট সাবওয়ে থেকে নেমে একটু হেঁটে বার্গার কিং এর পাশ দিয়ে বামে মোড় নিলেই লন্ডনের বিখ্যাত বাঙালী পাড়া ব্রিক লেন। মোড় না নিয়ে হাতের ডানে শহীদ আলতাব আলী পার্ক। এটি এডলার স্ট্রীট, হোয়াইট চার্চ লেন এবং হোয়াইট চ্যাপেল হাই স্ট্রীট, লন্ডন ই১ এ অবস্থিত। এটি একটি ছোট পার্ক হলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এই পার্কটির আগের নাম ছিল সেন্ট মেরিস পার্ক। এটি ১৪শতকের পুরনো হোয়াইটচ্যাপেল, সেন্ট মেরি মার্টফেলেন-এর অংশ যা থেকে হোয়াইটচ্যাপেল এলাকার নামকরণ করা হয়।

ব্রিকলেন ঢোকার আগে আমরা প্রথমে গেলাম আলতাব আলী পার্কে। এর আগেও কয়েকবার আমি ব্রিকলেনে এসেছি। তবে আলতাব আলী পার্কে যাওয়া হয়নি। এবার সময় নিয়ে এসেছি পার্কটি ঘুরে দেখবো বলে।

আলতাব আলী পার্কের নামকরণ করা হয় শহীদ আলতাব আলীর নামে যিনি ছিলেন বৃটেনে অভিবাসী বাংলাদেশী ফ্যাক্টরী শ্রমিক। যিনি ১৯৭৮ সালের ৪মে কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে পূর্ব লন্ডনের এডলার স্ট্রিটে বর্ণবাদীদের হাতে খুন হন।

স্থানীয় একজন বাসিন্দা সিলেটের ওয়াশিংটন আহমেদ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন।

১৯৭৮ সালের ৪ মে বৃহস্পতি বার, সন্ধ্যা অনুমানিক ৭.৪০ মিনিট কাজ শেষে রাতে বাসস্থানে ফেরার পথে পূর্ব লন্ডনের এডলার স্ট্রিটে বর্ণবাদীদের হাতে খুন হন। তার মৃত্যুর পর লন্ডনের বাঙালী সম্প্রদায় বর্ণবাদবিরোধী প্রতিবাদে নামেন। এসময় বাঙালীদের সাথে লন্ডনে বসবাসকারী আফ্রিকান এবং এশীয়রা প্রতিবাদে যোগ দেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই আন্দোলন মারাত্মক আকার ধারণ করে। প্রশাসনের তরফে আলতাব আলীর তিন হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারের পরে আদালত ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে এদের একজনকে ছুরিকাঘাতের জন্যে সাত বছরের জেল এবং বাকি দুইজনকে সাহায্য করার জন্যে তিন বছর করে জেল দেয়। পরে ১৯৯৮ সালে আলতাব আলীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেন্ট মেরী পার্ক যেখানে আলতাব আলীকে খুন করা হয়েছিল তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আলতাব আলী পার্ক হিসেবে নামকরণ করা হয়। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের তৎকালীন স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।

পরে এই পার্কে একটি শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা করা হয় যেটি বাঙালীর ভাষা-শহীদদের স্মরণে বহির্বিশ্বে বানানো প্রথম শহীদ মিনার। তার আগে ব্রিটেনে বাঙালী সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ও প্রাচীনতম সংগঠন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের সাড়ে বায়ান্নো হ্যানবারি স্ট্রিটের একটি হলে অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করে এই শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যবস্থা করা হতো। দীর্ঘ কয়েক বছর এভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে খোলা আকাশের নিচে একটি শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠার জন্যে স্থানীয় কাউন্সিলের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে। এমনি এক পর্যায়ে ৮০ এর দশকে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে শহীদ আলতাব আলীর নামে নামকরণ করে পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডের পার্কে ১৯৯৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে প্রথম অস্থায়ীভাবে একটি শহীদ মিনার স্থাপন করে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সঙ্গে এ বিষয়ে দেন-দরবারের এক পর্যায়ে একটি স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণে কাউন্সিল-সম্প্রদায়ের ঐকমত্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সম্প্রদায়কে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে জায়গা বরাদ্ধ দেবে কাউন্সিল, কিন্তু শহীদ মিনার তৈরির খরচ বহন করতে হবে সম্প্রদায়কে। এই প্রস্তাবে সম্প্রদায়ের সম্মতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অর্থ সংগ্রহের তৎপরতা শুরু করে।

এ তৎপরতায় এগিয়ে আসে বাংলাদেশ হাইকমিশন, সোনালী ব্যাংক, আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, জাসদ ও উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীসহ ৫৪টির মতো সংগঠন। আর এই ৫৪ সংগঠনের যৌথ অংশগ্রহণে গঠন করা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কমিটি। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আলতাব আলী পার্কে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কমিটি এর ব্যয় নির্বাহে সম্মতি জানায়।

ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনসহ ৫৪টি সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ মিনার নির্মাণের ব্যয় হিসেবে কাউন্সিলের কাছে তুলে দেওয়া হয় প্রায় ২২ হাজার পাউন্ড।

এভাবেই আলতাব আলী পার্কে স্থায়ীভাবে নির্মিত হয় শহীদ মিনার।

হোয়াইট চ্যাপেলের ফিস এন্ড মিস্টি এবং ক্যাফে গ্রিল

আজ লাঞ্চ করলাম হোয়াইটচ্যাপেলের বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট ফিস্ট এন্ড মিস্টি'তে।

২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত, রেস্টুরেন্টটি টাওয়ার হ্যামলেটের হৃদয়ে অবস্থিত। এখানে বুফে খাবারের ব্যবস্থা আছে। ভেতরে অনেক স্পেস। বুফে চার্য ৭বছরের উর্ধ্বে ১৪.৯৯ পাউন্ড। এবং ৭বছরের নীচে ৭.৯৯ পাউন্ড। প্রতিটি বুফের সাথে একটি কোমল পানীয় ফ্রি।

আমরা নিউনিয়র্কে অনেক বেশী আইটেমের বুফে দেখে অভ্যস্ত। তবে দেশীয় এবং খাঁটি বাঙালী খাবার বলে পুষিয়ে যায়।

তবে একটা ব্যাপারে অবাক হলাম ল্যাম্ব এবং চিকেন আইটেম থাকলেও গরুর মাংসের কোন আইটেম ছিলোনা। জানতে চাইলে একজন রেস্টুরেন্ট কর্মী জানান শুধুমাত্র প্রি অর্ডার করলেই গরুর কোন আইটেম তৈরি করা হয়। নতুবা না। কারণটা আর একদিন কাউকে জিজ্ঞাসা করে জানতে হবে।

বিকালে একজন সাংবাদিক ভাই নিয়ে গেলেন চা খাওয়াতে। নাম-ক্যাফে গ্রিল। এটা একটা বাংলাদেশী ক্যুজিন এন্ড ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্ট। ঠিকানা ঃ ৩৫ ব্রিকলেন।

যে মাছ গুলি আমেরিকায় নিষিদ্ধ যেমন বোয়াল, আইর রান্না করা এসব মাছের তরকারী চোখে পড়লো। দেখলাম আস্ত ইলিশ মাছ ফ্রাই, কচুর লতি দিয়ে দিয়ে চিংড়ি, ছোট চিংড়ির দো পেয়াজু, বিভিন্ন শাক, ভর্তা ভাজি তো আছেই।

নীচে বসার জায়গা আছে। সংবাদ সম্মেলন ইত্যাদি করা হয়। আমরা যখন ওখানে গেলাম তখন সিলেটের এক আওয়ামী লীগ নেতার সংবাদ সম্মেলন চলছিলো।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে চায়ের আমন্ত্রণে

২৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় ব্রিটিশ কারী অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিলো লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইছির মাহমুদের সাথে। নিউইয়র্ক থেকে বাংলা পত্রিকা সম্পাদক এবং টাইম টিভির সিইও তাহের ভাই তার কাছে আমার লন্ডন আসার কথা জানিয়েছিলেন। সকালে তিনি কল করে আমার খোঁজ খবর নেন। তিনি আজ ৪ টায় লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব অফিসে চায়ের আমন্ত্রণ জানান।

এর আগে লন্ডনের সবচেয়ে পুরনো সাপ্তাহিক জনমতের নিউজ এডিটর মুসলেহ উদ্দীনের আমন্ত্রণে তার অফিসে কতক্ষণ আড্ডা হয়। তিনি চা খেতে নিয়ে যান ক্যাফে গ্রিলে। সেখানে এক প্রেস কনফারেন্সে ছিলেন তাইছির মাহমুদ এবং লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এমদাদুল হক চৌধুরী। তাঁরা সাথে করে নিয়ে আসেন ব্রিকলেনে প্রেসক্লাব অফিসে। তারপর সেখানে একে একে এসে হাজির হন, প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি রহমত আলী, সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের সালেহ আহমেদ, সান রাইজড টু ডে'র এনামুল চৌধুরী, প্রেসক্লাবের কার্যনির্বাহী বোর্ডের সদস্য আঃ হান্নান, আঃ কাইয়ুম, আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। জম্পেস আড্ডা হয় সবার সাথে। অল্পক্ষণের আলাপচারিতায় তারা একান্ত আপন করে নেন।

প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইছির মাহমুদের আন্তরিকতা ভুলার নয়। তিনি নিজ হাতে চা তৈরি করে পরিবেশন করেন। আসার সময় লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের স্মারক মগ এবং প্রেসক্লাবের লগো সহ একটি ব্যাক প্যাক উপহার প্রদান করেন।

সবার সাথে ফটো সেসান করে চমৎকার আড্ডার পরিসমাপ্তি ঘটে।

লন্ডন

২৬/২৭ নভেম্বর ২০২২

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier

Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

নোয়াবের বিবৃতি

গভীর সংকটে সংবাদপত্র শিল্প



ঢাকা ডেস্ক: সংবাদপত্র শিল্পের সংকটাপন্ন অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)। প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মূল্য শতভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কা প্রকাশ করেছে সংগঠনটি। নোয়াব সভাপতি একে আজাদের পাঠানো বিবৃতিতে শনিবার (৩ ডিসেম্বর) এ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, নোয়াব'র সাম্প্রতিকতম সভায় সংবাদপত্র শিল্পের সংকটাপন্ন অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় এবং আমদানি করা ও দেশি কাঁচামালের মূল্য শতভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ওই সভায় সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই শঙ্কা প্রকাশ করেন। সেবা শিল্প হিসাবে ঘোষিত সংবাদপত্র শিল্প দীর্ঘদিন ধরেই সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে তৈরি-ব্যয় ও বিক্রি মূল্যের ব্যবধান একটা প্রধান কারণ। বর্তমানে পূর্ব ইউরোপে চলমান যুদ্ধ বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে সংবাদপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যেরও মূল্য এমনভাবে বৃদ্ধি করেছে যে এই সেবা শিল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে।

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রের দাম বাড়ানো হয়। এতেও এ অবস্থার উন্নতি হয়নি। এক কপি সংবাদপত্র তৈরিতে ব্যয় হয় গড়ে ২২ টাকা। সেখানে বিক্রিমূল্য ১২ টাকা; কিন্তু তার শতকরা ৩৫ ভাগ হকারদের হাতে চলে যায়। বাকি ঘাটতি বিজ্ঞাপন থেকে পূরণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ পত্রিকার ক্ষেত্রেই এই তৈরি-খরচ ও বিক্রিমূল্যের পার্থক্য মেটানো সম্ভব হয় না।

এই সংকটকালে, তথা করোনা মহামারির সময়েও সেবা শিল্প হিসাবে ঘোষিত সংবাদপত্র শিল্প কোনো ধরনের প্রণোদনা পায়নি। বিভিন্ন ধরনের করের বোঝা এ পরিস্থিতিকে আরও ঘোরতর করেছে। উপরন্তু, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কাছে বিজ্ঞাপন বাবদ সংবাদপত্রগুলোর পাওনা প্রায় একশ কোটি টাকা দিনের পর দিন বকেয়া থেকে যাচ্ছে। বহু তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও এই বকেয়া পরিশোধিত হয়নি।

নোয়াব দীর্ঘদিন ধরেই এই সেবা শিল্পটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শুল্ক ও ভ্যাট কমানো বা রহিত করার দাবি জানিয়ে আসছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এই রুগ্ণ শিল্পকে রক্ষার দায়িত্ব এখন সরকারকেই নিতে হবে। তা না হলে দীর্ঘদিনের একটি ঐতিহ্যবাহী পেশার সঙ্গে যুক্ত শত-সহস্র সাংবাদিক ও কর্মী বেকারসংখ্যায় যুক্ত হবেন এবং চূড়ান্তভাবে 'দ্য ফোর্থ এস্টেট' খ্যাত সেবা শিল্পটির এই দেশে পরিসমাপ্তি ঘটবে। বিষয়টিতে নোয়াব সরকারের সদয় দৃষ্টি প্রত্যাশা করে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

নেতাকর্মীদের প্রতি শেখ মণি'র ছিল অপরিসীম মমত্ববোধ: শেখ পরশ



ঢাকা ডেস্ক: যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস্ পরশ বলেছেন, 'নেতাকর্মীদের প্রতি শেখ মণির ছিল গভীর প্রেম ও মমত্ববোধ। মুক্তিযুদ্ধ, রাজনীতি, সাংবাদিক ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুর্নগঠন নিয়ে তিনি বেশ ভাবতেন। বাবা বাংলাদেশে একটা জ্ঞানভিত্তিক, প্রগতিশীল, বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। যে কারণে আমি আমার বাবাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি গর্ববোধ করি সেটা হলো, তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা'।

৪ ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহধন্য, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, মুজিব বাহিনীর প্রধান, শহীদ শেখ ফজলুল হক মণির ৮৪ তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে শনিবার (৩ ডিসেম্বর) বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে আলোচনা সভায় একথা বলেন যুবলীগ চেয়ারম্যান।

উক্ত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন-বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফায়েল আহমেদ এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন-বিশিষ্ট সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল। সভাপতিত্ব করেন- বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস্ পরশ। সঞ্চালনা করেন- সাধারণ সম্পাদক মো. মাইনুল হোসেন খান নিখিল।

শেখ ফজলে শামস্ পরশ বলেন, 'শেখ মণি আমাদের কাছে বিশ্বস্ততার প্রতীক। ১৫ আগস্টের প্রথম শহীদ হিসাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে শেখ মণি আনুগত্য ও বীরত্বের অবিনশ্বর উদাহরণ রেখে গেছেন যা ৫ দশক পরও যুব সমাজের কাছে পথপ্রদর্শক হয়ে আছে। শেখ ফজলুল হক মণির অনুসারী এবং সংগঠনের কর্মী হিসাবে আমরাও গর্বের সাথে বুক চাপিয়ে বলতে পারি, 'যুবলীগের নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার জন্য সর্বোচ্চ আত্মহুতি দিতে প্রস্তুত।'

'শেখ মণি উপলব্ধি করতেন একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়বিচার সম্পন্ন জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নাই। ঠিক একই ভাবে শেখ মণির উত্তরসূরি হিসেবে আমরা আজকের যুবলীগ মনে করি, একটি অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উন্নয়নশীল এবং আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নাই।'

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'আমি যতটুকু হয়েছি তার সবচেয়ে অবদান শেখ ফজলুল হক মণি ভাইয়ের। উনি শুধু নেতা ছিলেন না, নেতা তৈরি করতেন। আমার সৌভাগ্য তার সঙ্গ পেয়েছিলাম'।

তিনি আরও বলেন, 'শেখ মণি ভাইয়ের হাত ধরে ছাত্রলীগের সদস্য হয়েছিলাম। আমি যখন ১৯৬১ সালে বরিশাল বিএম কলেজের ছাত্র তখন তিনি কলেজে এসেছিলেন। তিনি তখন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মণি ভাই আমাকে বললেন, 'তুই ছাত্রলীগ কর।' যদি মণি ভাইয়ের সংস্পর্শ না পেতাম তাহলে ডাকসুর ভিপি, ছাত্রলীগের সভাপতি, কিছুই হতে পারতাম না। সবই মণি ভাইয়ের অবদান। মণি ভাই মস্ত বড় সংগঠক ছিলেন। একজন আদর্শিক নেতা ছিলেন।

তিনি বলেন, আমরা ৭ মার্চ রেসকোর্সে সভা করেছি, আমাদের নানা আন্দোলনে বড় বড় সভা করেছি। অথচ এখন বিএনপি বলে তাদের পল্টনে সভা করতে দিতে হবে। কারণ ওখানে মাত্র ২০-৩০ হাজার লোক হলেই মঞ্চ ভরে যায়।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিএনপি সমাবেশের অনুমোদনের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা অনুমতি দিয়েছি, ছাত্রলীগের সমাবেশ ২ দিন এগিয়ে নিয়েছি। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ছেড়ে দিয়েছি। বিএনপি সমাবেশের নামে বিশৃঙ্খলা করবে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুবলীগ সর্তক থাকবেন। যাতে কেউ দেশ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। মির্জা ফখরুল ইসলাম কথায় কথায় সরকারের পতনের কথা বলে। সরকার পতন এতো সহজ নয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তৃণমূলে বিস্তৃত।

সঞ্চালকের বক্তব্যে যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক মো. মাইনুল হোসেন খান নিখিল বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, মুজিব বাহিনীর প্রধান শহীদ শেখ ফজলুল হক মণি ছিলেন একজন প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিপথগামী যুবসমাজের পথ প্রদর্শক। শেখ মণি'র চেতনায় ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে যুবলীগ দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ যুব সংগঠনে পরিণত হয়েছে। খুনি জিয়ার ষড়যন্ত্রে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বিপথগামী কিছু ঘাতক সেনা সদস্য শেখ মণিসহ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করে। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান ১৫ আগস্টের খুনিদের বিভিন্নভাবে পুণর্বাসন করেছিলেন। আজ যখন বঙ্গবন্ধুকন্যা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে ঠিক সেই সময় খুনি জিয়ার কুলাঙ্গার সন্তান তারেক রহমান লন্ডনে বসে দেশবিরোধী নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিএনপি-জামাত বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তিনি যুবলীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিএনপি-জামাতের সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন- যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মামুনুর রশীদ, মুজিবুর রহমান চৌধুরী নিক্সন এমপি, মো. রফিকুল ইসলাম, মো. নবী নেওয়াজ, মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, সুভাষ চন্দ্র হাওলাদার, ইঞ্জিনিয়ার মৃনাল কান্তি জোদ্দার, মো. জসিম মাতুব্বর, মো. আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বিশ্বাস মুতিউর রহমান বাদশা, সুব্রত পাল, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. হেলাল উদ্দিন, মো. সাইফুর রহমান সোহাগ, জহির উদ্দিন খসরু, সোহেল পারভেজ, মশিউর রহমান চপল, ড. শামীম আল সাইফুল সোহাগ, ঢাকা মহানগর যুবলীগ দক্ষিণের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাইন উদ্দিন রানা, উত্তরের সাধারণ সম্পাদক মো. ইসমাইল হোসেন, দক্ষিণের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এইচ এম রেজাউল করিম রেজা, কেন্দ্রীয় যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক মো. মোস্তাফিজুর রহমান মাসুদ, গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. জহুরুল ইসলাম মিল্টন, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মো. সাদ্দাম হোসেন পাভেল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মো শামছুল আলম অনিক।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

লক্ষ্য স্থির রেখে আমরা এগিয়ে যাব প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আমাদের আজকের নবীন অফিসাররাই হবে ৪১-এর সৈনিক, যারা বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলবে। লক্ষ্য স্থির রেখে আমরা এগিয়ে যাবো, এটাই চাই। রোববার (৪ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীর বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে (বিএমএ) তিনি এ কথা বলেন। এর আগে মি-লিটারি একাডেমিতে ৮৩তম বিএমএ দীর্ঘ মেয়াদি কোর্সের রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সৌভাগ্য ২০২১ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। আমরা যেহেতু ২০২১ সালে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আজকের নবীন অফিসাররাই হবে ২০৪১ এর সৈনিক। যারা বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলবে।

তিনি বলেন, দেশ স্বাধীনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন দায়িত্ব নেন। তার একটাই লক্ষ্য ছিল, আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতীক সশস্ত্র বাহিনী, এই বাহিনীকে তিনি আরও পেশাদার ও শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলবেন। ১৯৭৪ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে মিলিটারি একাডেমির শুভ উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৫ সালের ১১ জানুয়ারি



বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নবীন সামরিক অফিসারদের পেশাগত দক্ষতা, নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন এবং দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ ২১ বছর পর (১৯৯৬ সাল) আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। আমরা সরকার গঠনের পরই ১৯৭৫ সালের পর আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হারিয়ে যেতে বসেছিল বা বিকৃত করা হয়েছিল, তা পরিবর্তন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং আদর্শে যাতে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে ওঠে, আমরা সেই পদক্ষেপ নিই। সামরিক বাহিনীকে আধুনিক করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিই।

তিনি বলেন, ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার যখন সরকার গঠন করি, তখনই আমরা জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে প্রতিরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছিলেন, তারই ভিত্তিতে ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করি। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ পিস বিল্ডিং সেন্টার (বিপিসি) প্রতিষ্ঠা করি।একই সঙ্গে ২০১৮ সালে জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করি।'

শেখ হাসিনা বলেন, আজকে আমি অন্তত এটুকু বলতে পারি, আমরা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর যে ফোর্সেস গোল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি, সেই সাথে সাথে বাংলাদেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করে আমাদের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছি, ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী পালন করেছি।

সশস্ত্র বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দুর্যোগ-দুর্বিপাক সব ক্ষেত্রেই সেনাবাহিনী যথাযথ ভূমিকা পালন করে। সশস্ত্র বাহিনীর সব সদস্যকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

আমেরিকান কারী অ্যাওয়ার্ড চালুর ঘোষণা

বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শেফ খলিলের সংবর্ধনা



বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতিমান শেফ, নিউইয়র্কের জনপ্রিয় খলিল বিরিয়ানী হাউসের স্বত্বাধিকারী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খলিলুর রহমান বৃটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড ২০২২ লাভ করেছেন। গত ২৮ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় বাটারসির 'দ্য এভালুশন লন্ডনে' অনুষ্ঠিত বৃটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডের ১৮তম আসরে তাঁকে এই সম্মাননায় ভুষিত করা হয়। যুক্তরাজ্যের বাইরে কোনও শেফ প্রথম এই অ্যাওয়ার্ড লাভ করলেন। তার এই অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে "বন্ধু মহলের" উদ্যোগে গত ৩ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের একটি পার্টি হলে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শেফ খলিলুর রহমান বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ডের মত আমেরিকান কারী অ্যাওয়ার্ড চালুর ঘোষনা দেন।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এ ইসলাম মামুনের সনঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংবর্ধিত অতিথি খলিলুর রহমান, এডভোকেট এন মজুমদার, সাংবাদিক হাবিব রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কামরুজ্জামান বাবু, মোজাফফর হোসেন, রিয়েলটর সালেহউদ্দীন, মাহবুবুর রহমান, সেলিম রেজা, নুরে আলম জিকু, খোন্দকার আরিফুল ইসলাম, স্বপ্নিল চৌধুরী, শাহাদাত সরকার, বিল্লাল ইসলাম, মুকিত চৌধুরী, কাজী রবিউজ্জামান, জুয়েল রানা, শাহাদাৎ হোসেন, সোহেল খান, স্বপন তালুকদার মোঃ বাদল প্রমুখ।

এডভোকেট এন মজুমদার শেফ খলিলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তিনি তার যোগ্যতার কারী অস্কারখ্যাত বৃটিশ কারী এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। তার দেখানো পথ অনুসরণ করে আগামীতেও আরো বাংলাদেশী এধরনের অ্যাওয়ার্ড পাবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এন মজুমদার বলেন, খলিল বিরিয়ানা ব্রান্ডিং করার ব্যাপারে সাংবাদিক হাবিব রহমান শুরু থেকেই আন্তরিকভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি এর আগে নিরব রেস্টুরেন্টের জন্যও কাজ করেছেন। কমিউনিটি ব্যবসায়ের উন্নয়নে তার এই নিংস্বার্থ অবদানের জন্য তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

সাংবাদিক হাবিব রহমান, লন্ডন সফরে তার অভিজ্ঞতা বর্ননা করে বলেন, বৃটিশ কারী এ্যওয়ার্ড এমন একটা মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান যেজন্য লন্ডন বাসী সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন। এবারই প্রথম লন্ডনের বাইরে একজন কে এই অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। আর সে সৌভাগ্যবান হলেন শেফ খলিলুর রহমান। তিনি তার যোগ্যতার এই অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন যা প্রবাসে আমাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে। তিনি এই অর্জনের জন্য শেফ খলিলকে অভিনন্দন জানান।

শেফ খলিলুর রহমান (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)




আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩
ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

বাসা ভাড়া

১১৮-১১ ২০১ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। বাসা খালি আছে। যোগাযোগ: নাঈম।
ফোন: ৯২৯-৪২৪-৬৬৩৪
ন-২১/২৮

আবশ্যক

মেইন শেফ আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি রেষ্টুরেন্টে আকর্ষণীয় বেতনে কাজ করার জন্য মেইন শেফ ও তান্দুরী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-২২৮-৯১৪১ (ওনার)
ডি-০৫/১২

বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
ডি-০৫/১২

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯
ডি-০৫/১২

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮। অক্টো-৩১

আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রিট এ অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ দক্ষতাসম্পন্ন দায়ত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট থাকা জরুরী নয়) আবশ্যক।
যোগাযোগ (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত ডিভোর্সি শিক্ষিত পাত্রের, নামাজি ভদ্র ৩৫+ উর্ধ্ব পাত্রী চাই। যোগাযোগ: ৭১৮-৩০০-৯৯০৮ (সরাসরি)। ডি-০৫/১২

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

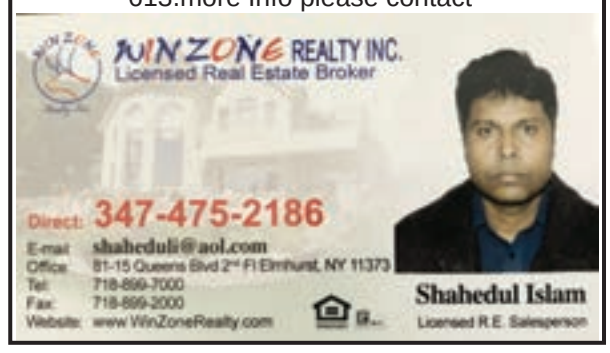
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
সে-১২/১৯

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



ব্যতিক্রমী আয়োজনে নিউইয়র্কে ঢাবি'র শতবার্ষিকী উদযাপন

(শেষের পাতার পর

)বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। আর এই ক্যাম্পাসে ঢাবি'র এলামনাইদের মহামিলন। এমনি ব্যতিক্রমী আয়োজনে নিউইয়র্কে উদযাপন হলো ঢাবি'র শতবার্ষিকী।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন' ইউএসএ শনিবার (২৬ নভেম্বর) লাগোয়ার্ডিয়া প্লাজা হোটেলে ঢাবি'র শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে নিউ-ইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসরত ১৪ হাজার এলামনাই ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত ২৪০ জন শিক্ষকের মধ্যে দুই শতাধিক এলামনাই অংশ নেন বলে আয়োজকদের দাবী। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, আড্ডা, প্রদীপ প্রজ্জলন, শুভেচ্ছা বক্তব্য, সম্মাননা প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। এছাড়াও প্রকাশ করা হয় বিশেষ স্মরণিকা।

বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আকতারুজ্জামান। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাবি এলামনাইয়ের কেন্দ্রীয় সভাপতি আনোয়ারুল আলম পারভেজ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোল্লা আবু কাওসার, জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত এম এ মোহিত এবং নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মো. মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অর্লিন্স ইউ-নিভার্সিটির এমেরিটাস অধ্যাপক ও সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর মোস্তফা সারওয়ার। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউএস সুপ্রীম কোর্টের বাংলাদেশী-আমেরিকান এটর্নি ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ মঈন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু, ইউএস ইমিগ্রেশন বিষয়ক অভিজ্ঞ এটর্নি অশোক কর্মকার, যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস রাজ্যের এ অ্যান্ড এম ইউ-নিভার্সিটির বায়ো মেডিকেল সায়েন্টিস্ট ড. নাসের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি সাঈদা আকতার লিলি, ঢাবি শতবর্ষ উদযাপন কমিটি প্রধান সমন্বয়কারী মোল্লা মনিরুজ্জামান, অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও এলামনাই এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, শতবর্ষ উদযাপন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ টিপু সুলতান, সদস্য সচিব গাজী সামসউদ্দিন, অনুষ্ঠানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. মো. আকতারুজ্জামান তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আলোকিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তেমনি এই প্রাণপ্রিয় শিক্ষাঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসা হাজারো আলোকিত মানুষ দেশের ন্যায় প্রবাসের মাটিতেও ঢাবি'র গৌরব আরো উজ্জ্বল করেছেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে গবেষনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যে বৃত্তি দেয়া হচ্ছে তা এখন বিদেশী যে কোনো বৃত্তির চেয়ে আকর্ষনীয়।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে বরণ করে নেন তাঁর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীরা। এসময় ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী, ফৌজিয়া করিম, রোকেয়া সাখাওয়াত মুন্নি, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইউসুফ হোসেন, শবনম শেহনাজ দীপা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত নিজ বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছে পেয়ে দারুণ খুশি হন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে অ্যাথলেটিকসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গৌরব বয়ে বাংলাদেশের জাতীয় ক্রীড়াবিদ ও সাপ্তাহিক ঠিকানা'র সাবেক সম্পাদক সাঈদ-উর-রব এর হাতে সম্মাননা তুলে দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এছাড়াও জনপ্রিয় খলিল বিরিয়ানীর কর্ণধার শেফ মো. খলিলুর রহমান এর হাতে 'সার্টিফিকেট অব অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' তুলে দেয়া হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়, বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরা, প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী চন্দন চৌধুরী, শশী এবং তামি জাকারিয়া। আবৃত্তিতে অংশ নেন খাইরুল ইসলাম পাখি ও শুক্লা রায়। অভিনয় করেন শিরিন বকুল। দলগত পরিবেশনায় ছিলেন নিউইয়র্কের জনপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্ট (বিপা), চন্দ্র ব্যানার্জি ড্যান্স গ্রুপ এবং আড্ডা ড্যান্স একাডেমি'র শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক সব ভূমিকা তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নিউইয়র্কের খলিল ফুড ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শেফ মো. খলিলুর রহমান এবং রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠান আয়োজনে বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন হোস্ট কমিটির কো-কনভেনর মো. তাজুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক এম এস আলম, বিশ্বজিৎ চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব উপস্থাপনায় ছিলেন গোলাম মোস্তফা, রুহুল আমীন সরকার ও নূপুর চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এলামনাইরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত বছরপূর্তী উদযাপনের অংশ হওয়া, বিশেষ করে প্রবাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপস্থাপন করার জন্য এম একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রশংসা করে বলেন, এই আনন্দ সত্যিই অন্যরকম। যারা এই আয়োজন করেছে, তাদের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা। তারা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসার জায়গা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী হয়ে আমরা গর্বিত।

এদিকে ঢাবি'র শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের অতিথিদের সম্মানে ২৫ নভেম্বর শুক্রবার এক নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি সহ অন্যান্য অতিথিগণ যোগ দেন।

বিশ্বময় লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ

(শেষের পাতার পর)

ও লাঞ্ছিত হয়। এই লাঞ্ছনার কারণ কি? এর একটিই কারণ, তা হলো পরিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রবেশ না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরো-পুরি ইসলামে প্রবেশ করো। এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।"(সুরা বাক-ারা:২০৮) জীবনের কিছু অংশ আল্লাহর নির্দেশ ও রাসুলুল্লাহ সা: এর সুন্নাহ অনুযায়ী করা আর বাকি অংশ মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত জ্ঞান তথা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা মানে আংশিক ইসলামকে মানা। একে বলা হয় আংশিক মুসলমান। মহান আল্লাহ তা'আলা এ ধরণের আংশিক খ-াংশ পালণকারীদের দুনিয়া ও আখিরাতে বিশাল শাস্তির কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন,"তবে তোমরা কি কিতাবের একটি অংশ বিশ্বাস কর এবং অন্য অংশ অবিশ্বাস কর ? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এ রূপ আচরণ হবে, তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছ, তা আল্লাহ মোটেই অজ্ঞাত নন।"(সুরা আল-বাকারা-৮৫)

বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা এ আয়াতের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায়। প্রকৃতপক্ষেই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আল কুরআনের সহজ ও সরল হুকুম গুলো ঘটা করে পালন করে যাচ্ছি, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সমস্যার সমাধানের জন্য ধারস্থ হচ্ছি মানব রচিত মতবাদের কাছে। যার ফলে পার্থিব জীবনে আমরা বিশ্বময় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছি। কুরআনের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাস করবেন:-"যারা কুরআনকে টুকরো টুকরো করেছে। সুতরাং তোমার মালিকের শফথ, ওদের সবার কাছে আমি অবশ্যই প্রশ্ন করবো। সে সব বিষয়ে, যা কিছু আচরণ তারা (কুরআনের সাথে) করতো। (সুরা হিজর-৯১-৯৩)

আজকের পৃথিবীতে মুসলমানগণ সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছিত, অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে কেন? উপরোল্লেখিত সুরা বাকারার ৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ যারা আংশিক ইসলাম পালন করবে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন"ত্বা-হা। হে নবী আমি এ কুরআন এ জন্যে নাযিল করিনি যে, তুমি এর দ্বারা কষ্ট পাবে।"(সুরা ত্বাহা-১-২) তাহলে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে পৃথিবী জুড়ে এ কুরআন ওয়ালা মুসলমানরাই আজ কষ্ট পাচ্ছে কেন, গোটা পৃথিবী তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে কেন? এর উত্তর খুব সহজ। এর উত্তর হচ্ছে একমাত্র আল কুরআন থেকে দুরে সরে যাওয়ার কারনে এবং কুরআনের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়ার কারনে। ঐ সুরা ত্বা-হা তেই আল্লাহ বলেন:- "আর যে ব্যক্তি আমার যিকির (কুরআন) হতে বিমুখ হবে তার জন্য দুনিয়ায় হবে সংকীর্ণ জীবন, আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাব। সে বলবে "হে আমার রব ! দুনিয়ায় আমি চক্ষুস্মান ছিলাম। কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে ? আল্লাহ বলবেনঃ হাঁ এমনি ভাবেই তো আমার আয়াতগুলি যখন তোমার নিকট এসেছিল তুমি তখন তা ভূলে গিয়েছিলে। ঠিক সে ভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে। এ ভাবেই আমরা সীমালংঘনকারী এবং যে তার রবের আয়াতের উপড় ঈমান আনে না আর পরকালের আযাবই হচ্ছে খুব কঠিন এবং অধিক স্থায়ী।" (সুরা ত্বা-হা-১২৪-১২৭)

ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করতে হবে। অর্থাৎ কোন প্রকার ব্যতিক্রম ও সংরক্ষণ ছাড়াই কিছু অংশকে বাদ না দিয়ে এবং কিছু অংশকে সংরক্ষিত না রেখে জীবনের সমগ্র পরিসরটাই ইসলামের আওতাধীন করতে হবে। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ, মতবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, আচরণ, ব্যবহারিক জীবন, লেনদেন এবং আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিসরকে পুরোপুরি ইসলামের কর্তৃত্বাধীনে আনতে হবে। আমাদের জীবনের কিছু অংশে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলবো আর কিছু অংশ ইসলামী অনুশাসনের বাইরে রাখবো এমনটি হতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন-জীবন বিধান।"(সুরা আলে ইমরান:১৯) অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য একটি মাত্র জীবন ব্যবস্থা ও একটি মাত্র জীবন বিধান সঠিক ও নির্ভুল বলে গৃহীত। সেটি হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে নিজের মালিক ও মাবুদ বলে স্বীকার করে নেবে এবং তাঁর ইবাদাত, বন্দেগী ও দাসত্বের মধ্যে নিজেকে সম্পুর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে। আর তাঁর বন্দেগী করার পদ্ধতি নিজেরা আবিস্কার করবে না। করং তিনি নিজের নবী-রাসুলগণের মাধ্যমে যে হিদায়াত ও বিধান পাঠিয়েছেন কোন প্রকার কমবেশী না করে তার অনুসরণ করবে। এই চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির নাম "ইসলাম" আর বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার ও প্রভুর নিজের সৃষ্টিকুল ও প্রজা সাধারণের জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কর্মপদ্ধতির স্বীকৃতি না দেয়াও পুরোপুরি ন্যায়সংগত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকে ডাকো, তোমাদের এ কাজ কাফেরদের কাছে যতই অসহনীয় কোহ না কেন।"(সুরা মু'মিন:১৪) আয়াতটিতে দু'টো বিষয় বরা হয়েছে। একটি বিষয় হচ্ছে, এখানে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, সে ইবাদাত হবে এমন যা আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে করা হয়। ইবাদাত আরবী ভাষায় স্বাধীন শব্দের বিপরীত শব্দ হিসেবে দাস বা ক্রীতদাস বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেও দিক থেকে 'ইবাদাত' শব্দের মধ্যে দু'টি অর্থ মৃষ্টি হয়। একটি হচ্ছে, বন্দেগী। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, সবিনয় আনুগত্য এবং সন্তুষ্টি ও সাগ্রহ আদেশ পালন। (লিসানুল আরব)

সুতরাং অভিধানের এসব নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা অনুসারে আল্লাহর ইবাদাত করা অর্থ শুধু বন্দেগী করাই নয়, বরং বিনা বাক্যে তাঁর আদেশ নিষেধ পালন, তাঁর শরয়ী আইন-কানুন সন্তুষ্টচিত্তে সাগ্রহে মেনে চলা এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মনে প্রাণে অনুসরণ করার দাবীও বুঝায়। আর দীনকে শুধু আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর দাসত্বের সাথে মানুষ আর কাউকে শামিল করবে না বরং তাঁরই বন্দেগী করবে, তাঁরই অনুসরণ এবং তাঁরই হুকুম আহকাম ও আদেশ পালন করবে। তাহলেই কেবল ইসলামে পুরো-পুরি প্রবেশ করা বুঝবে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামী সংস্কৃতি কেবলমাত্র তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হবে। বিশ্ব মুসলিমের সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও আইন-কানুন ইসলামের আলোকে পরিচালিত হবে। আল্লাহ তা'আলা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তাঁর দেয়া ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, তাঁর প্রেরিত নবী মুহাম্মদ সা: পূর্ণাঙ্গ মহামানব। তিনি নিছক এমন কোন ধর্মীয় নেতা ছিলেন না যে. কেবলমাত্র মসজিদে ইমামতি করেছেন এবং মানুষকে ধর্মীয় বাণী শুনাতেন অথবা তিনি এমনটিও ছিলেন না যেম শুধু বিশাল রাজ্যের ধর্মীয় দিকটি দেখাশোনা করতেন। আর সন্তুষ্ট চিত্তে বাইরের পৃথিবীর নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ বিমুখ তাগুতী শক্তির হাতে। কুরআন স্বাক্ষী তিনি এমনটি করার জন্য প্রেরিত হননি। বরং পৃথিবীকে অসংখ্য তাগুতি শক্তির হাত থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ গোলামে পরিণত করার সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,"তিনিই তো তার রাসুলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন এটিকে অন্যান্য সর্বপ্রকার দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন-তা মুশরিকদের যতই অপছন্দ হউক না কেন।"(সুরা আছ-ছফ-৯)

কিন্তু দু:খের বিষয় আমরা প্রত্যেকেই পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ না করে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী কুরআনকে যেমন শতধা ভাগ করেছি। আল্লাহর রাসুল সাঃ চরিত্রকেও আমরা আমাদের সুবিধামত ভাগ করে বিশেষ অংশের উপর আমল করে যাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষেই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আল কুরআন ও রাসুল সাঃ এর চরিত্রের সহজ ও সরল কাজ গুলো ঘটা করে পালন করে যাচ্ছি, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সমস্যার সমাধানের জন্য ধারস্থ হচ্ছি মানব রচিত মতবাদের কাছে। যার ফলে পার্থিব জীবনে আমরা বিশ্বময় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছি। প্রত্যেকেই আমরা কুরআনের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাস করবেন:-"যারা কুরআনকে টুকরো টুকরো করেছে। সুতরাং তোমার মালিকের শফথ, ওদের সবার কাছে আমি অবশ্যই প্রশ্ন করবো। সে সব বিষয়ে, যা কিছু আচরণ তারা (কুরআনের সাথে) করতো। (সুরা হিজর-৯১-৯৩) আল্ল-াহর রাসুল সাঃ এর চরিত্র ছিল আল কুরআন। তাই আল-কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাসুল চরিতকে বুঝা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আল-কুরআনের শিক্ষাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে রাসুল সা: এর ২৩ বৎসরের জীবনের আলোকেই বুঝতে হবে।

সম্প্রীতির বন্ধনে ইয়েলো সোসাইটির পুনর্মিলনী সম্পন্ন

(শেষের পাতার পর)

অবশ্য করোনা মহামারীর কারণে গত দু'বছর এমন আয়োজন সম্ভব হয়নি বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। খবর ইউএ-নএ'র। নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী পেশাদার বাংলাদেশী ইয়েলো ক্যাব চালকদের গর্বিত সংগঠন ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক ইনক'র ব্যতিক্রমী এবারের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সভাপতি সালমান জাহিদ জুয়েল এবং সাবেক সভাপতিদের পক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম। মাঝে ইয়েলো সোসাইটির বর্তমান কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এর আগে প্রধান অতিথি ও সাবেক সভাপতিদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পেশাজীবিদের সংগঠন হিসেবে ইয়েলো সোসাটির কর্মকান্ডের ভূয়শী প্রশংসা করে বলেন, নিউইয়র্ক সিটি সহ কমিউনিটিতে তাদের অবদান উল্লেখ করার মতো। তিনি সংগঠনের সফলতা কামনা করেন এবং দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরও প্রশংসা করে বলেন হুন্ডির মাধ্যমে নয়, বৈধপথে দেশে অর্থ প্রেরণের জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান।

মোহাম্মদ শাহ আলম তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ইয়েলো সোসাইটির সদস্যদের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির উপর গুরুত্বোরোপ করে বলেন, মহামারি করোনার কারণে আমরা অনেকদিন পর একত্র হতে পেরেছি। এই প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে হবে। এসময় তিনি সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের গভীরভাবে স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী এস আই টুটুল তার গান পরিবেশনার সময় ইয়েলো সোসাইটির প্রশংসা করে বলেন, এই সংগঠনের অনেকেই আজ আমেরিকান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পেশাজীবি। ছাত্রাবস্থায় তারা কষ্ট করে, সংগ্রাম করে ইয়েলো ট্যাক্সি চালিয়ে বড় হয়েছেন। তাই তারা শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের নিয়ে গর্ব করতে পারি। প্রশংগত তিন বলেন, জীবনের এপিঠ-ওপিঠ থাকে। আমাকে নিয়ে অনেক কথাই বলা হচ্ছে, শুনা যাচ্ছে, লেখালিখি হচ্ছে। যার সবই ঠিক না। আমি ভুল করলে শিখবো। ভক্তদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন: তবে একটা কথা বলতে পারি- 'আমি আপনাদের সম্মান রাখবো'।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ এম রহমান। এতে কবিতা আবৃত্তি করেন শরফুজ্জামান মুকুল। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী তানভীর শাহীন। এরপর মনোজ্ঞ নৃত্য পরিবেশন করেন জেরিন মাইশা। এছাড়াও নাটক ও কৌতুক পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থিয়েটার অব আমেরিকা (বিটিএ) এর শিল্পীরা। নাটকে অংশ নেন, স্বপ্না কাওসার, ফজলুল কবীর ও শামীম আল মামুন। কৌতুক পরিবেশন করেন আলমগীর চঞ্চল ও শামীম আল মামুন। সবশেষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন এস আই টুটুল। যন্ত্র সঙ্গীতে ছিলেন নিউইয়র্কের 'মাটি ব্যান্ড'। এই পর্ব উপস্থাপনায় ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী শিরিন বকুল।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান, যুগ্ম অহ্বায়ক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ এ বেলাল সিকদার, মোহাম্মদ টি হোসেন তোফা, আনিসুর রহমান লিপ্টন ও এম ডি হাসান আলী। অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্যে 'সম্প্রীতি' শীর্ষক একটি স্মরনিকা প্রকাশ করা হয়।

প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত চলা অনুষ্ঠানটি প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ ইয়েলো সোসাইটির বিপুল সংখ্যক সদস্য সপরিবারে উপভোগ করেন।



‘ইউএসএ ৯৭-৯৯’র থ্যাংক্সগিভিং নৈশভোজ পার্টি

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ থেকে ১৯৯৭ সালে এসএসসি এবং ১৯৯৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন, ফেসবুকভিত্তিক এমন একটি গ্রুপের নাম ‘ইউএসএ ৯৭-৯৯’। গত ২৭ নভেম্বর নিউইয়র্কে কুইন্সের বেলরসের একটি রেস্টুরেন্টে এই গ্রুপের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় থ্যাংক্সগিভিং নৈশভোজ পার্টি। এতে সদস্যরা সপরিবারে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে অনেকদিন পর একে অন্যকে কাছে পেয়ে মেতে ওঠেন গল্প, কথা আর আড্ডায়। থ্যাংক্সগিভিং নৈশভোজের খাদ্য তালিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল ‘টার্কি রোস্ট’।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের এডমিন জামিল সারোয়ার। তিনি সংগঠনের ইতিহাস এবং তাদের ভবিষৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এছাড়াও সংগঠনটির এডমিন শামস শাহরিয়ার বলেন ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে অনুষ্ঠান আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য এটর্নি মঈন চৌধুরীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন সংগঠনের সদস্যরা। এতে শো টাইমস মিউজিক এর কর্ণধার আলমগীর খান আলমগীর ছাড়াও ইউএসএ ৯৭-৯৯ সংগঠনের সদস্য নয়ন হোসেন, খন্দকার সুমন, সর্দার হোসেন, খন্দকার সোহাগ, জোবায়ের জাহিদ, সুমন মোদক, তানজিনা রিয়া, রাবু কেয়া, সোনিয়া হক, সোনিয়া রহমান, রিজভী

নিউইয়র্কে নীলা জেরীনের একক নৃত্যানুষ্ঠান ‘অষ্ট নায়িকা’

নিউইয়র্ক: নৃত্যে নৃত্যে আনন্দ বেদনা। প্রেম আর বেদনার উপাখ্যান। হলভর্তি দর্শক-শ্রোতা। তন্ময় হয়ে সবাই উপভোগ করলেন একটি নির্মল নৃত্যানুষ্ঠান। নীলা জেরীন। যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা একজন শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী। অতি সম্প্রতি কুইন্সের ‘কুইন্স থিয়েটারে’ অনুষ্ঠিত হয় দুই ঘণ্টাব্যাপি এই আয়োজন। ‘নীলা ড্যান্স একাডেমি’ প্রতিষ্ঠা করেছেন নীলা জেরীন। আমেরিকার বিখ্যাত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা গবেষণায় অর্জন করেছেন পিএইচডি। কিন্তু ভুলে যাননি শিকড়ের সন্ধান। সেই মেধা ও মননের ছাপই রাখলেন নীলা এই নৃত্যায়োজনে।

ভারতীয় আদি নাট্যশাস্ত্র কুচিপুড়ী ধারায় একক ধ্রুপদি নৃত্য পরিবেশন করলেন নীলা। উল্লেখ্য, কুচিপুড়ি এক ধরনের নৃত্যনাট্য। প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃত ভাষার নাট্য শাস্ত্র পুঁথিতে এর উল্লেখ রয়েছে। চারণ কবি, উপাসনালয় ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সাথে জড়িত এই নৃত্য ভারতের অন্যান্য প্রধান শাস্ত্রীয় নৃত্যের মত ধর্মীয় শিল্প হিসেবে বিকাশ লাভ করে। দশম শতাব্দীর কপারে খোদাই করার চিত্র থেকে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর পুথিমাচুপাল্লি কাইফাত্থ থেকে কুচিপুড়ির অস্তিত্বের প্রমাণাদি পাওয়া যায়। কুচিপুড়ি রীতির বিশ্বাস অদ্বৈত বেদান্ত’র সন্ন্যাসী তীর্থ নারায়ণ যতি ও তার শিষ্য সিদ্ধেন্দ্র যোগি ১৭শ শতাব্দীতে কুচিপুড়ির আধুনিক রূপের প্রবর্তন ও কৌশল প্রণয়ন করেন। কুচিপুড়ি মূলত: হিন্দু দেবতা কৃষ্ণের বৈষ্ণব রীতি হিসেবে বিকাশ লাভ করে। এটি তামিল নাড়ুতে প্রাপ্ত ভগবত মেলার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

পুরো অনুষ্ঠানটির নেপথ্য নির্দেশনায় ছিলেন তারই শাস্ত্রীয় গুরু সাধনা পরানজি। যাঁর কাছে নাচের তালিম নিয়েছেন নীলা প্রায় দুই দশক কাল। অর্কেষ্ট্রা দলে আরও ছিলেন ভোকাল-সামিউক্তা রাঙানাথান, ঢোল-কাবিলান জেগানাথান, বেহালায়-শ্বেতা নারাসিমহান এবং বাঁশিতে-ভিসভেশ্বার নাগারাজান।

কুচিপুরী নৃত্যটির উদ্ভব মূলত: ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে। ‘অষ্ট নায়িকা’- সিরিজটি ধ্রুপদী নৃত্যের অষ্টনায়িকার একটি অন্বেষণ। আট ধরনের নায়িকা যা একজন মহিলার অনেক চিন্তাভাবনা এবং মানসিক অবস্থাকে চিত্রিত করে। রোমান্টিক নায়িকার প্রত্নতাত্ত্বিক রাজ্য হিসাবে, এটি ভারতীয় চিত্রকলা, সাহিত্য, ভাস্কর্যের পাশাপাশি ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য ও সঙ্গীতে থিম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।



নৃত্যশাস্ত্র মতে এই আট নায়িকার নাম হচ্ছে- স্বাধীনাভার্তুকা, বিরহখন্ডিতা, ভাসাকসজ্জিকা, খন্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, অভিসারিকা, প্রশিতাভর্তুকা, এবং কলহন্তরিতা।

নীলা জেরিন অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই আটটি চরিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন তার নাচে নাচে। অনুষ্ঠানের শেষে নীলা, এই নৃত্যের চুম্বক-পরিচিতি তুলে ধরেন তার দর্শ-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, এই নৃত্য অনেক পুরোনো বলেই বিবেচিত হয়। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, আগামী হাজার বছরেও এই নৃত্যের আবেদন ফুরাবে না। যতদিন মানবপ্রেম থাকবে, যতদিন বিরহের বাঁশরি থাকবে- ততদিনই থেকে যাবে এই নৃত্যের ঝংকার।

অনুষ্ঠানে সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় গান পরিবেশন করেন ভোকাল কণ্ঠশিল্পী। এই আয়োজনটির স্পনসর করেছিল ‘কুইন্স কাউন্সিল অন দ্য আর্টস’। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আমেরিকান উপস্থিত হয়েছিল আদি ধারার এই নৃত্যানুষ্ঠানটি উপভোগ করার জন্য।

আরো উল্লেখ্য, নৃত্যশিল্পী নীলা জেরিন উত্তর আমেরিকায় বিভিন্ন বড় বড় অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে ইতোমধ্যে বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // December 5 // 2022

বিয়ের খরচ ফেরত চেয়ে মাইকিং

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিয়েতে খরচ করা অর্থের একটা অংশ আদায়ে অভিনব পথ বেছে নিয়েছেন এক স্বামী। শ্বশুরবাড়ির আশপাশে মাইকিং করে ওই অর্থ চাওয়া শুরু করেন তিনি। আর এ কাজে ব্যবহার করা গাড়িতেও অর্থ চেয়ে টানান একটি ব্যানার। ঘটনাটি চীনের হেনান প্রদেশের বিয়াং এলাকার। গত নভেম্বরের শেষের দিকে ঘটেছে এ ঘটনা। ২৫ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির নাম হোউ। গত জানুয়ারিতে লি নামের এক তরুণীর সাথে বিয়ে হয় তার। দু'জনের পরিচয় হয়েছিল ২০২১ সালে। পরিচয়ের তিন দিনের মাথায় বাগদান সারেন তারা। সংসার শুরুর মাত্র এক মাস পর দেখা দেয় বিপত্তি। এক রাতে বাসায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হোউ। ফলে কাজ থেকে ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতে হয় লিকে। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে বাবার বাড়ির উদ্দেশে হাঁটা দেন লি।



নিউইয়র্কে সংবর্ধনা সভায় হাসনা মওদুদ

আন্দোলন নয়, নির্বাচনের মাধ্যমেই বিএনপির ক্ষমতায় যাওয়া সমিচীন

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র সফররত সাবেক উপ রাষ্ট্রপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুম ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের সহধর্মিনী নোয়াখালী-৫ আসনের সাবেক সাংসদ হাসনা জসীমউদ্দীন মওদুদ বলেছেন, আন্দোলনের মাধ্যমে নয়, নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতায় যাওয়া বিএনপির জন্য সমিচীন হবে। কেননা আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতায় গেলে বিএনপিকে আওয়ামীলীগ শান্তিতে সরকার পরিচালনা করতে দেবে না, কারণ আওয়ামী লীগ আন্দোলনে চ্যাম্পিয়ান। আন্দোলনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে নামানোর জন্য আন্দোল শুরু করে দেবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গেলে সেটি সম্ভব হবে না। গত ২৯ নভেম্বর রাতে নিউইয়র্কের ব্রুকলীনের মোমো'স পার্টি হলে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কোম্পানীগঞ্জবাসীর তার সম্মানে দেয়া গণসংবর্ধনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাসনা মওদুদ এসব কথা বলেন।

বিশিষ্ট রাজনীতিক বেলায়েত হোসেন স্বপনের সভাপতিত্বে এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট হারুন অর রশিদ আল হারুনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক নাঈম টুটুল। অনুষ্ঠানে অন্যানের মাঝে বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ জসিম, সহ সম্পাদক নূর ইসলাম বাবু, বাংলাদেশ সোসাইটির ক্রীড়া সম্পাদক মাহবুব আলম, নুরু চেয়ারম্যান, প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মোরসালিন হোসেন শামীম, হাজারী কল্যাণ পরিষদের মিজানুর রহমান, মওদুদ মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. আবুল বাশার, কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আব্দুল মালেক, রহমান এইচ আরজু, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সদস্য আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে হাসনা জসীমউদ্দীন মওদুদ এলাকার উন্নয়নে তার প্রয়াত স্বামী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ এবং তার নিজের ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, আমি আজীবন কোম্পানীগঞ্জবাসীর উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে চাই। সবাই পাশে থাকলে কোম্পানীগঞ্জকে আরও উন্নত করতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আগামী নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হবেন।

হাসনা মওদুদ আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আমি আপনাদের ভালবাসায় সিক্ত। আমি সবার নিকট কৃতজ্ঞ। সব সময় এলাকাবাসীসহ বাংলাদেশের দরিদ্র-অসহায়দের পাশে থাকবো। তিনি বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য প্রবাসীদের ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বৃহত্তর নোয়াখালীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক কোম্পানীগঞ্জবাসী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আয়োজকরা ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে হাসনা জসীমউদ্দীন মওদুদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান হয়।



বাউলদের উপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে সভা

নিউইয়র্ক: কুষ্টিয়া সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বাউলদের উপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে গত ১৯ নভেম্বর নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস ডাইভারসিটি প্লাজায় প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

লালন পরিষদ ইউএসএ'র সভাপতি আব্দুল হামিদ এর সভাপতিত্বে ও গোপাল সান্যালের পরিচলনায় প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, শহীদ বুদ্ধিজীবি সন্তান ফাহিম রেজা নূর, একুশে চেতনা পরিষদের সভাপতি ড. ওবায়দুল্লা মামুন, সাবেক ছাত্র নেতা সাংবাদিক মুজাহিদ আনছারী, বাচিক শিল্পী জি এইচ আরজু, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম জিকু, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাংবাদিক সনজীবন সরকার, চিত্র শিল্পী জাহিদ শরিফ, বাঙালী ক্লাব ইউএসএ এর সভাপতি দিনেশ মজমদার, সাংস্কৃতিক কর্মী জাকিয়া ফাইম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রনোধীশ বড়ুয়া প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শেফ

(৪২ পাতার পর)

বলেন, কমিউনির সকলের ভালোবাসা আমাকে আজ এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। আমার এই এযাওয়ার্ড আমি আমার কমিউনিটির সকলের জন্য উৎসর্গ করলাম। তিনি বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ডের মত আমেরিকান কারী অ্যাওয়ার্ড আয়োজনের ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানাবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। পরে বন্ধুমহলের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়।





শেফ খলিলুর রহমানের বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ড লাভ

(শেষের পাতার পর)

হাতে অ্যাওয়ার্ডটি তুলে দেন বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ডের প্রতিষ্ঠাতা মহরম এনাম আলীর ছেলে ও প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর জেফরি আলী। উল্লেখ্য, শেফ খলিলুর রহমান এ বছরই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। এদিকে ব্যস্ততার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পেরে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋসি সুনাক রেকর্ডেড বক্তব্য পাঠান যা উপস্থিত অতিথিদের শোনানো হয়।

মর্যাদাপূর্ণ এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে লন্ডনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার সৈয়দা মুনা তাসনিম সহ অনেক বৃটিশ সেলিব্রেটিও উপস্থিত ছিলেন।

বৃটিশ কারী ইন্ড্রাস্ট্রির ইতিহাসে সবচেয়ে জমকালো, বর্ণাঢ্য এবং বৃহৎ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় এই বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ড। স্থানীয় সময় সোমবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় 'দ্য এভালুশন লন্ডনে' জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেফ খলিলুর রহমানের হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়।

বিশ্বের কারি ইন্ড্রাস্ট্রির 'অস্কার খ্যাত' এই বৃটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডের সূচনা হয়েছিলো বাংলাদেশী-বৃটিশ এনাম আলীর হাত দিয়ে অভিজাত হোটেল গ্রোজভেনার হাউসে ২০০৫ সালে। জমকালো বর্ণাঢ্য আয়োজন, সেলিব্রেটি ব্যক্তিত্ব, বৃটিশ রাজনীতি এবং ব্যবসার প্রভাবশালীদের উপস্থিতি আলাদা একটি স্থানে নিয়ে গেছে বৃটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডকে। এই অনুষ্ঠানে ইতিপূর্বে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন, লেবার লিডার, হোম সেক্রেটারী উপস্থিত হয়েছেন একাধিকবার। মন্ত্রী, এমপি, মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার প্রভাবশালী সম্পাদক, সাংবাদিক, ডিরেক্টররা এবং কমিউনিটি মিডিয়া ও সমাজের বিশিষ্টজনের উপস্থিতিও ছিলো নিয়মিত। লিজেন্ডারী সাংবাদিক ট্রেভেল ম্যাকডোনালড থেকে শুরু করে 'হো ওয়ান্ট টু বি এ মিলিয়নিয়ার' খ্যাত ক্রিস টারেনসহ সেরা সেলিব্রেটিরা থেকেছেন অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায়। বর্তমানে বৃটিশ ক্যালেন্ডারের অন্যতম সেরা ইভেন্ট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এই আয়োজন।

চলতি বছরের মার্চ মাসে এনাম আলী মৃত্যুবরণ করেন। বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ড চালু হবার পর থেকে বিশ্বমানের এই অনুষ্ঠানটি প্রযোজনার দ্বায়িত্বে রয়েছেন এনাম আলী এম বিইর এর সুযোগ্য কন্যা জাস্টিন আলী। সার্বিক সহযোগীতায় রয়েছেন এনাম আলীর যোগ্য উত্তরসূরী তাঁর ছেলে জেফরি আলী।

অনুষ্ঠানে শেফ খলিলুর রহমানের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে 'অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান'-এর প্রবর্তক মরহুম এনাম আলী স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একচি সুদৃশ্য স্মরনিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিদের সকলকে ব্ল্যাক টাই ডিনারে আপ্যায়ন করা হয়।









TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ডের পর
শেফ খলিলুর রহমানের বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ড লাভ

লন্ডন থেকে হাবিব রহমানঃ নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট শেফ, খলিল বিরিয়ানী হাউসের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ড-২০২২ পেয়েছেন। ১৮তম এই আয়োজনের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের বাইরে কোন শেফ প্রথম এই অ্যাওয়ার্ড লাভ করলেন। দুই সহস্রাধিক আমন্ত্রিত অতিথি, অনেক এম.পি, বিবিসি সহ অসংখ্য মূলধারার সাংবাদিকের উপস্থিতিতে শেফ খলিলের (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



নিউইয়র্ক সিটিতে আবার হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা
১ কোটি ৮০ লাখের বেশি ইঁদুর!

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ সতের'শ শতক ধরেই ইঁদুর সমস্যায় ভুগছে নিউইয়র্ক সিটি। কিছুতেই শহর থেকে ইঁদুর দূর হচ্ছে না। এ যেন জার্মানীর ছোট্ট শহর হ্যামিলনের সেই ঘটনাকে মনে করিয়ে দিলো। ইঁদুরের জ্বালায় অতিষ্ঠ শহরবাসী। কোথাও কোনো শান্তি নেই। ইঁদুর দূর করার জন্য কোনো উদ্যোগ যেন কাজে লাগছে না। শেষ পর্যন্ত শহরের মেয়র ঘোষণা দিলেন যে শহর থেকে ইঁদুর দূর করতে পারবে তাকে স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেয়া হবে। এর পরের ঘটনা সবার জানা। এবার যেন সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

রেমিট্যান্স পাঠাতে ফি নিচ্ছে না সানম্যান এক্সপ্রেস

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের মানি ট্রান্সমিটার প্রতিষ্ঠঅন স্যানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস থেকে বাংলাদেশে এখন রেমিট্যান্স পাঠাতে ফি দিতে হবেনা প্রবাসী বাংলাদেশীদের। সানম্যান এক্সপ্রেস এর সকল শাখা থেকে বিনা ফিতে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বিশ্বময় লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ

জাফর আহমাদ

বিশ্বময় মুসলমানরাই কেন লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। ভারত, কাশ্মির, উইঘর, মিন্দানাও, ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিম-অমুসলিম সবদেশে মুসলমানরাই শুধু অপমানিত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

মুনা কনভেনশন-২০২৩ উপলক্ষ্যে প্রেস কনফারেন্স ০৫ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৫টায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে।

'গাইবান্ধা হানাদারমুক্ত দিবস' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ০৭ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৫টায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারিসিটি প্লাজায়, (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

সম্প্রীতির বন্ধনে ইয়েলো সোসাইটির পুনর্মিলনী সম্পন্ন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সম্প্রীতির বন্ধনে ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক-এর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হলো। শনিবার (৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিংস্থ গুজরাটি সমাজ মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এটি ছিলো সংগঠনের নবম বার্ষিক পুনর্মিলনী। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

মনিজা রহমানের ফেসবুক থেকে
'আপু, তোমারে বইলা বুঝাইতে পারব না কষ্ট কাকে বলে!'



দৈনিক জনকণ্ঠে আমার এক সাবেক সহকর্মী চার বছর ব্রাজিলে ছিলেন। কিন্তু ওখানে কিছু করতে না পেরে অবৈধ পথে আমেরিকা আসার চেষ্টা করছেন। এজন্য পায়ে হেঁটে, (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

খেলার খবর
মেসির সঙ্গে মার্টিনেজও নায়ক

স্পোর্টস ডেস্কঃ সময় লাগল নিজেকে খুঁজে পেতে। অস্ট্রেলিয়ার হাই-লাইন ডিফেন্ডিংয়ে প্রথম দিকে নিজের ছায়া হয়ে ছিলেন লিওনেল মেসি। সেখান থেকে দলকে পথে ফেরাতে আবারও জাদু দেখালেন এই (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম
ব্যাংক সমাচার



আমেরিকায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নিয়ে 'একটা মজার কথা প্রচলিত আছে। অনেক দিন আগের ব্যপার। টেক্সাস আরিজোনা সান ফ্রান্সিসকো এবং আ শেপা শের এলাকাজুড়ে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৯পাতায়)

গ্রন্থাগার, মধুর রেস্তোরা, অপরাজেয় বাংলা পেয়ে সবাই মুগ্ধ
ব্যতিক্রমী আয়োজনে নিউইয়র্কে ঢাবি'র শতবার্ষিকী উদযাপন



বিশেষ প্রতিনিধিঃ নিউইয়র্কের লাগোয়ার্ডিয়া প্লাজা হোটেলের প্রবেশ পথেই বিশেষভাবে নির্মিত তোরণ, আরেকটু এগিয়ে গেলেই 'অপরাজেয় বাংলা', বলরুমে ঢুকতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঐতিহাসিক মধুর ক্যান্টিন (মধুর রেস্তোরা) আর বলরুমের ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত 'শহীদ মিনার ও অপরাজেয় বাংলা'র ছবি সম্বলিত ব্যাকগ্রাউন্ডে মূল মঞ্চ। সবমিলিয়ে যেন ঢাকা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

উৎসবমুখর পরিবেশে থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উদযাপন

বিশেষ প্রতিনিধিঃ আমেরিকান সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটিতেও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হলো থ্যাঙ্কস গিভিং ডে। চলতি বছর গত ২৪ নভেম্বর (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

হেলথ টিপস
রোদ পোহানোর উপকারিতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ সকাল ৮টার আগে ও বিকেল ৫টার পর যে রোদ পড়ে তা গায়ে লাগানো খুবই স্বাস্থ্যকর। এ সময়টায় রোদ খুব বেশি কড়া থাকে না। গ্রীষ্মকালে ১০ থেকে ১৫ মিনিট (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বিনোদন
মেহজাবীন আর্জেন্টিনা নাকি ব্রাজিল?

বিনোদন ডেস্কঃ অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ব্রাজিলের সমর্থক নাকি আর্জেন্টিনার? এই প্রশ্ন এখন সামাজিক যোগাযোগ (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং রিয়েলেস্টেট এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com